শ্রীধাম নবদ্বীপ চিত্র প্রদর্শনী প্রদর্শক

SRIDHAM NABADWIP THEISTIC EXHIBITION GUIDE

(চতুর্থ সংস্করণ)

শ্রীগৌরহরির ভজন-প্রকরণ, উপদেশ, মহাদানের বৈশিষ্ট্য, তদীয় ধাম, স্থান-মাহাত্ম্য, ভক্তি-পীঠ, দর্শনীয় স্থানসমূহ ও তৎসহ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের লীলা-মাধুরী ও উপদেশ সহ প্রদর্শিত চিত্র প্রদর্শনীর পরিচয় প্রদর্শক গ্রন্থ।

শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণপার্ষদপ্রবর রূপানুগবর জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের কৃপারেণুধারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ কর্তৃক সংগৃহীত, সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩৯৬ সালের ২৬শে ফাল্গুন ইং ১১ই মার্চ্চ ১৯৯০ সাল
গৌরাবির্ভাব তিথি।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ-কর্তৃক শ্রীরূপানুগ ভজনাশ্রম, পোঃ—শ্রীমায়াপুর, ঈশোদ্যান, নদীয়া হইতে প্রকাশিত ও শেখরচন্দ্র সাহা কর্তৃক মালঞ্চ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, মালঞ্চপাড়া, নবদ্বীপ হইতে মুদ্রিত।

আনুকূল্য—১৬.৫০ মাত্র

To,

His Holiness

Sreemad Bhakti Bikash

Swami Maharaj

2.3.06.

Swami Talpar Maharaj

Sri Rupanugo Bhajan

Asram.

Sri Mayapur. Nadia.

শ্রীধাম নবদ্বীপের মানচিত্র
১৯১৬ সালের কৃষ্ণনগর থানার
সরকারী নক্সা হইতে প্রস্তুত
স্কেল ১ ইঞ্চি - ২ মাইল
শ্রীকোল
মায়াকোল
শ্যামনগর
সোমডাঙ্গা
১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপ
ধামের ৯টী দ্বীপ
১। অন্তর্দ্বীপ—শ্রীমায়াপুর
২। সীমন্তদ্বীপ—(সিমুলীয়া)
৩। গোদ্রুমদ্বীপ
(গাদিগাছা)
৪। মধ্যদ্বীপ (মাজদিয়া)
৫। কোলদ্বীপ, বর্তমান
সহর নবদ্বীপ)
৬। ঋতুদ্বীপ (রাতুপুর)
৭। জহ্নুদ্বীপ (জান্নগর)
৮। মোদদ্রুমদ্বীপ
(মামগাছি)
৯। রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া

নবদ্বীপের নববিধা-ভক্তির বিষয়াশ্রয় বিভাগ

দ্বীপের নাম	ভক্তিপীঠ	বিষয়	আশ্রয়
১। অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর	আত্মনিবেদন	শ্রীবামনদেব	শ্রীবলিমহারাজ
২। সীমন্তদ্বীপ	শ্রবণাখ্য	ভাগবদভিন্নবিগ্রহ ভাগবতের সেবারত শ্রীশুকদেব	শ্রীপরীক্ষিত মহারাজ
৩। গোদ্রুমদ্বীপ	কীর্ত্তনাখ্য	ঐ	শ্রীসূতগোস্বামী
৪। মধ্যদ্বীপ	স্মারণাখ্য	শ্রীনৃসিংহদেব	শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ
৫। কোলদ্বীপ	পাদ-সেবনাখ্য	শ্রীশেষশায়ীবিষ্ণু	তদীয় পদসেবনরতা শ্রীলক্ষ্মীদেবী
৬। ঋতুদ্বীপ	অর্চ্চনাখ্য	শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চাবিগ্রহ	অর্চ্চনরত শ্রীপৃথুমহারাজ
৭। জহ্নুদ্বীপ	বন্দনাখ্য	শ্রীকৃষ্ণ	তদীয় অভিবন্দনপর শ্রীঅক্রূর
৮। মোদদ্রুমদ্বীপ	দাস্যাখ্য	শ্রীরামচন্দ্র	তদীয় দাস্যরত শ্রীহনুমান
৯। রুদ্রদ্বীপ	সখ্যভক্তি	শ্রীকৃষ্ণ	গৌরবসখ্যের আশ্রয় শ্রীঅর্জ্জুন ও বিশ্রম্ভসখ্যের আশ্রয় শ্রীসুদামাদি কৃষ্ণের ব্রজসখাগণ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীধাম নবদ্বীপ চিত্র প্রদর্শনী-প্রদর্শক

SRIDHAM NABADWIP THEISTIC EXHIBITION GUIDE

সর্ব্বাবতার অবতারী শ্রীগৌরসুন্দর কলিহত জীবকুলের নিত্য মঙ্গলের জন্য এই শ্রীনবদ্বীপান্তর্গত শ্রীমায়াপুরে আবির্ভূত হইয়া যে অপূর্ব্ব প্রেমধর্ম্মের কথা মহাবদান্য শিরোমণির লীলায় শিক্ষা ও উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহার তথ্য, সিদ্ধান্ত, মাহাত্ম্য ও গূঢ়ার্থ এবং শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে যাহা জীব কল্যাণের একমাত্র অব্যর্থ উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া সর্ব্বমহাজনগণ নিঃসংশয়রূপে গ্রহণ ও আচরণ করিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাহারই সংক্ষিপ্ত প্রকাশার্থে চিত্রে প্রদর্শন করাই এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য। শ্রীগৌর-হরির শ্রীধামের মাহাত্ম্য ও পরিচয় মহাজন-গ্রন্থে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও সুষ্ঠুভাবে এই চিত্র প্রদর্শনীতে প্রকাশ করা হইয়াছে।

শ্রীবিষ্ণু পুরাণে—এই ভারতবর্ষের নয়টী দ্বীপের কথা শ্রবণ করা যায়। যথা—ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরু, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান্, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গান্ধর্ব্ব, বারণ ও তাহাদের মধ্যে সাগরপ্রান্তবর্ত্তী এই দ্বীপটী নবম বা নবদ্বীপ। ইহার পরিমাণ উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত সহস্র যোজন। 'সাগরসম্ভূত' শব্দে সমুদ্র-প্রান্তবর্ত্তী

ইহাই শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যা। এই নবদ্বীপের নাম ভিন্ন করিয়া উল্লেখ না করায় এই দ্বীপের নামই 'নবদ্বীপ' ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে।

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়—"রসিক বহুজ্ঞ পণ্ডিতগণ সেই-স্থানকে শ্রীবৃন্দাবন বলেন, অপর কতিপয় সুধী যাহাকে গোলোক বলেন, অন্য সজ্জনগণ যাহাকে শ্বেতদ্বীপ নামে অভিহিত করেন এবং অন্যান্য সাধুগণ যাহাকে পরমপরব্যোম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহাই জগতে পরমাশ্চর্য্য মহিমাযুক্ত 'নবদ্বীপ'।"

প্রাচীনগণের উক্তি—মহর্ষিগণ শ্রীনবদ্বীপ-ধামকে ধ্যেয়বস্তু বলিয়াছেন। এই ধাম জাহ্নবীতটে শোভমান নিত্য বৃন্দাবন ইহা পঞ্চশিবাধিষ্ঠিত, শক্তিগণ-বিরাজিত, ভক্তি বিভূষিত এবং অন্তমধ্যাদি নয়টি দ্বীপে সমুজ্জ্বল ও মনোহর। ইহার পরিমাণ কেহ পঞ্চযোজন ও কেহ বা ষোল ক্রোশ বলিয়া থাকেন। এই ধামের মধ্যস্থলে শ্রীমায়াপুর। তথায় শ্রীভগবদ্‌গৃহ অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথালয় অবস্থিত।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচরিতে প্রথম প্রক্রমে—"নবদ্বীপ নামে খ্যাত পরম বৈষ্ণব-ক্ষেত্রে সজ্জন, শান্ত, সৎকুলোদ্ভব, উদার, কর্ম্মদক্ষ ও সর্ব্বশাস্ত্র-পারগ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণ অবস্থান করেন। তথায় চিকিৎসক, শূদ্র ও বণিকগণ বাস করেন। সকলেই শুদ্ধ স্বধর্ম্ম-নিরত বিদ্যারদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহকারী। সেই বৈকুণ্ঠভবনতুল্য নবদ্বীপে সকলেই দেবের ন্যায় রূপবান্।"

শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃতে—"যে স্থানে প্রত্যপ্ত সুবর্ণের ন্যায় কান্তি-ধারী মহাপ্রেমানন্দোজ্জ্বলমাধুর্য্যময়-দেহ শ্রীচৈতন্যদেব করুণা-বশতঃ

স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছিলেন, বৈকুণ্ঠ হইতেও মধুর সেই নবদ্বীপ ধামে—যেস্থানে প্রতিগৃহ ভক্ত্যুৎসবময়, তাহাতে আমার চিত্ত অনুরক্ত হউক।" "সর্ব্বপ্রকারেতে নবদ্বীপ শ্রেষ্ঠ হয়। অসংখ্য প্রভুর ভক্ত যথা বিলাসয়॥ নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান। যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান্॥ যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর। তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ-মায়াপুর॥" কামলোভে যথা আসি' অত্যুত্তম হয়। নমি সেই মায়াপুর রসের নিলয়॥ বাঞ্ছা যদি থাকে প্রেম সমুদ্রে বিহারে। মায়াপুরে বাস কর জাহ্নবীর তীরে।"

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদের শ্রীনবদ্বীপ শতকের শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের পয়ার ছন্দে বঙ্গানুবাদ ঃ—

শ্রীরাধার ভাবে যিনি সুবর্ণ বরণ। সাঙ্গোপাঙ্গে নবদ্বীপে যা'র সঙ্কীর্ত্তন॥ কলিতে উপাস্য সেই কৃষ্ণ গৌরহরি। নবধা ভক্তিতে তাঁ'রে উপাসনা করি॥ নিগম যাঁহারে 'ব্রহ্মপুর' বলি' গা'ন। পরব্যোম শ্বেতদ্বীপ বর্ণয়ে পুরাণ॥ রসিক পণ্ডিত যাঁরে 'ব্রজ' বলি' কয়। বন্দি সেই নবদ্বীপে চিদানন্দময়॥ শুদ্ধোজ্জ্বল প্রেমরস অমৃত অপার। সাগর অপূর্ব্ব অংশ রাধাদত্ত-সার॥ সকল সাধনহীন হইয়াও নর। করে যদি নবদ্বীপ-বন মাঝে ঘর॥ ধামের বিচিত্রশক্তি হঠাৎ তাহারে। রাধাকান্ত রাসোৎসবে রতি

দিতে পারে॥ যে ধামে প্রবিষ্ট হ'য়ে জঙ্গম স্থাবর। ঘনানন্দ মহোৎসবে ভাসে নিরন্তর॥ মায়া যা'র জড়দৃষ্টি দিয়াছে নয়নে। জড়ময় দেখে সেই নবদ্বীপ বনে॥ কৃপাকরি মায়া জাল উঠায় যখন। আঁখি হেরে সুবিশাল চিন্ময় ভবন॥ সম্বন্ধ কৌশলে সেই ধামে প্রবেশিলে। সর্ব্বজীবে আনন্দ সম্বিদ্‌ভাব মিলে॥ সম্বন্ধ আশ্রিত জীবে দোষ দৃষ্টি যা'র। আনন্দ-স্বরূপে অপরাধ হয় তা'র॥ যতদিন সেই অপরাধ নাহি যায়। রাধাকৃষ্ণ সুসম্বন্ধ মিলিবে কোথায়? চৌর্য্য, লম্পটতা, দ্বেষ, মৎসরতা, লোভ। মিথ্যাবাক্য, সুদুর্ব্বাক্য, পরদ্রোহ, স্তোভ (নিরর্থক শব্দ)॥ ত্যাজিয়া যে জন করে গৌরপুরাশ্রয়। বৃন্দাবন-আশা তার বন্ধ্যা নাহি হয়॥ আশ্চর্য্য করুণাপূর্ণ শ্রীগৌড় নগরী। সর্ব্বশাস্ত্রে লেখে' তাঁর মহিমা বিস্তারি॥ যে সে রূপে থাকি জীব নবদ্বীপ ধামে। দেহান্তে লভিবে সিদ্ধি শ্রীগৌরাঙ্গ নামে॥ শাস্ত্রতর্ক সব ছাড়ি উজ্জ্বল বিমল। রস-প্রেম-সুধা-সার যেখানে সম্বল॥ ভাবেতে বিহ্বল সদা সে যুগল-জ্যোতি। হেম-হিরন্মণি-ছবি সুবিহ্বল মতি॥ প্রচ্ছন্ন সে ধাম নন্দনন্দনের ন্যায়। ভক্তজন মাত্র জানে সদ্‌গুরু কৃপায়॥ রাধাকান্ত রতিকন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ বন। অবিরত কৃষ্ণভক্তগণের জীবন॥ যে সেবিল গৌর আর যশোদা-নন্দন। গৌরসেবা বিনা কৃষ্ণে না পায় কখন॥ এ গৌরমণ্ডলে নবদ্বীপ-বৃন্দাবন। শচীর তনয় সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন॥ সেই নন্দসুত রাধা-দ্যুতি আচ্ছাদিত। ব্রজের দুর্ল্লভ লীলা করিল বিহিত॥ বৃন্দাবনে বসি যেবা জপে হরি হরি। অপরাধ গেলে পায় কিশোর-কিশোরী॥ নবদ্বীপে গৌর ক্ষমি অপরাধচয়।

পরম রসদ ব্রজরস বিতরয় ॥ গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে যাঁর নবদ্বীপে স্থিতি। করে স্থিতি ব্রজ তাঁর-সনাতন রীতি ॥ অন্যত্র শ্রীবৃন্দাবন যে করে সন্ধান। মরু-মরীচিকা যেন ক্রমে দূরে ভাণ ॥ বৃন্দাবনে আছে যত বন উপবন। শ্রীকৃষ্ণলীলার স্থল কে করে গণন ॥ নবদ্বীপে সে সকল আছে স্থানে স্থানে। গৌররূপে কৃষ্ণলীলা প্রকট কারণে ॥

—□—

শ্রীধাম নবদ্বীপের স্বরূপ

তিলকশোভিতা গঙ্গাজল শুক্লাম্বরা। কাঞ্চন চম্পকাভাসা রসোল্লাসপরা ॥ কৃষ্ণপ্রেম-পয়োধর-রসে সম্মোহিনী। শোভাপায় গৌরাটবী গৌরাঙ্গ-মোহিনী ॥ সুরেন্দ্রবৈভবযুতা যথা তরুগণ। মহারসময়ী ভক্তি-বনিতা রঞ্জন ॥ বিদ্যুৎকোটী প্রভাময়ী রাধা-আলিঙ্গিত। নবজলধর শ্যাম-ধ্যানে সমাহিত ॥ ইন্দ্রনীলমণি বৃক্ষগণ নানামত। পুরট-স্ফটিক-পদ্মরাগ বিনির্ম্মিত ॥ রত্নবেদী—যেখানে ঝঙ্কারে অলিগণ। শুক-পীক-ময়ুরের অপূর্ব্ব দর্শন। পদ্মপুষ্প-শোভিত নানা সরোবর। সেই নবদ্বীপ ধামে প্রকৃতির পর ॥ নানা কেলি-নিকুঞ্জ-মণ্ডলে সুশোভিত। নানা সরোবর, বাপী, তাড়াগ মণ্ডিত ॥ নানা গুল্ম, লতা, দ্রুম-মণ্ডপে বেষ্টিত। নানা-জাতি খগমৃগদ্বারা উল্লসিত ॥ গৌর-নারায়ণ-লীলাশক্তি প্রকটিত। জ্যোতির্ম্ময় ধামে বহু স্থান বিরাজিত ॥ চিৎ-চক্ষু খুলে যা'র শ্রীগুরু-কৃপায়। ধামের স্বরূপ সেই দেখিবারে পায় ॥ উৎকট বাসনা যদি ভক্ত হৃদে হয়। ভক্তিযোগে কভু স্বপ্নে, ধ্যানে দেখা পায় ॥

ষোল ক্রোশ নবদ্বীপের মানচিত্র

(১৯১৬ সালের কৃষ্ণনগর থানার সরকারী নক্সা হইতে গৃহীত)

শ্রীনবদ্বীপ ধামের নয়টী দ্বীপ

১। **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ**—শ্রীমায়াপুর, বল্লালদীঘি, বামুনপুকুরের কিয়দংশ, শ্রীনাথপুর ও গঙ্গানগর (বর্ত্তমানে গঙ্গাগর্ভে) ইত্যাদি।

২। **শ্রীসীমন্তদ্বীপ**—বামুনপুকুরের কিয়দংশ, শ্বেনডাঙ্গা, রাজাপুর, মোল্লাপাড়া, বিষ্ণুনগর, বেলপুকুর ও শরডাঙ্গা ইত্যাদি।

৩। **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ**—গাদিগাছা, বালিচর, মহেশগঞ্জ, তিওরখালি, আমঘাটা, শ্যামনগর, বিরিজ, সুবর্ণ-বিহার, গোদ্রুম, হরিশপুর।

৪। **শ্রীমধ্যদ্বীপ**—মাজিদা, ওয়াসিদপুর, ব্রাহ্মণপুষ্কর, হাটডাঙ্গা, ব্রহ্মনগর, দেপাড়া (গোদ্রুম ও মধ্যদ্বীপের মধ্য সীমায়)।

৫। **শ্রীকোলদ্বীপ**—বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ, কোল আমেদ, কোলেরগঞ্জ, চরগদখালি, গদখালি সংলগ্ন নদীয়া, পারমেদিয়া, তেঘরি, তেঘরি কোল ইত্যাদি।

৬। **শ্রীঋতুদ্বীপ**—চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, রাতুপুর ইত্যাদি।

৭। **শ্রীজহ্নুদ্বীপ**—বিদ্যানগর, জান্নগর, শ্রীরামপুর ইত্যাদি।

৮। **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ**—মাউগাছি, একডালা, মহৎপুর, বাব্‌লাড়ি, গঙ্গাপ্রসাদ, দেওয়ানগঞ্জ বা রামচন্দ্রপুর।

৯। **শ্রীরুদ্রদ্বীপ**—রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইদ্রাকপুর, গঞ্জেরডাঙ্গা, ভারুইডাঙ্গা বা ভরদ্বাজটীলা।

ষোড়শ-প্রবাহ

ষোলক্রোশ মধ্যে নবদ্বীপের প্রমাণ। ষোড়শ প্রবাহ তথা সদা বিদ্যমান॥ মূলগঙ্গা-পূর্ব্বতীরে দ্বীপ চতুষ্টয়। তাহার পশ্চিমে সদা পঞ্চদ্বীপ রয়॥ স্বর্দ্ধুনী প্রবাহ সব বেড়ি দ্বীপগণে। নবদ্বীপ ধামে শোভা দেয় অনুক্ষণে॥ মধ্যে মূল গঙ্গাদেবী রহে অনুক্ষণ। অপর প্রবাহে অন্য পুন্য নদীগণ॥ গঙ্গার নিকটে বহে যমুনা সুন্দরী। অন্যধারা মধ্যে সরস্বতী, বিদ্যাধরী॥ তাম্রপর্ণী, কৃতমালা, ব্রহ্মপুত্র ত্রয়। যমুনার পূর্ব্বভাগে দীর্ঘ ধারা ময়॥ সরযূ, নর্ম্মদা, সিন্ধু, কাবেরী, গোমতী। প্রস্থে রহে গোদাবরী সহ দ্রুতগতি॥ এই সব ধারা পরস্পর করি ছেদ। এক নবদ্বীপে নববিধ করে ভেদ॥ প্রভুর ইচ্ছায় কভু ধারা শুষ্ক হয়। পুনঃ ইচ্ছা হইলে ধারা হয় জলময়॥ নিরবধি এইরূপ ধাম লীলা করে। ভাগ্যবান্ জনপ্রতি সর্ব্বকাল স্ফুরে॥ উৎকট বাসনা যদি ভক্ত হৃদে হয়। সর্ব্বদ্বীপ সর্ব্বধারা দর্শন মিলয়॥ কভু স্বপ্নে কভু ধ্যানে কভু দৃষ্টি যোগে। ধামের দর্শন পায় ভক্তির সংযোগে॥

অপ্রাকৃত শ্রীধাম প্রাকৃত পরিমাপের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় নবদ্বীপ ধামের পরিমাণ যে ষোলক্রোশ বিস্তৃত বলিয়া বিজ্ঞগণ বর্ণনা করিয়াছেন—তাহা প্রাকৃত পরিমাপের ক্রোশ নহে। শ্রীভগবান্ বিভু অনন্ত হইয়াও যেমন বিভিন্ন ভক্তের রস ও উপলব্ধিক্রমে (শ্রীভগবান্ও) সেই লীলাপযোগী অনুরূপ পরিছিন্ন-রূপ প্রকট করিয়া ভক্তকে কৃপা করেন, তদীয় বস্তু শ্রীধামও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে।

শ্রীধাম নবদ্বীপের অন্তর্গত শ্রীমায়াপুর অন্তর্দ্বীপ, আত্মনিবেদন ক্ষেত্র।

দ্বাপর যুগে ব্রহ্মা ঐশ্বর্য্যমদে মাধুর্য্য-লীলাময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব অবগত হইতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণের সখা ও গোবৎস সকল হরণ করিয়া অপরাধ করিয়াছিলেন। যদিও ব্রহ্মা-স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মা-প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন; তথাপি ব্রজলীলা উপলব্ধিতে অনধিকার হেতু নিজে দুঃখিত হইয়া এই গৌরধামে আসিয়া গৌর-কৃপা লাভার্থে প্রভুর আরাধনা করেন। ভক্ত-বৎসল দয়াময় গৌরচন্দ্র ব্রহ্মাকে দর্শন দান করিয়া বর দিতে চাহিলেন। "শ্রীগৌরহরি সত্বর নবদ্বীপে শ্রীমায়াপুরে স্বগণে আবির্ভূত হইবেন ও জগৎ ভরিয়া অভিনব ভাবে অনর্পিতচর প্রেম প্রদান করিবেন";—এই অন্তরের কথা জ্ঞাপন করিলেন। এই অন্তরের কথা প্রকাশ-জন্য ইহার অন্তর্দ্বীপ নাম হইল। তখন ব্রহ্মা দম্ভ-অভিমান-হীন জন্ম লাভ করিবার প্রার্থনা করায়, "ব্রহ্মা যবন গৃহে জন্মলাভ করিয়া, বর্ষানেশ্বর সর্ব্ব ব্রহ্মা-গণের অংশী 'হরিদাস ঠাকুর'-রূপে আবির্ভূত হইবেন; তৎকালে তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইয়া নাম-ভজন-প্রভাবে সর্ব্ব অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়া সুদুর্ল্লভ প্রেম লাভ করিতে পারিবেন"—এই অন্তরের কথাও জানাইলেন। সেই মহাতপা ব্রহ্মা ঋচিক মুনিকে তুলসী পত্র ধুইয়া না দেওয়ায় তাহার শাপে যবনকুলে আবির্ভূত হ'ন। পরে সাত প্রহরিয়া ভাবে হরিদাসকে বর দান-প্রসঙ্গে "মোর স্থানে, মোর সর্ব্ব বৈষ্ণবের স্থানে। বিনা অপরাধে ভক্তি দিল তোর দানে।"

চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।৯৭। এবং ব্রহ্মার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ব্রহ্ম-সম্প্রদায়কে স্বীকার করিবেন।

শ্রীগৌরহরি শ্রীরাধার ভাবের মহামাধুর্য্য ও মহাগাম্ভীর্য্য এবং মাহাত্ম্য-আস্বাদন-লোলুপ হইয়া শ্রীরাধা-প্রেমের ভাবে বিভাবিত ও হ্লাদিনীর ভাব পরাকাষ্ঠায় বিগলিত হওয়ায় অন্য কাহারও নিকট অন্তরের গূঢ় আনন্দবার্ত্তা জ্ঞাপন না করিয়া শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সম্বন্ধ-জনিত ব্রহ্মাকে উক্ত অন্তরের গূঢ় রহস্যের কথা জ্ঞাপন করেন। এবং শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের সম্বন্ধ-জনিত বলি মহারাজকেও শুদ্ধভক্তি প্রচারের প্রথম প্রকাশক বলিয়া অন্য কাহারও অধিকতর আত্মনিবেদনকেও বহুমানন সত্বেও শ্রীহরিদাসের সম্পর্কে বিষয়াশ্রয়ের সুষ্ঠু সমাবেশ দ্বারা নিজ ঈপ্সিত নাম-প্রেম আস্বাদন ও প্রদানার্থে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের কৃপা-সম্বন্ধে বলি মহারাজের আত্মনিবেদন নিজ অপ্রাকৃত ধামে আশ্রয় প্রদানরূপ গূঢ় রহস্যময়ী অন্তরের কথা এই অন্তর্দ্বীপেই বিহিত করিয়াছেন। শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর ভাব-পরাকাষ্ঠারমহামাহাত্ম্যে বিভাবিত ও আবিষ্টতা-হেতু সেই সম্পর্কে বর্ষানেশ্বর মূল অংশী ব্রহ্মার অবতার শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সম্পর্কেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরের গূঢ় ভাব॥ শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"আমার যা কিছু সুখ সব তোমা লইয়া।" এই ইঙ্গিতে উক্ত বিষয় পরিস্ফুট। এবং সেই সম্পর্কেই নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপে নিজ ধাম শ্রীনবদ্বীপের দ্বীপ-নবমে আশ্রয় করিয়া তাহাতে বৈধীভক্তি হইতে রাগভক্তিতে পর্য্যবসিত করিয়া অনর্পিত প্রেমরত্ন স্থাপনের পীঠস্বরূপে গ্রহণ করিলেন। শ্রীহরিদাসের মধ্যে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের হেতুই উক্ত মাহাত্ম্য প্রকাশ।

আত্মনিবেদনক্ষেত্র ঃ— বিষয়বিগ্রহ—শ্রীবামনদেব এবং আশ্র-বিগ্রহ—শ্রীবলিমহারাজ। বলিমহারাজ শ্রীভগবানের দ্বিপাদ-বিভূতিতে মহামত্ত ও বলবান হইয়া মহাদাতা অভিমানে দান করিতে আরম্ভ করিলে শ্রীবামনদেব তাঁহাকে কৃপা করিতে সখ্য-রসে বন্ধুত্ব করিতে আসিলেন। শ্রীবামনদেব তৎপ্রদত্ত দ্বিপাদ বিভূতি-মত্ত বলি মহারাজের নিকট ত্রিপাদ ভূমি যাচ্ঞা করিলে, বলি মহারাজ তাহা দম্ভ-ভরে দিতে স্বীকৃত হইলেন। শ্রীবামনদেব দুই পদদ্বারা তাহার সমস্ত সম্পত্তি আচ্ছাদন করিলেন। তৃতীয় পাদের স্থান না থাকায় তাহা দিতে অক্ষম বলি মহারাজকে নাগপাশে বন্ধন করিয়া জোর করিয়া প্রহ্লাদ মহারাজের দ্বারা কৃপা করিয়া ‘আত্ম-নিবেদন’ করাইয়া তাহাকে ত্রিপাদ-বিভূতি প্রদর্শন করিলেন। ত্রিপাদ-বিভূতি বৈকুণ্ঠের বিভূতি ; তথায় কোণজ হেয়তা নাই। সকলই পূর্ণ এই ত্রিপাদ বিভূতির সন্ধান আত্মনিবেদন দ্বারা এই ক্ষেত্রে সাধন করিলে উক্ত বলি মহারাজের প্রাপ্য ত্রিপাদ-বিভূতি বৈকুণ্ঠের শাশ্বত স্থান ও পরাশান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ শ্রীনারায়ণ অপেক্ষা শ্রীরামচন্দ্রে, তদপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে, তদপেক্ষা শ্রীগৌরসুন্দরের ও তৎভক্তগণে আত্ম-নিবেদনের সাক্ষাদ্‌ভক্তির আত্মনিবেদনের সর্ব্বোত্তম মাহাত্ম্য ও প্রাপ্তির উপায় লাভের ক্ষেত্র এই মায়াপুরে আত্মনিবেদন সুলভ বলিয়া ইহা পীঠ-স্বরূপ হইয়াছে।

—□—

অন্তর্দ্বীপের অন্তর্গত শ্রীগৌরলীলাস্থলী দর্শনীয় স্থান-সমূহ।

ঈশোদ্যান ঃ—

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মধ্যাহ্ন-লীলার স্থান। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'নবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গে' লিখিয়াছেন ঃ—

"মায়াপুর-দক্ষিণাংশে জাহ্নবীর তটে।
সরস্বতী সঙ্গমের অতীব নিকটে॥
"ঈশোদ্যান" নামে উপবন সুবিস্তার।
সর্ব্বদা ভজনস্থান হউক আমার॥
যে বনে আমার প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
মধ্যাহ্নে করেন লীলা ল'য়ে ভক্তগণ॥
বন-শোভা হেরি রাধাকুঞ্জ পড়ে মনে।
সেই সব স্ফুরুক সদা আমার নয়নে॥
বনস্পতি বৃক্ষলতা নিবিড় দর্শন।
নানা পক্ষী গায় যথা গৌরগুণ-গান॥
সরোবর, শ্রীমন্দির অতি শোভা তায়।
হিরণ্য, হীরক, নীল, পীত, মণি ভায়॥
ঈশোদ্যান সন্নিকটে নিজ-কুঞ্জে বসি।
ভজিব যুগল ধন শ্রীগৌরাঙ্গ শশী॥

ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যগণ এই স্থানে বহু আশ্রম ও মঠাদি নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত ও উপদিষ্ট বিধানে ভজন করিতেছেন।

১। শ্রীরূপানুগ ভজনাশ্রম—শ্রীভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ—উক্ত আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট প্রপূরণার্থে বহু মহাজনোপদিষ্ট গ্রন্থরাজি সঙ্কলন ও প্রকাশিত করিয়া শ্রীরূপানুগ-ভজন-প্রণালী আচার ও প্রচার করিতেছেন। তাঁহারই উদ্যোগে ও বিপুল উৎসাহে এই শ্রীধাম নবদ্বীপ প্রদর্শনীর উন্মোচন। সুরম্য শ্রীমন্দির, শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও Information Centre-ও প্রকাশিত হইয়াছে।

২। শ্রীভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ—শ্রীগৌরাঙ্গ গৌড়ীয়-মঠ স্থাপন ও ভজন কুটীর করিয়াছেন।

৩। শ্রীভক্তিশরণ সান্ত মহারাজ—শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়মঠ স্থাপন ও ভজনকুটীর করিয়াছেন।

৪। শ্রীভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ স্থাপন, শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও সুরম্য মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

৫। শ্রীভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ—শ্রীচৈতন্যভাগবতমঠে শ্রীবিগ্রহ স্থাপন ও ভজন কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

৬। শ্রীভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ—শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠে সুরম্য মন্দির ও ভজন কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

৭। শ্রীভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ—শ্রীনন্দনাচার্য্যের ভবনে শ্রীমন্দির, সমাধি মন্দির ও ভজন কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় মন্দির—শ্রীঅভয়চরণ ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ—সমস্ত পৃথিবীর সুকৃতিমান জনগণকে আকর্ষণ করিয়া শ্রীগৌরহরির প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ে আনিয়া এই মঠ ও মন্দিরাদি স্থাপন করিয়াছেন।

মহাযোগপীঠ ঃ—শ্রীযোগমায়াদেবী শ্রীগৌরভক্তিরস

আস্বাদনকারীর প্রবল আর্ত্তি ও ব্যাকুলতায় দয়ার্দ্র হইয়া সমস্ত অবতারাবলী ও তাঁহাদের ভক্ত, সেবক ও নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণকে আকর্ষণ করিয়া এস্থানে সমাবেশ করিয়া তাঁহাদের মনোঽভীষ্ট প্রপূরণের ও সর্ব্ব-সমাধানের ব্যবস্থা করিয়া মহা-আকর্ষণী শক্তি প্রকাশ করিয়া এই স্থানে সম্মেলন করিয়া 'মহাযোগপীঠ' নামের সার্থকতা সম্পাদন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুকে আকর্ষণ করিতে প্রথমেই শ্রীশচীমাতাকে ও শ্রীজগন্নাথ মিশ্রকে প্রকটিত করেন। তাহাতে ভগবদবতারের সর্ব্ব পিতৃ-মাতৃ বর্গকে আনিয়া মিলিত করিলেন। শ্রীশচীমাতাতে সমস্ত বৎসল্য রসের আশ্রয় বিগ্রহ স্ত্রী-ভক্তগণকে মিলিত করিলেন। ১। শ্রীযশোদামাতা, ২। শ্রীদেবকীদেবী, ৩। শ্রীপৃশ্নিদেবী, ৪। শ্রীকৌশল্যা, ৫। শ্রীঅদিতি ও ৬। শ্রীদেবহুতিদেবী।

শ্রীজগন্নাথ মিশ্রে সমস্ত বাৎসল্য রসের পুরুষরূপী আশ্রয় বিগ্রহগণ-- ১। শ্রীনন্দমহারাজ, ২। শ্রীবসুদেব, ৩। শ্রীসুতপা, ৪। শ্রীদশরথ মহারাজ ও ৫। শ্রীকশ্যপ। শ্রীবিশ্বরূপে—শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীবাসুদেব-বলাই ও সঙ্কর্ষণ। শ্রীনিত্যানন্দে—ব্রজের বলাই, শ্রীমূল সঙ্কর্ষণ, শ্রীলক্ষ্মণ প্রভৃতি। শ্রীমন্মহাপ্রভুতে সমস্ত স্বাংশ অবতারগণ এবং সমস্ত অবতারগণের গৌর-লীলারসাস্বাদেচ্ছু ভক্তগণকে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদের ইচ্ছা প্রপূরণে সকল সমাধান করিয়া 'মহাযোগ-পীঠের'-নামের সার্থকতা সম্পাদন করেন। এস্থানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের সেবিত অধোক্ষজ মূর্ত্তি নিত্য মহাপ্রভুর প্রদর্শিত বিধান-মতে সেবিত হইয়া ভক্তেচ্ছা পূরণে তৎপর আছেন।

ক্ষেত্রপাল শিবমূর্ত্তিও নিজ প্রভুর সেবায় তৎপর। শ্রীনৃসিংহ-

দেবও ভক্ত ভগবান্ ও শ্রীগৌরসুন্দরের সেবার সাহায্যার্থে নিজ শ্রীমুখে বাগীশাদেবীকে নিযুক্ত করিয়া গৌরসংকীর্ত্তন-বাণী প্রকাশ করিয়া ভক্তগণকে গৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তন সেবার শব্দব্রহ্ম ও শাস্ত্র প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে বক্ষে ধারণ করিয়া শ্রীগৌর-সুন্দরের সেবা সম্ভার দ্রব্য ও ধনরত্নাদি তাঁহার ভাণ্ডারে রক্ষা করিয়া সরবরাহ করিতে নিযুক্ত করিয়া গৌরসেবা সম্পাদন করিতেছেন। সম্বিদ-শক্তিকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া "গৌরে ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিদের সার" এই জ্ঞান সঞ্চার করিয়া সর্ব্বভক্তকে গৌরসেবার মাহাত্ম্য, তথ্য, লীলা ও সিদ্ধান্ত সঞ্চারিত করিয়া গৌরভজন-বিরোধী সর্ব্বপ্রকার বাধা বিঘ্নাদি প্রতিকূল সকল হইতে রক্ষা করিয়া, শ্রীগৌরহরির ভজন সাহায্যার্থে নিত্য বিরজিত। অংশী ভগবানের পার্ষদ ও সেবকও অন্য পার্ষদ ও সেবকগণের অংশীরূপে নিত্য প্রকটিত থাকিয়া পূর্ণের সেবায় নিযুক্ত আছেন। বিস্তৃত বিবরণ শ্রীগৌরহরির অত্যদ্ভূতচমৎকারী ভৌম-লীলামৃত শ্রীনবদ্বীপ বিলাস" গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

মহাপ্রভুর ঘাট ঃ—এই ঘাটে মহাপ্রভু প্রত্যহ জলক্রীড়া করিয়া ভক্তগণের সহিত অবতারগণের মনোরথ প্রপূরণ করিতেন।

মাধায়ের ঘাট ঃ—শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপালাভের পর প্রেম-প্রাপ্ত মাধাই প্রত্যহ এই ঘাটে গঙ্গাস্নানে আগত বৈষ্ণব-গণের নিকট কাকুবাদে ক্ষমাভিক্ষা ও স্নানের সকল সুবিধা করিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ ও কৃপালাভ করিতেন।

বারকোণা ঘাট ঃ—কাজি-দলন দিবসে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই ঘাটে কিছুক্ষণ নৃত্য করিয়া গঙ্গানগর হইয়া শিমুলিয়া গিয়াছিলেন।

দিগ্বীজয়ী পণ্ডিতকে এই-স্থানে পরাজিত করিয়া জড়বিদ্যা-দম্ভ হইতে নিস্তার করিয়া শুদ্ধা সরস্বতীর কৃপায় গৌরতত্ত্ব ও গৌর-ভজন-মাহাত্ম্য অবগত করাইয়া মহাকৃপা করিয়াছিলেন।

গঙ্গানগর :—(এক্ষণে গঙ্গাগর্ভগত) মহাপ্রভুর বিদ্যা-আদান-ক্ষেত্র শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের আলয়ে ছিল।

শ্রীবাসঅঙ্গন :—(খোল ভাঙ্গার ডাঙ্গা) শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত সংকীর্ত্তন রাসস্থলী। প্রকোষ্ঠত্রয়ে বিরাজিত—প্রথম প্রকোষ্ঠে—শ্রীসংকীর্ত্তন-মণ্ডলিসহ শ্রীগৌরনিত্যানন্দ। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে—পঞ্চতত্ত্ব এবং তৃতীয় প্রকোষ্ঠে—শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধা-গোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি পূজিত হইতেছেন। মহাপ্রভু এই-স্থানে বিষ্ণু-খট্টায় উপবেশন করিয়া ভক্তগণকে সাতপ্রহর ব্যাপী বরদান ও নৈবেদ্য গ্রহণ করেন। এবং ভক্তগণ মহাভিষেক সম্পাদন করেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ষড়ভূজ প্রদর্শন করেন। শ্রীবাসের মৃতপুত্রের মুখের তত্ত্বকথা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং নিত্যানন্দ সহ শ্রীবাসের নিত্যপুত্রত্ব অঙ্গীকার করেন। শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী (শ্রীল বৃন্দাবন দাসঠাকুরের মাতা) শ্রীনারায়ণী দেবীকে উচ্ছিষ্ট প্রদান ও প্রেমদান করিয়াছিলেন। শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিতের সেবারত দর্জ্জিযবনকে নিজরূপ প্রদর্শন করিয়া প্রেমোন্মত্ত করিয়াছিলেন। ইত্যাদি বহু লীলা শ্রীমন্মহাপ্রভু গার্হস্থ্য-লীলাভিনয় কালে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে সম্পাদন করেন। দেবর্ষি নারদই গৌরলীলায় শ্রীবাস পণ্ডিত।

শ্রীঅদ্বৈতভবন :—শান্তিপুর হইতে চিন্ময়, জড় ও জৈবজগতের উপাদান কারণ, মহাবিষ্ণু-অবতার নন্দীশ্বর শিবের অবতার সহ

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার জন্য এস্থানে আসিয়া টোল-বাড়ি করিয়া সমস্ত শাস্ত্রের ভক্তি-সিদ্ধান্তপর ব্যাখ্যা করিয়া ভক্তি-মাহাত্ম্য ও তত্ত্ব প্রচার আরম্ভ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের প্রবর্ত্তিত সঙ্কীর্ত্তন প্রচারের প্রাথমিক অনুষ্ঠান ও তথ্য নির্দ্দেশ করিয়া গৌরাবতারের যুগধর্ম্ম-প্রচারের কার্য্য আরম্ভ ও প্রচার করেন। শ্রীবিশ্বরূপও ভক্তবৃন্দ সহ জীবোদ্ধারের উপায় উদ্ভাবন ও তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণকে অবতীর্ণ জন্য আরাধনা করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া ছদ্ম-লীলাবতারী নিমাইকে তুলসী ও গঙ্গাজল পাদপদ্মে দিয়া কৃষ্ণমন্ত্রে পূজা করেন। আচার্য্যই শ্রীগৌরহরিকে আনয়ন করিয়া প্রথমেই কৃষ্ণ বলিয়া ভক্তগণকে জানান। গীতার গূঢ় রহস্য প্রকাশিতে পাঠ সংশোধন করিয়া শাস্ত্রের রহস্যোদঘাটন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও তাঁহাকে মহাবিষ্ণুর অবতার বলিয়া প্রকাশ করিতে জল-তুলসী-দ্বারা পূজা করেন।

শ্রীগদাধর অঙ্গন :—গৌরশক্তি শ্রীগদাধর এই স্থানে শ্রীমাধব মিশ্রের তনয়রূপে আবির্ভূত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সর্ব্বপ্রকার লীলার সহায়তা ও সেবা করেন। পূর্ব্বে ইনি শ্রীরাধাঠাকুরাণী ছিলেন।

শ্রীচৈতন্যমঠ :—শ্রীবাসঅঙ্গনের কিছু দূরে—উত্তর দিকে শ্রীচৈতন্যমঠ। উহা ব্রজপত্তনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তথায় শ্রীগৌরহরি প্রকৃতিস্বরূপে নৃত্য করিয়াছিলেন। শক্তিমানের ইচ্ছমাত্রই সর্ব্বশক্তি তাঁহাতে সমাশ্লিষ্ট হইয়া 'শক্তি-শক্তিমতোর-ভেদ' শ্লোকের মূর্ত্তপ্রকাশ-স্বরূপ—এই লীলা। ভক্তগণ নিজ ভাবোপযোগী সর্ব্বশক্তির প্রকাশ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরে দেখিতে

পাইলেন। সর্ব্ব অন্তরঙ্গ ভক্তকে স্তন্য পান করাইয়াছিলেন। সেই শক্তি-প্রকাশ, এক অভিনব চমৎকারিতার প্রকাশক। তাহা ভৌম-গৌর-লীলা ব্যতীত অন্য ভগবৎ-প্রকাশে অসম্ভব। তথায় দৃশ্য-কাব্যের রস-প্রকটনরূপ অভিনব ভাবামৃত প্রকট করিয়া জগতে প্রবর্ত্তিত দৃশ্য-কাব্যের হেয়তা, অনুপাদেয়তা ও বঞ্চনাময়ী কুফলোৎপাদিকা বিচার প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ভগবৎ কৃপালোকে উদ্ভাসিত হইয়া তথায় সপ্তাহকাল এক অপূর্ব্ব জ্যোতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তথায় শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যের ভবন। সেই স্থানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ 'শ্রীচৈতন্য মঠ' স্থাপন করিয়া বিশ্বে সর্ব্বত্র শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত শ্রীচৈতন্য-বাণীর প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করিয়া ব্রজের উন্নত-উজ্জ্বল-রসের অসমোর্দ্ধ মাহাত্ম্য প্রচার করেন। তথায় শ্রীরাধাকুণ্ড প্রকট করিয়া কুণ্ডতটের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন। নিত্য শ্রীরাধাকুণ্ডতট-বাসী পরমহংসমুকুটমনি শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি মন্দির প্রকট করিয়া শ্রীরূপানুগ-গুরুবর্গের শ্রীরাধাকুণ্ড তট-কুঞ্জ সেবায় নিত্য স্থিতির বিষয় জ্ঞাপন করেন। এখানে ঊনত্রিশ-চূড়াযুক্ত ঊনত্রিশং সিদ্ধান্তের সমাধান ও সামঞ্জস্য-কারি শ্রীমন্দিরে প্রকাশ করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দিকে সাত্বত পুরাণে কথিত শ্রী, ব্রহ্মা, রুদ্র ও সনক সাত্বত সম্প্রদায়ের আচার্য্যবর্গের সহিত চতুষ্কোণে মন্দির এবং সকলের মধ্যস্থলে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত প্রবর্ত্তক শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীবিনোদপ্রাণ-জীউর শ্রীমূর্ত্তি প্রকটিত করিয়াছেন।

তাহার পূর্ব্বে পৃথুকুণ্ড বা 'বল্লালদিঘী'। ইহা শ্রীধাম

মায়াপুরের পুরাতনী স্মৃতি সংরক্ষণের নির্দ্দেশক-রূপে বিরাজমান। তাহার পূর্ব্বপাড়ে শ্রীমুরারী গুপ্তের ভবন। তথায় শ্রীগৌরহরি শ্রীমুরারী গুপ্তকে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন সময়ে কৃপা করিয়াছিলেন এবং বরাহমূর্ত্তিতে সর্ব্ববেদ ও সর্ব্বশাস্ত্রের সার জ্ঞাপন করেন। মায়াবাদের অপরাধময়ী বিচারকে তীব্রভাবে গর্হন করেন।

বল্লালদিঘীর অনতিদূরে বল্লালসেনের রাজ প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ স্তূপাকারে বিদ্যমান থাকিয়া 'বল্লালঢীপি' নামে পুরাতন স্মৃতির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বল্লালদিঘী বা পৃথুকুণ্ডের উত্তরে অভিন্ন 'মথুরানগর'। তথায় 'কাজীরবাড়ী'। মধুবন ইত্যাদি বহু জনাকীর্ণ স্থান বিরাজমান। কৃষ্ণলীলায় কংস শ্রীগৌরলীলায় চাঁদকাজী হইয়াছিলেন। তাই মহাপ্রভুকে ভাগিনা বলিতেন। নির্ব্বিশেষবাদের মূর্ত্তবিগ্রহ চাঁদকাজী (কংস) শ্রীগৌরহরির কৃপায় ভক্তিলাভ করিয়া জড়-নির্ব্বিশেষবাদ চিৎ-সবিশেষবাদে স্থাপন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। যিনি পূর্ব্বে 'জরাসন্ধ' ছিলেন, তাহার আত্মীয় ছিলেন, 'চাঁদকাজী'। শ্রীমন্ মহাপ্রভু কাজীকে শ্রীনৃসিংহ-মূর্ত্তিতে শোধন, পরে শ্রীগৌরহরি-রূপে প্রেমদান করেন। চাঁদকাজীর নির্ব্বিশেষবাদের সমর্থক অনুচরবর্গ শ্রীগৌরহরির কৃপায় 'নামাভাষ'-বলে শুদ্ধ হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ-লীলায় কৃষ্ণকৃপায় অপরাধী নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ করে। আর শ্রীগৌরহরির কৃপায় গৌর-ধামাশ্রয়ী অপরাধ-মুক্ত হইয়া প্রেমলাভ পর্য্যন্ত করিয়াছেন। ইহাই গৌরসুন্দরের বৈশিষ্ট্য। অদ্যাপি সেই চাঁদকাজীর সমাধি বর্ত্তমান থাকিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেই অসমোর্দ্ধ কৃপা প্রকাশের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

তাহার নিকটে **শঙ্খবণিকের পাড়া** তথায় শ্রীগৌরহরি শঙ্খবণিকের গৃহে যাইয়া তাহাদিগকে কৃপা করিয়াছিলেন। **তন্তুবায়-পাড়া, তাম্বুলীপাড়া** ইত্যাদি আরও কয়েকটী পাড়া তাহার সন্নিকটে বর্ত্তমান ছিল ; যথায় শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাদের গৃহে যাইয়া তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করিয়া কৃপা করিয়াছিলেন।

তাহার নিকটেই **'শ্রীধর-আগার'**—শ্রীমন্মহাপ্রভু কাজীকে উদ্ধার করিয়া শ্রীধরের গৃহে সংকীর্ত্তনমণ্ডলী-সহ গমন করিয়া শ্রীধরের ভগ্নলৌহপাত্রস্থিত জলপান করিয়া ভক্তবস্তুর অপ্রাকৃতত্ত্ব, শুদ্ধত্ব ও ভক্তিদাতৃত্বের বিষয় প্রকাশ করিলেন। তথায় বিশ্রাম করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীধর-অঙ্গন 'বিশ্রামস্থান' বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীগৌরসুন্দর প্রত্যহ বাজারে যাইয়া শ্রীধর ভক্তের সহিত কিছুক্ষণ কোন্দল করিয়া কলা, মোচা ও থোড় জোর করিয়া গ্রহণ করিয়া 'ভক্তের দ্রব্য প্রভু কাড়ি কাড়ি খায়'—এই বাক্যের সত্যতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সপ্তপ্রহর-ব্যাপী মহাপ্রকাশ-কালে মহাপ্রভু শ্রীধরকে আনয়ন করিয়া তাঁহার স্তব ও বরদান-প্রসঙ্গ এতৎসহ আলোচ্য। তিনি ব্রজের হাস্যকারী কুসুমাসব সখা ছিলেন। শ্রীগৌরলীলায় শ্রীধর নাম ধারণ করিয়া লীলা পোষোণোপযোগী মহামাধুর্য্যময়ী ভক্ত-মাধুর্য্য ও শুদ্ধ বিচার শিক্ষা দান করিয়াছেন। অষ্টসিদ্ধিকেও উপেক্ষা করিয়া মহা-দারিদ্র্য-লীলায়ও গৌরহরির সেবা ব্যতীত অন্য কিছু তিনি প্রার্থনা করেন নাই।

শ্রীধরের সুন্দর কলাবাগানের নিকট একটি সুন্দর সরোবর বিরাজিত ছিল। অদ্যাপি তাহার স্মৃতি বিরাজিত আছে।

এস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু জলখেলা করিয়াছিলেন। শ্রীধর আলয়ের নিকট 'ষষ্ঠীতীর্থ'। মহাপ্রভুর আবির্ভাবকালে ও সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে যাইবার পথে—যাহাতে কোনপ্রকারে জলকষ্ট না হয় তজ্জন্য ষষ্টি (ষাট) সংখ্যক কুণ্ড খনন করিবার জন্য দেবগণ বিশ্বকর্ম্মাকে দিয়া ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই করিয়াছিলেন। কাজীর গ্রামের নিকট এই সর্ব্বশেষ কুণ্ড খনন করিয়াছিলেন বলিয়া এস্থানের নাম 'ষষ্ঠীতীর্থ' হইয়াছে।

তাহার নিকট 'মারামারী' স্থান। শ্রীবলদেব যখন তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে এস্থানে আসিয়াছিলেন, তখন বিপ্রগণ-স্থানে শুনিলেন,—'মায়াসুর' নামক এক অসুর এস্থানে খুবই উপদ্রব করিতেছে। তখন মহাবলশালী শ্রীবলদেব তাহাকে এই মাঠের ভিতর ধরিয়া মহাযুদ্ধ করিয়া নিপাত করিয়াছিলেন বলিয়া এস্থানের নাম 'মারামারি' হইয়াছে। এ স্থান অভিন্ন 'তালবন'।

—□—
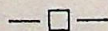
২। শ্রীসীমন্তদ্বীপ—শ্রবণাখ্য ভক্তিপীঠ।

একদা কৈলাসপতি পঞ্চানন শ্রীগৌরহরি ও তদ্ভক্তগণের গুণে মুগ্ধ হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন। শ্রীপার্ব্বতী-দেবী কারণ জিজ্ঞাসা করিলে "শ্রীগৌরসুন্দর নবদ্বীপে

আবির্ভূত হইয়া অত্যদ্ভুতচমৎকারী লীলামৃত ভক্তগণকে আস্বাদন করাইবেন” ইহা বলিয়া—আরও অধিক উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীপার্ব্বতীদেবী তাহা শ্রবণ করিয়া এই গৌরধামে আসিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন লাভের জন্য আরাধনা করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর পার্ব্বতীদেবীর দৈন্য ও আর্ত্তিতে প্রসন্ন হইয়া দর্শন দান করিলেন। পার্ব্বতী-দেবী শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মের ধূলি নিজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বরেণ্য জ্ঞানে সীমন্তে লেপন করিলেন। এবং গৌরভক্তের সেবার জন্য নিজ বহিরঙ্গা জীবমোহনকারিণী আবরণী ও নিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয় আবরণ করিয়া ভক্ত-সেবায় নিযুক্তা ও সাহায্য করিবার জন্য বর প্রাপ্ত হইলেন। “এই নবদ্বীপ ধামাশ্রয় করিয়া যাহারা শ্রবণ করিবেন মায়া তাহাদিগকে বাধা দিবেন না, বরং সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিবেন।” এজন্য এস্থানের নাম ‘সীমন্তদ্বীপ’ হইয়াছে।

শ্রবণাখ্য ভক্তিপীঠ ঃ—বিষয়—ভাগবদভিন্ন বিগ্রহ ভাগবতের সেবারত শ্রীশুকদেব ও আশ্রয়বিগ্রহ—শ্রীপরীক্ষিত মহারাজাদি। গৌরগুণমুগ্ধ শ্রীশুকদেব গোস্বামী এই গৌরধামে শ্রীগৌর-ভাগবত কীর্ত্তন করিয়া ভাগবত-শ্রবণের মহা-মাহাত্ম্য, শ্রীগৌর-লীলার বৈশিষ্ট্য বর্ণন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা বিতরণ করেন। শ্রীপরীক্ষিতাদি ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণ-লীলা অপেক্ষাও অধিক রসামৃত আস্বাদন করিতে পরম বিহ্বলতার সহিত শ্রবণ করিয়া শ্রবণাখ্যভক্তির চরম ও পরমোপাদেয়ত্ব উপলব্ধি ও প্রকাশ করেন।

বেলপুকুর ঃ—এই দ্বীপেই শ্রীশচীমাতার পিত্রালয়। শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই শ্রবণাখ্য-ভক্তিপীঠে আশ্রয় করিয়াছিলেন। ইতি শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় গর্গাচার্য্য ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-লীলা অপেক্ষাও শ্রীগৌরহরির মাধুর্য্যময়ী ঔদার্য্য লীলার রস-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া এই গৌরধামে শ্রবণাখ্য-ভক্তিপীঠে জ্যোতিষ-শাস্ত্র আলোচনা-মুখে গৌরগুণগান শ্রবণ ও আস্বাদন করেন। ব্রাহ্মণপুকুরের পূর্ব্বে 'বেলপুকুর' নাম ছিল। বর্ত্তমানে কিয়দংশ অন্তর্দ্বীপের মধ্যে ও কিয়দংশ সীমন্তদ্বীপের মধ্যে পড়িয়াছে।

শবরডাঙ্গা বা শরডাঙ্গা ঃ—নীলাচলে রক্তবাহু নামক দৈত্য দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলে শ্রীনীলাচলপতি শ্রীজগন্নাথদেব নিজ সেবক দয়িতা সহ শ্রীগৌরধামে ভাবী গৌরসুন্দরের লীলা-মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে আগমন করিয়াছিলেন। নবদ্বীপে অংশী ভগবানের ক্ষেত্রে সকল তীর্থ বিরাজিত থাকিয়া শ্রীগৌর-ধাম ও শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা পোষণ করিতেছেন। শ্রীজগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা মূর্ত্তিত্রয় শ্রীমন্দিরে বিরাজিত। ইহা অভিন্ন শ্রীনীলাচল-ক্ষেত্র। এস্থানের পূর্ব্বে 'বিল্বপক্ষ' নাম ছিল। এখানে পঞ্চবক্ত্র শিব শ্রীকৃষ্ণবিষয়িনী প্রার্থনা পূর্ণ করিতেন। একদা কয়েকজন তপস্বী ব্রাহ্মণ মনোরথ-সিদ্ধি-হেতু শিবার্চ্চন করেন। একপক্ষ বিল্বদলে শিবের পূজা করিলে, শিব সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিলেন। বিপ্রগণ 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—যাহা, তাহা আমাদিগকে দিন' এই প্রার্থনা করিলে শিবমুখে "কৃষ্ণ-পরিচর্য্যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং তাহা গৌরাবতারকালে বাল্যাবেশে পরিচর্য্যা করিয়া সহজে লভ্য হইবে" এই বর লাভ করিয়া মহাপ্রভুর সঙ্গী-সখা-রূপে জন্মগ্রহণ

করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। একপক্ষ বিল্বদলে পূজা-জন্য বিল্বপক্ষ বা বেলপুকুর নাম হইয়াছে।

৩। শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ বা গাদিগাছা, কীর্ত্তনাখ্য-ভক্তিপীঠ।

গোদ্রুম ঃ—দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রযাগ বন্ধ করাতে ইন্দ্র কুপিত হইয়া ব্রজ প্লাবিত করার অপরাধে চিত্তে শান্তি না পাইয়া সুরভীর শরণাপন্ন হইয়া সুরভীর উপদেশ মত এস্থানে থাকিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের ভজন করেন। সুরভী সহ ইন্দ্র এস্থানে শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন ও কৃপালাভ করেন। শ্রীমার্কণ্ডঋষিও দীর্ঘকাল পরমায়ু লাভ করিয়া মহাপ্রলয়ে যখন সমস্ত জলমগ্ন হইয়াছিল তখন কোথাও আশ্রয় না পাইয়া ভাসিতে ভাসিতে এই গৌরধামে আসিয়া এই গোদ্রুমদ্বীপে সুরভির আশ্রয়ে রহিলেন। এই গৌরধাম নিত্য, মায়া-প্রকটিত ধ্বংসের স্থান নহে। শ্রীসুরভীর কৃপায় তৎসহ ইন্দ্র ও মার্কণ্ড ঋষি এস্থানে থাকিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপালাভ করিয়া সর্ব্বদা গৌর-সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত হইয়া এই কীর্ত্তনাখ্য-ভক্তিপীঠে অবস্থিত আছেন। এস্থানে এক বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ বিরাজিত ছিল, তাহার তলদেশে ইহারা আশ্রয় লাভ করিয়া গৌরকীর্ত্তনে মত্ত ছিলেন বলিয়া সুরভির 'গো' ও অশ্বত্থ বৃক্ষের 'দ্রুম' যোগে 'গোদ্রুম' নামে পরিচিত। এস্থানে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় সুরভী-কুঞ্জ প্রকাশ করিয়া গোদ্রুম-ভজনোপদেশ কীর্ত্তন করেন।

কীর্ত্তনাখ্য-ভক্তিপীঠ ঃ—এখানে শ্রীসূত গোস্বামী প্রভু

শ্রীকৃষ্ণলীলার মহা মাধুর্য্য সহ শ্রীগৌরলীলার মহা ঔদার্য্যময়ী লীলারস আস্বাদন জন্য এস্থানে থাকিয়া শ্রীগৌরভাগবত কীর্ত্তন করেন। এবং মহাভাগ্যবান ঋষিগণ—যাঁহারা শ্রীগৌরহরির ঔদার্য্য-রসাস্বাদ-লুব্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারা শ্রীসূত-মুখে গৌর-ভাগবত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা এই কীর্ত্তনাখ্য ভক্তিপীঠে অবস্থিত আছেন।

শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জ ঃ—কলির প্রবল প্রতাপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর বহু অপসম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়া মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া শুদ্ধভক্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া বহু সুকৃতিহীন অজ্ঞ মনুষ্যগণের চক্ষু আবৃত করিয়া মহাপ্রভুর প্রবল অপার করুণা লাভে বঞ্চিত করিয়া ও নিজেরাও বঞ্চিত হইতেছিল। এই ভীষণ দুর্দ্দিনে গৌরকৃষ্ণ-পার্ষদপ্রবর শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর মহাশয় আবির্ভূত হইয়া এই কীর্ত্তনাখ্য ভক্তিপীঠে নিজ ভজনস্থলী নির্ম্মাণ করিয়া মহাপ্রভুর সেই শুদ্ধভক্তিধারার পুনঃ প্রকটন করেন। যত প্রকার কুমত, অপসিদ্ধান্ত, অনাচার ও দুর্নীতি ভক্তিধর্ম্মের বাধকরূপে অজ্ঞ মনুষ্যের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছিল, সুকৌশলে, সুবৈজ্ঞানিক উপায়ে বহু গ্রন্থ রচনা ও প্রচার দ্বারা তাহা শোধন করিয়া মহাশক্তি প্রকাশে পুনঃ শুদ্ধভক্তির প্রবর্ত্তন করেন। শ্রীকৃষ্ণলীলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান শ্রীরাধাকুণ্ডের ললিতাকুণ্ড-তটে নিজ নিত্যস্থান স্বানন্দসুখদকুঞ্জের প্রকাশ-স্বরূপ এস্থানে স্বানন্দসুখদকুঞ্জ স্থাপন করিয়া নিজের গৌর-কৃষ্ণ-পার্ষদত্ব প্রকাশ করেন। শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় তখন গৌরধাম গঙ্গার অপ্রাকৃত পূত সলিলে আচ্ছাদিত প্রায়

করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরম করুণাময় ঠাকুর মহাশয় সেই ধামকে প্রকাশিত করিতে অপরিসীম অদ্ভুত শক্তি প্রকাশ করেন। এই মহা-জগন্মঙ্গলময় কার্য্যের সহায়ক হইলেন সিদ্ধ-মহাত্মা বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ ও গৌরকৃষ্ণ-পার্ষদপ্রবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌর-কিশোরদাস বাবাজী মহারাজ। তাঁহার ভজনস্থলীও এস্থানে বিরাজিত।

সুবর্ণ বিহার ঃ—সত্যযুগে শ্রীসুবর্ণসেন রাজা শ্রীনারদের কৃপায় ও তাঁহার শ্রীমুখে শ্রীগৌর-মহিমা শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌর-সুন্দরের দর্শন-জন্য তীব্র ব্যাকুল হইলে, করুণাময় শ্রীগৌরহরি রাজাকে স্বপ্নে সুবর্ণ-প্রতিমা-রূপে দর্শন দান করেন। সুবর্ণ-প্রতিমা দর্শন জন্য এই স্থানের "সুবর্ণ বিহার" নাম হইয়াছে। "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্ম যোনিম্। তদা বিদ্বান-পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥" মুণ্ডকের এই শ্রীগৌর-বিগ্রহের দর্শনলাভ এস্থানে কীর্ত্তনাখ্য-ভক্তির যাজনকারীর সুলভ। সেই সুবর্ণসেন রাজা শ্রীগৌর-সুন্দরের কৃপায় তাঁহার প্রকটলীলায় কলিযুগে বুদ্ধিমন্তখান-রূপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচুর সেবা করেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবাহ হইয়াছিল তখন উক্ত বুদ্ধিমন্ত-খান বিপুল সমারোহে বিবাহের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়া কৃতার্থ হন। তাহাতে এত সমারোহে সুসজ্জিত, বাদ্য, বাজী, দ্রব্য, দান ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা কোন মহা-রাজাধিরাজের বিবাহেও হয় নাই। ইত্যাদি। বর্ত্তমানে তথায়

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীসুবর্ণ-বিহার গৌড়ীয় মঠ স্থাপন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সেই স্মৃতির ও ভজনের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীগৌরহরির শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করিয়াছেন।

আমঘাটা :—শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণ সহ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে এস্থানে আসিয়া দ্বিপ্রহরে ভক্তগণের ক্ষুধা ও পিপাসার উদ্রেক করাইলেন। একটি আম্রবীজ রোপণ করিলেন। বীজ রোপণ-করামাত্র তৎক্ষণাৎ একটি সুন্দর আম্রবৃক্ষ পরিপূর্ণ পরিপক্ক ফলসহ প্রকটিত হইল। সে আম্রের অষ্টিবল্কল নাই। তাহার সুগন্ধে সর্ব্বদিক্ সুগন্ধিত হইল। তাহা অমৃত অপেক্ষাও সুস্বাদু রসে পরিপূর্ণ। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু সেই ফল পাড়িয়া ভক্তগণ সহ আস্বাদন করেন। সেই জন্য এস্থানের নাম "আমঘাটা" হইয়াছে। শ্রীগৌরধামে কল্পতরু সর্ব্বক্ষণ শ্রীগৌরহরি ও তদ্ভক্ত-সেবার জন্য সর্ব্বপ্রকার সেবোপকরণ সরবরাহ করিবার জন্য তৎপর। শ্রীগৌরহরির ইচ্ছামাত্র সেই কল্পতরু তদাজ্ঞায় সর্ব্বপ্রকার সেবোপকরণ প্রদান করিলেন।

হরিহরক্ষেত্র :—হরি-হর অভিন্নাত্মা একরূপ ধারণ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সেবার জন্য এই ক্ষেত্রে গণ্ডকীতটে অবস্থান করিয়া সর্ব্বদা গৌরগুণ-কীর্ত্তনে রত আছেন। উপযুক্ত জীবে শক্তিসঞ্চার করিয়া শ্রীগর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু জগৎ-কার্য্য সম্পাদন করেন। যে সময় উপযুক্ত জীবের অভাব হয়, তখন নিজেই হর-রূপে সেই কার্য্য করেন। সেই হরই অভিন্ন হরি। তিনিই একাত্মা হইয়া এস্থানে গৌর-সংকীর্ত্তনে মত্ত আছেন।

মহাবারাণসী ঃ—অলকানন্দার পশ্চিমতটে এই বৈষ্ণবক্ষেত্র বিরাজিত। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শম্ভু বৈষ্ণবীশক্তি গৌরীসহ এস্থানে থাকিয়া অনুক্ষণ গৌর-কীর্ত্তন করিতেছেন। সহস্র সংবৎসর কাশীবাসের অপেক্ষা এস্থানে একদিন বাসের উপযোগীতা অধিক। এস্থানে মৃত্যু হইলে শম্ভু তাহার কর্ণে শ্রীগৌর-মন্ত্র প্রদান করেন।

৪। শ্রীমধ্যদ্বীপ বা মাজদিয়া স্মরণাখ্য ভক্তি-পীঠ।

(১) ব্রহ্মার আদেশে তাঁহার সাত পুত্র—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য, বশিষ্ঠ ও ক্রতু এই সপ্তর্ষি এইস্থানে আরাধনা করিয়া মধ্যাহ্নকালে মধ্যাহ্নের সূর্য্যতেজ-সম তেজময়-বপু শ্রীগৌরসুন্দরকে দর্শন লাভ করেন। এজন্য এস্থানের **'মধ্যদ্বীপ'** নাম হইয়াছে।

(২) কীর্ত্তন ও স্মরণাখ্য ভক্তিপীঠে দেবপল্লী নামক স্থান—

শ্রীনৃসিংহদেব এস্থানে এই নবদ্বীপের কীর্ত্তন ও স্মরণাখ্য-দ্বীপ সম্মিলিত একপ্রান্তে থাকিয়া ভক্তিবিঘ্ন বিনাশ করিয়া গৌরভক্তি-প্রকাশজন্য শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে বক্ষে ধারণ করিয়া ভজনকারীর সর্ব্বপ্রকার ভজনোপযোগী দ্রব্য সম্ভার সরবরাহ করিতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সহ অবস্থিত। বাগীশ্বরী শুদ্ধা সরস্বতী-দেবীকে বদনে রক্ষা করিয়া তাঁহার দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী প্রকাশ করিতেছেন। হৃদয়ে সম্বিদ্‌বৃত্তিকে ধারণ করিয়া 'গৌরে ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিতের সার' অন্তর্য্যামী ভগবানের কৃপা-প্রকাশ দ্বারা গৌরভক্তি প্রকাশ করিতেছেন। জীবের প্রকৃষ্ট হ্লাদিনীর

বৃত্তির প্রকাশ রূপ শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজকে বাৎসল্য-রসে পালন করিতেছেন। নববিধা বৈধীভক্তির প্রচারক প্রবর শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজ শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপায় শ্রীগৌরধামে শ্রীল বর্ষানেশ্বর মূল অংশী ব্রহ্মার অবতার নামাচার্য্য শ্রীহরিদাসের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের প্রবর্ত্তিত শুদ্ধ নামভজন-প্রভাবে নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপ নবদ্বীপে অখিলরসামৃত-সিন্ধু শ্রীগৌরসুন্দরের ঔদার্য্যময়ী কৃপায় রাগানুগাভক্তির পূর্ণতম প্রকাশ-পরাকাষ্ঠা এই নববিধা ভক্তি-পীঠে পরিপূর্ণ প্রকাশ সাধন করিতে শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট অবস্থিত। পূর্ব্বের বিষয়াশ্রয়ের অপূর্ণতার ও বৈপরীত্য ঔদার্য্যলীল শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় ঠাকুর শ্রীহরিদাসের প্রভাবে নাম-ভজন-দ্বারা গৌরসেবায় বিষয়াশ্রয়ের সুষ্ঠু সমাবেশ লাভ করেন।

গণেশাদি দেবগণ এস্থানে বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা প্রস্তর গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় থাকিয়া আধিকারিকত্ব শুদ্ধ করিয়া শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপায় গৌরভক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীগণেশ শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপায় তাঁহার পাদপদ্ম নিজকুম্ভে ধারণ করিয়া বিঘ্ননাশান্তে সিদ্ধিদাতৃত্বে জড়ভোগোন্মত্ততার পরিশুদ্ধি-দ্বারা গৌর দাস্যে নিযুক্ত করিবার শক্তি লাভ করিয়া গৌর ও তদ্ভক্ত-সেবায় নিযুক্ত। অন্যান্য দেবতাগণও শ্রীগৌরসুন্দর ও তদ্ভক্তের সেবায় শ্রীনৃসিংহদেব-কর্ত্তৃক শুদ্ধভক্তি আশ্রয় করিয়া উক্ত সেবায় নিযুক্ত।

(৩) **সপ্তর্ষিটিলা** :—ইহার দক্ষিণে গোমতীর ধারা, তাহার তীরে 'নৈমিষকানন'। পুরাকালে শৌণকাদি ঋষিগণ শ্রীসূতের

মুখে এখানে শ্রীগৌর-ভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন। বৃষবাহন ছাড়িয়া শ্রীশিবজী হংসবাহনে ত্বরায় আসিয়া এখানে শ্রীগৌর-ভাগবত শ্রবণ করেন। এজন্য সপ্তর্ষিটিলায় এস্থানের নাম 'হংসবাহন' হইয়াছে।

(৪) **ব্রাহ্মণ পুষ্কর বা বামন পৌখেরা বা বামনপুরা ঃ—** এই স্থানে সত্যযুগে দিবদাস নামক এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পুষ্করতীর্থে স্নানের জন্য ব্যাকুল হইলে পুষ্করতীর্থরাজ তাঁহাকে দর্শন দান করিয়া কুণ্ডরূপে প্রকাশিত হইয়া তথায় স্নান করিতে বলেন। ব্রাহ্মণ তাহার জন্য এত কষ্ট স্বীকারে দুঃখিত হইলে পুষ্কর-তীর্থরাজ বলিলেন যে—"আমরা সমস্ত তীর্থ-ই এই গৌরধামে নিত্যকাল গৌর ও গৌরভক্তের সেবার জন্য অবস্থিত। ভক্তগণের প্রবল আর্ত্তি হইলে আমরা প্রকাশিত হইয়া দেখা দিয়া সেবা করি।"

(৫) **হাটডাঙ্গা বা উচ্চহট্ট ঃ—**অভিন্ন কুরুক্ষেত্র—এস্থানে সর্ব্বদেবগণ মিলিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গৌরগুণ কীর্ত্তন করেন। ইন্দ্রাদি দেবগণের উচ্চশব্দে মুখরিত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন-রোলে হট্ট-ধ্বনির ন্যায় কোলাহল পূর্ণ হইয়াছিল। এজন্য এস্থানের উক্ত নাম হইয়াছে।

৫। শ্রীকোলদ্বীপ—বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ, কুলিয়া পাহাড়, পাদসেবন ভক্তি-পীঠ, অপরাধ ভঞ্জনের পাট।

সরস্বতী, মানসগঙ্গা, মন্দাকিনী, ভোগবতী ও যমুনা এই

পঞ্চনদীর ধারা পঞ্চবেণীর মিলন এখানে প্রবাহিত। ঋষিগণ ব্রহ্মার সহিত এই মহাপ্রয়াগ বা ব্রহ্মসত্রক্ষেত্রে কোটী কোটী যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এস্থানে স্নান করিলে মরণ-যন্ত্রণার অব্যাহতি হয়। স্থলে, জলে ও অন্তরীক্ষে এখানে যাঁহাদের মৃত্যু হয় তাঁহাদের গোলোক-বৃন্দাবনে গতি হয়।

(১) সত্যযুগে বাসুদেব নামক ব্রাহ্মণ এই স্থানে ভজন করিয়া শ্রীগৌরহরিকে পর্ব্বত-প্রমাণ উচ্চ শরীরধারী কোল বা বরাহরূপে দর্শন পান—'যে মূর্ত্তি সত্যযুগে ব্রহ্মার যজ্ঞে ভগবান্ বিষ্ণু আবির্ভূত হইয়া দংষ্ট্রাগ্র-দ্বারা হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে বধ করেন।' কোন কোন ভক্ত এস্থানকে অভিন্ন গোবর্দ্ধন-রূপে দর্শন করেন। ইহার উত্তরে বহুলা বন।

(২) **পাদসেবন ভক্তিপীঠ ঃ**—শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীশেষশায়ী ভগবানের পাদপদ্ম সেবা করিতেছেন। পাদসেবন ঃ—"অস্য (পাদসেবায়াঃ) শ্রীমূর্ত্তি দর্শন-স্পর্শন-পরিক্রমা-অনুব্রজন, ভগবন্মন্দির গঙ্গা-পুরুষোত্তম-দ্বারকা-মথুরাদি তদীয় তীর্থস্থানে গমনাদি ক্রিয়াও পাদসেবনের অন্তর্ভূক্ত। ভক্তসেবাও পাদসেবন ভক্তির অন্তর্গত। পাদসেবন-ভক্তিরতা শ্রীলক্ষ্মীদেবীর কৃপায় শ্রীরূপানুগ-গণ-সেব্য শ্রীগোষ্ঠবিহারীর সেবায় অধিকার লাভে করিতে পারা যায়।

(৩) **অপরাধ ভঞ্জনের পাট ঃ**—শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত প্রসিদ্ধ ভাগবদ্বক্তা ছিলেন। তাঁহার সুন্দর শ্রী, সুকণ্ঠ-ধ্বনি, পাণ্ডিত্য ও সদ্ব্যবহার বহু শ্রোতার চিত্ত আকৃষ্ট করিত। একদা শ্রীবাস-পণ্ডিত তাঁহার নিকট ভাগবত-শ্রবণ করিতে গিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের স্বাভাবিক কৃষ্ণোদ্দীপক শ্লোক শুনিয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গে সাত্ত্বিক বিকারের প্রকাশ হয়। দেবানন্দ পণ্ডিতের শিষ্যগণ শ্রীবাস পণ্ডিতের শুদ্ধ-সাত্ত্বিক বিকারের মাহাত্ম্য না জানিয়া শ্রবণ ব্যাঘাত-কারক ভাবিয়া তাঁহাকে বাহিরে রাখিয়া আসেন। ইহাতে দেবানন্দ পণ্ডিত বাধা না দেওয়ায় তাঁহার শ্রীবাসপণ্ডিতের চরণে অপরাধ হয়। সেই অপরাধে শ্রীমন্মহা-প্রভুর এতবড় কৃপা বিতরণও বুঝিতে পারেন নাই। শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিতের অহৈতুক কৃপায় তাঁহার সেই অপরাধ ক্ষয় হওয়াতে তাঁহার সুবুদ্ধি হয়। সন্ন্যাসান্তে শ্রীগৌরহরি যখন এই কুলিয়ায় শ্রীমাধব দাসের গৃহে আসেন, তখন শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত অপরাধ-নির্ম্মুক্ত হইয়া মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণে অপরাধী গোপালচাপাল বিপ্রও পণ্ডিতের গৃহে দ্বারবন্ধ করিয়া সংকীর্ত্তন-কালে দ্বারে মদ্যভাণ্ড, মাংস, ওড়ের ফুল ইত্যাদি রাখিয়া অপরাধী হইয়াছিল। কয়েক-দিনের মধ্যেই উক্ত গোপালচাপাল কুষ্ঠ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভু কুলিয়ায় আসিলে মহাপ্রভুর উপদেশে শ্রীবাসপণ্ডিতের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে অপরাধ-ভঞ্জনান্তে শ্রীগৌরহরির কৃপা লাভ করেন; এবং বহু পাপী অপরাধী শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় এই স্থান হইতে অপরাধ মুক্ত হইয়া গৌরকৃপা লাভ করেন। এজন্য এস্থানের নাম 'অপরাধ-ভঞ্জনের পাঠ' হইয়াছে। কিছু-দিন হইতে কতকগুলি অজ্ঞ অন্যাভিলাষী মাৎসর্য্য-পরায়ণ ব্যক্তি অন্যস্থানে অপরাধ-ভঞ্জনের পাটের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কিন্তু তাহা বাস্তবিক সত্য নহে। বস্তুশক্তি যথাস্থানেই প্রকাশিত হয়। অন্যত্র বিফল হয়।

(৪) শ্রীগৌরসুন্দর বিদ্যানগর হইতে গোপনে আসিয়া এই কুলিয়ায় শ্রীমাধব দাসের গৃহে অবস্থান করিয়া বহু পাপী ও অপরাধীকে পাপ ও অপরাধ হইতে মুক্ত করিয়া কৃপা করেন। তাহা এই 'অপরাধ-ভঞ্জনের পাট' কোলদ্বীপেই হইয়াছিল।

(৫) শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ তেঘরিপাড়ায় **"শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ"** স্থাপন করিয়া তথায় শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীবরাহদেবের শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীরাধাগিরিধারীর শ্রীমূর্ত্তি শ্রীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। (৬) শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ কোলেরগঞ্জে **"শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ"** স্থাপন করিয়া তথায় শ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধাগিরিধারীর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া শ্রীমন্দিরে সেবা করিতেছেন। (৭) শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্তী-মহারাজ শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসনে অপূর্ব্ব শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করিয়াছেন।

(৬) **মহারাসস্থলী :**—শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তগণ সহ এইস্থানে রাসপঞ্চ কীর্ত্তন করেন। ইহা গঙ্গাপুলিনে মহারাসস্থলী। "মহারাসলীলা স্থান যথা বৃন্দাবনে। তথা এই স্থান হয় জাহ্নবী পুলিনে।"

(৭) **ধীরসমীর :**—ইহার পশ্চিমে ধীরসমীর। "ব্রজে ধীরসমীর যে যমুনার তীরে। সেই স্থান হেথা গঙ্গা পুলিন ভিতরে॥ দেখিতে গঙ্গার তীর বস্তুত তা' নয়। গঙ্গার

পশ্চিম ধারে শ্রীযমুনা বয় ॥ যমুনার তীরে এই পুলিন সুন্দর। অতএব বৃন্দাবন বলে বিশ্বম্ভর ॥ বৃন্দাবনে যতস্থান লীলার আছয়। সে সব জানহ জীব এইস্থানে হয় ॥ (নবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্য)।

৯। ওঁ বিষ্ণুপাদ বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের ভজনস্থান ও সমাধি মন্দির **'ভজনকুটী'** নামে পরিচিত। এই মহাপুরুষ গৌরাবির্ভাব-স্থানের নির্দ্দেশক।

৬। ঋতুদ্বীপ বা রাতুপুর—অর্চ্চনাখ্য-ভক্তিপীঠ।

১। বসন্তাদি ছয় ঋতু গৌরধামে থাকিয়া তাহাদের কালোপযোগী সমস্ত প্রভাব শ্রীগৌরসুন্দরের সেবোপযোগী করিয়া তাহাদের প্রভাবসমূহ নিযুক্ত করিয়া সর্ব্বকাল একত্রে এস্থানে সানন্দে নিযুক্ত আছে।

২। পৃথু মহারাজ পঞ্চরাত্রের বিধানানুযায়ী বিষ্ণুর অর্চ্চনে বৈধভক্তিসাধনে নিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু গৌরধামে সেই নিষ্ঠাময়ী অর্চ্চন শ্রীগৌরসুন্দর ভাগবত মর্গৌর অর্চ্চনে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত করিয়াছেন।

৩। শ্রীজয়দেব কবিবর ভাবসেবা-দ্বারা সেই অর্চ্চনের পূর্ণতা ও সুষ্ঠুতার ফলস্বরূপ শ্রীরাধাগোবিন্দের ভাবসেবায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিগ্রহে শ্রীগৌরহরির দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করিয়া ভাবসেবা-দ্বারা অর্চ্চন-সিদ্ধির গৌর ও গৌর-ধামাশ্রয়ের মহা-বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেছেন। ইহা চম্পকহট্টে বা চাঁপাহাটীতে প্রকাশিত।

৪। **সমুদ্রগড়ি ঃ**—সমুদ্র ও গঙ্গার মিলন স্থান। সমস্ত তীর্থাদির স্বরূপ ও সিদ্ধরূপ আছে। শ্রীগঙ্গার তীরে ও নীরে শ্রীগৌরহরির বিহারের কথা অবগত হইয়া সমুদ্র গঙ্গার সৌভাগ্যের প্রশংসা ও

মাহাত্ম্যে লুব্ধ হইয়া এস্থানে আসিয়া মিলিত হইতেন। যদিও মহাপ্রভুর সন্ন্যাসান্তে সমুদ্রের আশা পূরণের কথা অবগত ছিলেন, তথাপি শ্রীগৌরহরির নবদ্বীপ-লীলায় তাঁহার অধিক আকর্ষণ হওয়ায় তাঁহার সন্ন্যাস-বেশের অপেক্ষা নবদ্বীপ-লীলার রূপমাধুর্য্যে ও লীলামাধুর্য্যে লোভ হওয়ায় এখানে আসিতেন। তাহার প্রবল আর্ত্তিতে গৌরাবির্ভাবের পূর্ব্বেই গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে রত্নসিংহাসনে শ্রীগৌরহরি স্বগণসহ দর্শন দান করিয়া সমুদ্র ও গঙ্গার আশা পূর্ণ করেন। ইহা অভিন্ন কুমুদ বন।

৫। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-লীলাকালে পাণ্ডবগণ যখন দ্বিগ্বীজয়ে গিয়াছিলেন, সেই সময় সমুদ্রগড়ের রাজা ছিলেন শ্রীসমুদ্রসেন। তিনি পরম কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। শ্রীভীমসেন দিগ্বীজয়ে এস্থানে আসিলে রাজা শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে ব্যাকুল হইয়া ভাবিলেন,—এই ভীম-সেনকে যদি যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারি তাহা হইলে পাণ্ডবের সখা শ্রীকৃষ্ণকে অনায়াসে দর্শন লাভ করিতে পারিব। এই বিচারে ভক্ত-প্রবর শ্রীভীমকে যুদ্ধক্ষেত্রে কৃষ্ণস্মরণ করিয়া কৃষ্ণভক্তিবলে পরাজিত করিলেন। শ্রীভীম কাতরে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করা-মাত্র ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ সেই যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়া শ্রীভীমসেনকে অভয় প্রদান করিলেন এবং ভক্তপ্রবর সমুদ্রসেনকে দর্শন দানে কৃতার্থ করিলেন। "গৌরধামের শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপন করিতে দ্বারকালীলার পাণ্ডব গণের ভক্তি অপেক্ষা গৌর ও গৌরধামাশ্রয়ীর শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপনার্থে শ্রীকৃষ্ণের এই লীলা।" তখন শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রসেনকে দর্শন দান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-রূপ ও লীলাপেক্ষা শ্রীগৌরসুন্দরের রূপ ও লীলামাধুর্য্যের উৎকর্ষ প্রদর্শন করিতে শ্রীগৌররূপে দর্শন প্রদান করিয়া কৃতার্থ

করিলেন। এস্থানে সাক্ষাৎ দ্বারকাপুরী ও গঙ্গাসাগর তীর্থদ্বয় প্রকাশিত।

৬। **চম্পকহট্ট বা চাঁপাহাটীতে ঃ**—প্রচুর চম্পক পুষ্প পাওয়া যাইত, সেকারণ এস্থানের নাম চাঁপাহাটী হইয়াছে। এস্থানে এক ব্রাহ্মণ প্রত্যহ প্রচুর চাঁপাফুলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পূজা করিতেন। একদা পূজার সময় ধ্যান করিতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তিতে কনকচম্পকদ্যুতি শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন পাইলেন। বিপ্র ব্যাকুল হইলে রাত্রে স্বপ্নে দেখা দিয়া শ্রীগৌরসুন্দর কলিতে আবির্ভাব ও অভিনবভাবে প্রেম প্রদানাদির কথা বলিলেন। শ্রীগৌরহরি তখন বিপ্রের প্রার্থনায় সেই লীলা দর্শন লাভ করিতে পারিবেন বলিয়া জানাইলেন। তিনি ব্রজলীলায় কামলেখা। এইস্থান অভিন্ন খদিরবন। ইনিই শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবকালে দ্বিজ বাণীনাথ নামে শ্রীগৌর-গদাধরের সেবা করিয়াছিলেন।

৭। অদ্যাপি চাঁপাহাটীতে সেই দ্বিজ বাণীনাথের সেবিত শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমূর্ত্তি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের নির্দ্দেশে শ্রীচৈতন্যমঠের ব্যবস্থায় সেবিত হইতেছেন।

৮। পরমপ্রেষ্ঠা সখী চম্পকলতা এইস্থানে চম্পকপুষ্প দ্বারা শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্য সেবা করিয়া থাকেন বলিয়া মধুর রসাশ্রিত ভক্তগণের অতীব প্রিয় ভজনস্থলী। ইহা শ্রীরাধাকুণ্ড-প্রদেশের এক দেশ।

৯। মানস গঙ্গার তীরে গোচারণ স্থল। রামকৃষ্ণ সহ দাম বল মহাবল॥ অসংখ্য গোবৎস লয়ে নিভৃতে চরায়। নানা লীলা-ছলে সবে কৃষ্ণ গুণ গায়॥ কভু প্রভু সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে এইস্থানে।

স্মরি' গোচারণ-লীলা কৃষ্ণ গুণ গানে ॥ শ্যামলি, ধবলি, বলি ডাকে ঘন ঘন। শ্রীদাম, সুবল বলি' করেন ক্রন্দন ॥

৭। **জহ্নুদ্বীপ**—জহ্নুদ্বীপ বন্দনাখ্য-ভক্তির পীঠ। অপভ্রংশ ভাষায় 'জান্নগর' বলে। এইস্থান বৃন্দাবন-লীলার দ্বাদশবনের অন্যতম 'ভদ্রবন'। এই স্থানে শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন পাইয়া জহ্নুমুনি তাঁহার তপস্যা সার্থক করিয়াছিলেন। এই স্থানের প্রাচীন ইতিহাস এইরূপ—"জহ্নুমুনি একদিন এইস্থানে বসিয়া সন্ধ্যা করিতেছিলেন, এমন সময়ে ভাগীরথী জহ্নুমুনির কোশা-কুশি ইত্যাদি পূজোপকরণ সব ভাসাইয়া লইয়া যান। জহ্নুমুনি ক্রোধে গণ্ডূষে সমগ্র গঙ্গার জল পান করিয়া ফেলেন। ভগীরথ তাঁহার পিতৃপুরুষের উদ্ধারার্থ বহু তপস্যা করিয়া গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করিতেছিলেন। গঙ্গাদেবীর অদর্শনে ভগীরথ ব্যাকুল হইয়া জহ্নুমুনির শরণাগত হইয়া সেবাদ্বারা সন্তুষ্ট করিলে মুনি সন্তুষ্ট হইয়া নিজ জানুদেশ ছেদন করিয়া গঙ্গাদেবীকে বাহির করিয়া দেন। তদবধি গঙ্গার একটী নাম 'জাহ্নবী' হইয়াছে। কিছুদিন পরে দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম, গঙ্গাতনয় শ্রীভীষ্মদেব মাতামহ শ্রীজহ্নুমুনির নিকট অবস্থান করিয়া ভগবদ্ধর্ম্ম শিক্ষা করেন। তাহাই আবার তিনি শ্রীযুধিষ্ঠির কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহার নিকট 'ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্তের পূজাই একমাত্র ধর্ম্ম'—ইহাই উপদেশ করিয়াছিলেন। শ্রীভীষ্মদেব নিত্যকাল যে-স্থানে থাকিয়া শ্রীগৌরহবির সেবা করেন, সে-স্থানের নাম 'ভীষ্মটীলা'। ভাগ্যবান্‌জনের নিকট শ্রীভীষ্ম অদ্যাপি গৌরভক্তির কথা কীর্ত্তন করেন।

বিদ্যানগর—ঋতুদ্বীপান্তর্গত এইস্থান সর্ব্ববিদ্যার পীঠস্বরূপ। ইহা 'সারদা-পীঠ' নামেও কথিত হয়। ঋষিগণ এইস্থানের আশ্রয়ে অবিদ্যা জয় করেন। সর্ব্বযুগের সর্ব্বঋষি এইস্থান হইতেই বিবিধ বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। এই উপবনেই উপনিষদ্‌গণ দীর্ঘকাল-ব্যাপী শ্রীগৌরাঙ্গের আরাধনা করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরহরি অলক্ষ্যে শ্রুতিগণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন,—'যেহেতু নির্ব্বিশেষ-বুদ্ধিতে তাঁহাদের চিত্ত দূষিত হইয়াছে, সেই হেতু তাঁহারা শীঘ্র তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারিবেন না। শ্রীগৌর-লীলায় নাম-সংকীর্ত্তন-প্রভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য-চিদ্বিলাসলীলা দর্শন করিয়া ভগবানের নিত্যনাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্যে শ্রদ্ধাযুক্ত হইবেন।' দেবগুরু বৃহস্পতি শ্রীগৌর-সেবার্থে ইন্দ্রসভা পরিত্যাগ করিয়া নিজগণ সঙ্গে এস্থানে মহেশ্বর বিশারদের পুত্র বাসুদেব সার্ব্বভৌমরূপে জন্মগ্রহণ করেন। এবং বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। পাছে বিদ্যাজালে পতিত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, এই আশঙ্কায় নীলাচল আশ্রয় করিয়া গৌরকৃপা লাভের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তথায় তিনি মায়াবাদী সন্ন্যাসীগণের গুরু ও অধ্যাপক-রূপে মায়াবাদ-শাস্ত্র বহুশিষ্যসহ প্রচার করেন। এইস্থান বিদ্যপতি শ্রীগৌর-সুন্দরের পাদপঙ্কজপরাগের দ্বারা বিভূষিত হওয়ায় এইস্থানকে কেহ কেহ 'বেদনগর' বা 'ব্যাসপীঠ' বলিয়াও বন্দনা করেন। শ্রীগৌর-সুন্দরের নীলাচল-লীলাকালে শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম তৎকৃপায় মায়াবাদরূপ অবিদ্যাবিলাস পরিত্যাগ করিয়া পরাবিদ্যা শুদ্ধভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বলিয়াছিলেন—"আমি কণাদের বৈশেষিক

মত জানিয়াছি, আণ্বীক্ষিকী অর্থাৎ ন্যায়-দর্শনের সহিত পরিচিত আছি, জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসাশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছি, সাংখ্য-দর্শনের পথও আমার বিজ্ঞাত, পতঞ্জলির যোগ দর্শনেও আমার বুদ্ধি বিস্তৃত আছে বেদান্তশাস্ত্রও আমি বিশেষভাবে অনুশীলন করিয়াছি, কিন্তু শ্রীনন্দনন্দনের কোন মুরলী-মাধুর্য্যপ্রবাহ স্ফুরিত হইয়া সবেগে আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে। (পদ্যাবলী ৯৯)"।

সাংখ্য, তর্কাদিবিদ্যা যাহা অনিত্য জগতে অমঙ্গল প্রসূ, তাহারা এস্থানে ভক্তির দাস্য করিয়া পরমমঙ্গলের কারণ হয়। এস্থানে ভক্তিদেবীই সম্রাজ্ঞী আর অন্যান্য সকল জ্ঞান ও বিদ্যাদি তাঁহার দাস্যে নিযুক্তা। গৌরদাসী প্রৌঢ়ামায়া এস্থানের অধিষ্ঠাত্রীরূপে সর্ব্বদা বিরাজিতা।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন মহেশ্বর বিশারদের গৃহে আসিয়াছিলেন, তখন সার্ব্বভৌম-ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি তাঁহার সেবাধিকার লাভ করিয়াছিলেন। বহুস্থানের লোকের এত সংঘট্ট হইয়াছিল যে, বন ভাঙ্গিয়া সকল স্থান পরিষ্কার হইয়া পথে পরিণত হইয়াছিল।

৮। **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ বা মামগাছি—দাস্য-ভক্তিপীঠ**। অভিন্ন ভাণ্ডীর বন। এস্থান দর্শনে ভক্তগণের সেবামোদ বৃদ্ধি হয় বলিয়া বিজ্ঞগণ ইহাকে মোদদ্রুমদ্বীপ বলেন। শ্রীরামচন্দ্র বনবাসকালে এইস্থানে রামবট নামে এক বৃহৎ বটবৃক্ষ তলে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণসহ কিছুদিন বাস করেন। শ্রীহনুমান সর্ব্বদা তাঁহাদের সেবায় রত থাকিতেন। শ্রীহনুমান সেবন-ভক্তিতে আদর্শ নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। তাঁহার কৃপায় তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভগবতপ্রকাশ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা লীলার ও তাহা হইতে ব্রজলীলার দাস্য লাভ হয়। আবার

ততোঽধিক সৌভাগ্যবান্ জন শ্রীগৌরভক্তের কৃপায় শ্রীহনুমানাভিন্ন শ্রীমুরারিগুপ্তের আনুগত্যে শ্রীগৌরসুন্দরের সেবাধিকার লাভ করিতে পারেন। দাস্য ব্যতীত ভক্তি-রসই সম্ভব হয় না, তাহাতে ভগবদাবির্ভাব ও ভক্তের মমতার তারতম্য অনুসারে দাস্য রসেরও তারতম্য প্রকাশিত হয়। এই গৌরধামে এইস্থানে গৌরভক্তের সঙ্গ প্রভাবে সেই ভক্তিরসের পরিপূর্ণতম অভিব্যাক্তি গৌরভজন-কারী লাভ করিতে পারেন।

(২) **শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাট** ঃ—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শেষ শিষ্য শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীনারায়ণীদেবীর পুত্র। শ্রীনারায়ণী দেবীকে শ্রীমন্মহাপ্রভু উচ্ছিষ্ট প্রদান করিয়া প্রেম প্রদান করিয়া বাল্যে কৃপা করেন। তাঁহারই পুত্র এইস্থানে 'শ্রীচৈতন্য মহাভাগবত' নামক-গ্রন্থ রচনা করেন। যাহা সমগ্র বিশ্বের গৌরভক্তের জীবন স্বরূপ। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন ঃ—"মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য। বৃন্দাবন দাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥" ইত্যাদি॥ শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের ন্যায় শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর সহজ সরল বাঙ্গালা-পয়ারচ্ছন্দে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা ও সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু আপনাকে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরেরই উচ্ছিষ্ট-চর্ব্বনকারী বা শেষামৃত গানকারী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ঠাকুর শ্রীচৈতন্য-ভাগবত রচনা করিয়া জগদ্‌বাসীকে যে কি অপূর্ব্ব অমূল্য মহারত্ন ও সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। ঠাকুরের এই আবির্ভাব ভূমি সমগ্র বিশ্ববাসীর 'গুরুপীঠ' বা 'ব্যাসপীঠ' ও 'গৌড়ের নৈমিষ'।

এস্থানে ঠাকুরের সেবিত 'শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ'—শ্রীবিগ্রহযুগল সেবিত হইতেছেন। কিছুদিন এইস্থান ও সেবা লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের কৃপায় ও প্রযত্নে তাহা পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছেন। বর্ত্তমানে উক্ত স্থান শ্রীচৈতন্যমঠের দ্বারা সেবা পরিচালিত হইতেছে।

(৩) ইহার নিকটেই শ্রীবাস-গৃহিনী শ্রীমালিনী দেবীর পিত্রালয় ছিল।

(৪) ইহার অদূরে চট্টগ্রাম-বাসী অশেষ পরদুঃখে-দুঃখী গৌরপার্ষদ শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমদনগোপাল বিগ্রহ বিরাজিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—"প্রভু বলে আমি বাসুদেবের নিশ্চয়। এ শরীর বাসুদেব দত্তের আমার॥ দত্ত আমায় যথা বেচে তথায় বিকাই। সত্য সত্য ইহাতে অন্যথা কিছু নাই॥" ইনি ব্রজের গায়ক 'মধুব্রত'। ইনি জীবের দুঃখ মোচনার্থে বলিয়াছিলেন—"জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে। সর্ব্বজীবের পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে॥ জীবের পাপ লইয়া মুই করি নরক-ভোগ। সকল জীবের প্রভু ঘুচাহ ভবরোগ॥"

(৫) এই মামগাছি গ্রামে গৌরপার্ষদ শ্রীশার্ঙ্গ মুরারী ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের একটী প্রাচীন সেবা রহিয়াছে। কিছুকাল পুর্ব্বে ঠাকুরের একটি শ্রীমন্দির প্রাচীন বকুল বৃক্ষের সম্মুখে নির্ম্মিত হইয়াছে। ঠাকুর গঙ্গাতীরে নির্জ্জনে ভজন করিতেন। শ্রীভগবানের পুনঃ পুনঃ প্রেরণা-ক্রমে তিনি শিষ্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া স্থির করিলেন যে,—"যাঁহার সহিত আগামীকল্য প্রাতে প্রথম সাক্ষাৎ হইবে, তাঁহাকেই তিনি শিষ্যত্বে

গ্রহণ করিবেন। ঘটনাক্রমে পরদিন প্রাতে ভাগীরথী-স্নানকালে তাঁহার পাদদেশে একটি মৃতদেহ সংলগ্ন হওয়ায় তাঁহাকেই পুনর্জীবন প্রদান করিয়া শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন। ইনিই 'শ্রীঠাকুর মুরারি' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইহার অনুগগণ বংশ-পরম্পরায় সম্প্রতি শরগ্রামে আছেন।

৬। **বৈকুণ্ঠপুরী বা নারায়ণপীঠ**—এইস্থানে শ্রীনারদ বৈকুণ্ঠনাথ ও দ্বারকানাথকে দর্শন লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত নাম হইয়াছে। এইস্থানে এক পণ্ডিত ও প্রবীন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণে তাঁহার অনন্য-প্রীতি ছিল। শ্রীবল্লভমিশ্রের সহিত তাঁহার অতিশয় স্নেহ ছিল। যেদিন শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়ার সহিত শ্রীগৌরসুন্দরের বিবাহ হইয়াছিল, সেইদিন সেই বিপ্র শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীগৌর-নারায়ণের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক নৃত্য করিয়া প্রেমপুলক-কদম্বে বিভূষিত হইয়াছিলেন। সেই রাত্রে বিপ্র নিজ জীর্ণ-কুটীরে আসিয়া উক্ত লীলা স্মরণ করিতে করিতে লক্ষ্মী-প্রাণনাথ—শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহার আর্ত্তিতে শ্রীগৌরসুন্দর সেই দরিদ্রের ভগ্ন কুটীরে বৈকুণ্ঠের মহৈশ্বর্য্য প্রকট করিয়া রত্নসিংহাসনে লক্ষ্মীসহ শ্রীগৌরসুন্দর চতুর্ভুজ-মূর্ত্তিতে দর্শন দান করেন। এবং তাঁহাকে নিত্যকিঙ্করত্বে অঙ্গীকার করেন।

৭। **মহৎপুর বা মাতাপুর**—পাণ্ডবগণের বনবাস কালে একচক্রা গ্রামে অবস্থান কালে স্বপ্নে 'গৌরাবির্ভাব ও বলদেব—শ্রীনিত্যানন্দরূপে আবির্ভূত হইবেন'—জ্ঞাপন করেন। পাণ্ডবগণ সেই নবদ্বীপ-শোভা দর্শনার্থ এস্থানে আসিলে স্বপ্নে শ্রীযুধিষ্ঠিরকে কৃষ্ণ-বলরাম দর্শন প্রদান করিয়া পুনঃ শ্রীগৌর-নিত্যানন্দরূপে দর্শন

দান করেন। তখন তাঁহারা কিছুদিন এখানে অবস্থান করিয়া শ্রীব্যাসদেবকে আহ্বান করিয়া গৌর-ভাগবত শ্রবণ করেন। মহতের শ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ এস্থানে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম 'মহৎপুর' হইয়াছে। এই স্থানে সুবৃহৎ পঞ্চ বটবৃক্ষ এবং যুধিষ্ঠির-বেদী-নামে এক উচ্চটিলা বিরাজিত ছিল।

৮। **শ্রীরামচন্দ্রপুর বা দেওয়ানগঞ্জ**—এস্থানে এক রাম-উপাসক বিপ্র বাস করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-দিনে তিনি শ্রীমায়াপুর মিশ্রগৃহে উপস্থিত থাকিয়া গৌরাবির্ভাব দর্শন করিয়া স্থির করিলেন,—নিশ্চই আমার প্রভু রামচন্দ্র প্রচ্ছন্নভাবে অবতীর্ণ হইয়াছেন। একদা নিজগৃহে উক্ত বিপ্র শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে নিদ্রিত হইলে স্বপ্নে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে প্রথমে গৌর-মূর্ত্তিতে আবার সেই মূর্ত্তিকে নবদুর্ব্বাদল রাম-মূর্ত্তিতে দর্শন দান করেন। এবং নিজ ভক্তকে নিজতত্ত্ব জ্ঞাপন করেন। এই স্থান মোদদ্রুমদ্বীপের অন্তর্গত। এ স্থানে এক বৃহৎ রামচন্দ্রের মন্দির ছিল এবং মহাসমারোহে শ্রীরাম-নবমীতে উৎসব হইত। বর্ত্তমানে কতিপয় দুষ্টলোক মাৎসর্য্য-পরায়ণ হইয়া এস্থানকে মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

৯। শ্রীরুদ্রদ্বীপ—সখ্য-ভক্তিপীঠ।

রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইদ্রাকপুর, গঞ্জেরডাঙ্গা ও ভারুইডাঙ্গা এই দ্বীপের অন্তর্গত। বিজ্ঞগণ বলেন—১) অজৈকপাৎ, ২) অহিব্রধ্ন, ৩) বিরূপাক্ষ, ৪) রৈবত, ৫) হর, ৬) বহুরূপ, ৭) ত্র্যম্বক, ৮) সাবিত্র, ৯) জয়ন্ত, ১০) পিনাকী ও ১১) অপরাজিত—এই একাদশ-ব্যূহযুক্ত একাদশ রুদ্র এবং তাঁহার পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ,

সূর্য্য, চন্দ্র ও সোমযাজী এই অষ্ট মূর্ত্তিসহ এস্থানে শ্রীগৌরসুন্দরের ভজন করেন বলিয়া 'রুদ্রদ্বীপ' নাম হইয়াছে। শিবের স্বরূপদ্বয়ের মধ্যে একস্বরূপে তিনি কৃষ্ণদাস, তিনি এই স্বরূপে গৌর-কৃপায় রুদ্র-সম্প্রদায়ের আচার্য্যরূপে শ্রীবিষ্ণুস্বামী নামে রুদ্র-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক—ভক্তিধর্ম্মের প্রবর্ত্তক—সম্প্রদায়াচার্য্য। দ্বিতীয় স্বরূপে আধিকারিক মায়াকার্য্যে রত ও মায়াবাদাদি প্রচারক।

শ্রীগৌরহরি শ্রীনবদ্বীপে মায়াপুরে প্রকটিত হইবেন—জানিয়া শ্রীরুদ্রদেব পূর্ব্ব হইতেই নিজগণ সঙ্গে নানাবিধ বাদ্যাদি সংযোগে শ্রীগৌরলীলা কীর্ত্তন করিতে থাকেন। তিনি যখন নৃত্য করিতেন, তখন ধরণীদেবী প্রেমভরে কম্পিতা ও পুলকিতা হইতেন। স্বর্গ হইতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতেন ও তাঁহার হুঙ্কার শুনিয়া পাষণ্ডগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইত। তাঁহার আর্ত্তিতে শ্রীগৌরসুন্দর রুদ্রকে দর্শন দান করিয়া গৌরাবির্ভাবের কথা ব্যক্ত করেন। এবং রুদ্রকে আলিঙ্গন করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। কৈলাসধাম এই রুদ্রদ্বীপের প্রভা মাত্র। অষ্টাবক্র, দত্তাত্রেয়াদি-যোগিগণ অপরাধ-ময়ী অদ্বৈতবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মধ্যানে রত হইয়াছিলেন। এইস্থানে শুদ্ধাদ্বৈতবাদগুরু শ্রীবিষ্ণুস্বামী রুদ্র-কৃপা লাভ করিয়া সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আচার্য্য হইয়াছিলেন। শ্রীধরস্বামিপাদের হৃদয়ে এই স্থানেই অলক্ষ্যে গৌরকৃপা সঞ্চারিত হইয়া শুদ্ধাদ্বৈত-মতে ভাগবত-ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের স্নেহভাজন হইয়াছিলেন।

সখ্যভক্তির পীঠে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্রম্ভরসের ব্রজসখাগণ নিত্য সেবা করিতেছেন। এবং শ্রীঅর্জ্জুনাদি গৌরবসখ্য-রসে শ্রীকৃষ্ণের সেবক।

ভরদ্বাজ টীলা বা ভারুইডাঙ্গা—এস্থানে ভরদ্বাজ মুনি শ্রীগৌরহরির ভজন করিয়া চৈতন্য-প্রেম লাভ করেন এবং সূত্র রচনা করিয়া ভক্তি শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুরের তাত্ত্বিক ও লীলাগত চিত্রে প্রকাশিত তথ্য।

শ্রীযোগমায়াদেবী সর্ব্ব অবতার, সর্ব্ব অবতারের ভক্ত, চিন্ময় শ্রীধাম, শ্রীধামাশ্রিত সর্ব্ব জীব, কল্পবৃক্ষ, চিন্তামনিগণকে আকর্ষণ ও প্রকট করিয়া শ্রীগৌরহরির সেবোপযোগী এবং সেবোপকরণ একত্রিত করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে আকর্ষণ করিয়া অনর্পিতচর মহা-প্রেমরত্ন বিতরণ করিবার জন্য মহা-আকর্ষণীশক্তি প্রকাশ করিয়া এইস্থানে মিলিত করিয়া মহাযোগপীঠ নামের সার্থকতা সম্পাদন করেন। ইহা ঐশ্বর্য্যসহ ঔদার্য্য-লীলাপীঠ। শ্রীশচীমাতা ও শ্রীজগন্নাথ মিশ্রে শুদ্ধ ঔদার্য্যময়ী বাৎসল্য-রস। (১) শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের সহিত সর্ব্ববাৎসল্যরসের পুরুষ-আশ্রয়-বিগ্রহগণকে আকর্ষণ করিয়া মিলিত করিলেন। (১) শ্রীনন্দ মহারাজ, শ্রীবসুদেব, শ্রীসুতপা, শ্রীদশরথ ও শ্রীকশ্যপ। (২) শ্রীশচীমাতার সহিত সর্ব্ববাৎসল্য-রসের স্ত্রী-আশ্রয়-বিগ্রহগণকে আকর্ষণ করিয়া মিলিত করিলেন—শ্রীযশোদা-দেবী, শ্রীদেবকীদেবী, শ্রীপৃশ্নিদেবী, শ্রীকৌশল্যাদেবী, শ্রীদেবহুতি ও শ্রীঅদিতিদেবী। শ্রীগৌরহরিতে—সর্ব্ব স্বাংশ অবতারাবলী। শ্রীমন্নিত্যানন্দেতে—ব্রজের বলাই, শ্রীসঙ্কর্ষণ, শ্রীলক্ষ্মণ এবং জীব, চিৎ ও জড়জগতের নিমিত্ত কারণসমূহ। শ্রীবিশ্বরূপে—শ্রীনিত্যা-নন্দের প্রকাশ, শ্রীবাসুদেব বলাই, শ্রীরামচন্দ্রের প্রকাশ। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যে—শ্রীনন্দীশ্বর শিব, মহাবিষ্ণু ইত্যাদি উপাদান কারণ সমূহ। শ্রীহরিদাস ঠাকুরে—বর্ষানেশ্বর অংশী মূল ব্রহ্মাতে

গোবৎস ও সখা হরণকারী চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ও শ্রীপ্রহ্লাদ। শ্রীগদাধর পণ্ডিত—শ্রীরাধাঠাকুরাণী ইত্যাদি।

শ্রীযোগপীঠে—শ্রীগৌরহরি নিত্যসিদ্ধ শ্রীগৌরকৃষ্ণ পার্ষদগণ সহ সমস্ত স্বাংশগণের সহিত অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণলীলায়ও যে সকল প্রেমামৃত সমুদ্রের মহারত্নসমূহ বিতরিত হয় নাই, সেই সকল অপূর্ব্ব মহারত্নসমূহ বিতরণ করিবার জন্য ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যময়ী লীলামৃতে ঔদার্য্যলীলার মহান উপাদেয়ত্ব সংযুক্ত করিয়া শ্রীগৌর-নারায়ণ, শ্রীগৌরবিশ্বম্ভরের লীলা প্রকটন করিয়া বিভজন প্রয়োজন অবতারের-বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়া অন্য সর্ব্ব অবতারের মহাকরুণা-ময়ী দানকে খদ্যোতিকার ন্যায় প্রকাশ করিয়া দ্বিপ্রহরের বৃষভানু-সুতার মহা-তেজোময়ী লীলা-মাধুর্য্য বিকশিত করিয়াছিলেন। পরে শ্রীক্ষেত্রে স্বভজন প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে শ্রীগম্ভীরায় স্বরূপ-দামোদর প্রভু ও শ্রীরামানন্দ প্রভুসহ অভূতপূর্ব্ব শ্রীবার্ষভানবীর লীলা ও প্রেমমাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা আস্বাদন করিয়া অন্তরঙ্গ মধুর পারকীয় রসমাধুর্য্যের সীমা শ্রীরূপানুগ-ভক্তগণকে আস্বাদন করাইয়া এই শ্রীগৌরহরির অবতার-বৈশিষ্ট্য প্রকটন করিয়া নানা ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-ময়ী ঔদার্য্য-লীলার আবাহন করেন।

নূপুরধ্বনি ; অনন্তদেবকে কৃপা করিতে সর্পক্রোড়ে আরোহন ; চৌরমোহন ; তৈর্থিক বিপ্রকে কৃপা ; বালচাপল্য-দ্বারা নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণকে কৃপা ; গঙ্গা-স্নান-ছলে ভক্তগণকে কৃপা ও গঙ্গার আশা পূরণ ; অধ্যয়ন ও অধ্যাপন লীলায় জড়বিদ্যার অনুপাদেয়ত্ব ও হেয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়া ভগবতীবিদ্যার মহোৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন ; দিগ্বীজয়ী-পরাজয়ে তাঁহাকে কৃপা ও শুদ্ধা ও জড়া-

সরস্বতীর কৃপায় শ্রেষ্ঠত্ব ও অনুপাদেয়ত্বর বিচার, বিদ্যাবিলাসে চৈতন্য-বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপন করিতে পণ্ডিতগণকে দর্শনদানান্তে কৃপা, শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বৈধ গার্হস্থ্যলীলার বৈশিষ্ট্য, গয়াগমন, দীক্ষাগ্রহণান্তে ভক্তি-বিকার-প্রদর্শন, পড়ুয়াগণকে শাসনদ্বারা বিদ্যাদন্তের পরিণাম ও সন্ন্যাসদ্বারা ভগবৎপ্রপত্তি ও গৃহশক্তি পরিত্যাগাদি, জগাই-মাধাই উদ্ধারে মহাপাপীকে উদ্ধার, পাষণ্ড-দলনাদি মহাশক্তির প্রকাশদ্বারা জীবোদ্ধারলীলা ও নানাপ্রকার জীবকল্যাণময় লীলামাধুর্য্যের শিক্ষাদান ও কৃপা করেন। এই সকল বিবরণ ও লীলার সিদ্ধান্ত, শিক্ষা ও কৃপার-বৈশিষ্ট্য শ্রীশ্রীগৌরহরির অত্যদ্ভুৎচমৎকারী ভৌমলীলামৃত গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।

ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যসহ ঔদার্য্য লীলাপীঠ শ্রীবাসঅঙ্গনে :—

সঙ্কীর্ত্তন মহারাসস্থলীর প্রকটন। রাসের এক মহাশক্তি ও রসামৃত আকর্ষণী শক্তি স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার হ্লাদিনীশক্তির সহিত মহাকর্ষণী শক্তির মহাসম্মেলনে রাসের রসচমৎকারিতার আস্বাদন। সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত ও তৎপর শক্তিবর্গ নিজ স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম্মের ব্যবহারে চেতনের আকর্ষণী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া আকর্ষকের চতুর্দিকে ও নিজেকেও ঘূর্ণায়মান হইতেছেন। এই রাস শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় প্রকটিত মহা-প্রেমোৎসবে প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে শ্রীগৌরহরি সেই রাসোৎসব অভিনবভাবে এই শ্রীবাসঅঙ্গনে প্রকটিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের নাম রূপ-গুণ-লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্যে সমন্বিত নাম-নামি-অভিন্নত্বহেতু বাচ্য শ্রীকৃষ্ণ হইতে বাচক শ্রীনামপ্রভুর কারুণ্যাধিক্যে ঔদার্য্য সমন্বিত হইয়া এক অপূর্ব্ব

রসাবির্ভাবহেতু তাহা সঙ্কীর্ত্তন রূপে প্রকাশিত হইয়া এই শ্রীবাস অঙ্গনে আকরক্ষেত্র হইয়া সর্ব্ববিশ্বের শুদ্ধ জীবে সঞ্চারিত করিবার অপূর্ব্ব অবদান বৈশিষ্ট্য প্রকট করিয়াছেন। ইহার মর্ম্ম ও আস্বাদন একমাত্র অন্তরঙ্গ শুদ্ধ ভক্তই করিতে পারিবেন। এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু দ্বার রুদ্ধ করিয়া অন্তরঙ্গ ভক্তগণসহ সেই মহা-রাসলীলার নায়করূপে আস্বাদন ও প্রদান করিবার অপূর্ব্ব শক্তির প্রকটন করিয়া অনর্পিত মহামাধুর্য্যময়ী প্রেমরত্নের আদান-প্রদান-লীলা প্রকাশ করেন।

তথায় পঞ্চতত্ত্বই মূল মহাজন এবং তদাশ্রিত অন্তরঙ্গ শুদ্ধ-ভক্তগণই সেই রাসোৎসবে আস্বাদন ও যোগদানকারী। এই ক্ষেত্রেই শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ সর্ব্বেশ্বরত্ব প্রকাশ করিয়া অন্তরঙ্গভক্ত ও অবতারাবলীকেও প্রবুদ্ধ করিয়া অনর্পিতচর প্রেমরত্নের ঔদার্য্য-লীলার আবাহন। ষড়্ভূজ-প্রদর্শন, বিশ্বরূপ-প্রদর্শন, শ্রীব্যাসপূজার প্রকটন, সাতপ্রহরিয়াভাবে ভক্তগণের স্বরূপ প্রকাশ ও তাঁহাদের বরদানরূপ অভিনব প্রেমরাস্বাদনের আপ্লাবন করিয়া ভক্ত-দ্রব্য গ্রহণলীলা ও মহাভিষেকে তাহার উদ্বেলনাদির উৎসব পালিত হইয়াছিল। মৃতপুত্রের মুখে তত্ত্বজ্ঞান, পয়ঃপানকারীকে শাসন, শ্রীবাস-শ্বাশুড়ীকে অনাধিকারাদি—ব্যতিরেকভাবে ভক্তগণকে কৃপা করেন। অন্বয়ভাবেও দর্জ্জি যবনকে কৃপা, শ্রীনারায়ণীদেবীকে উচ্ছিষ্ট-দানাদি-দ্বারা কৃপা, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর তণ্ডুল ও পক্ক অন্ন গ্রহণাদি-লীলা প্রকাশে ভক্তগণকে কৃপা করেন।

শ্রীশচীমাতার বৈষ্ণবাপরাধ-খণ্ডন, শ্রীমুকুন্দকে শাসনান্তে কৃপা ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকেও শাসন ও কৃপাদ্বারাও অভিনবভাবে ভক্তি-

সাধনের ও কৃপালাভের উপায় ও বাধানিরসনের প্রকার জ্ঞাপন করিয়া মহাঔদার্য্যলীলা প্রকট করেন। শ্রীবাসপণ্ডিতের দ্বারা শ্রীনিত্যানন্দ-মাহাত্ম্য ও তৎসেবাফলের শ্রেষ্ঠত্ব শিক্ষা দান করেন। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের অসমোর্দ্ধ কৃপা প্রকাশে দাস্যরস প্রকাশক নারদাবতার—শ্রীবাসপণ্ডিতকে বাৎসল্যরসাস্বাদ করাইতে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ নিত্যপুত্ররূপে অঙ্গীকৃত হইয়াছেন। নির্ব্বিশেষবাদীর কপটতা "মূল আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্য ব্যতীত নাম-রসাস্বাদন হইতে পারে"—এই শক্তি নির্বিশেষ বিচারের মূলোৎপাটন করিয়া তাঁহার আনুগত্যের পরিপূর্ণতা ও বিশুদ্ধতা জ্ঞাপন করিয়া এই সঙ্কীর্ত্তনস্থলীতে বিষয় বিগ্রহের ও আশ্রয় বিগ্রহের নির্ধিবশেষ বিচার পরিস্ফুট করিয়া "নির্ব্বিশেষবাদীর কপটতা ধরা পড়িল এই রাসস্থলীতে এসে।" প্রভুপাদের এই বিচারের সার্থকতা প্রতিপাদন করিলেন।

শ্রীঅদ্বৈতভবন ঃ—শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপালাভ ও সেবা করিবার জন্য গৌর-আনা-ঠাকুর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শান্তিপুর হইতে এখানে আসিয়া শাস্ত্রের গূঢ় রহস্য ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর তত্ত্ব-প্রকাশ করিয়া জীবগণকে মহাকৃপা করিবার জন্য ভক্তিমহাধনের পসরা লইয়া এইস্থানে টোলবাটী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। যে সকল নিত্যপার্ষদগণ শ্রীগৌর-অবতারের সহায়করূপে আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগকেও একত্রিত করিয়া গৌর-প্রেম-রসাস্বাদনে তৎপর হইলেন। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন শ্রীবিশ্বরূপ। বালক নিমাইকে তুলসী চন্দন দ্বারা পূজা করিয়া তাঁহার শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপত্ব প্রকাশ করেন। শাস্ত্রে যে সকল শ্লোকে ভক্তিবিরোধী বিচার

ও ভক্তির সম্পূর্ণ আনুগত্য ও প্রকাশ বাধক ছিল, তাহা স্বপ্নে প্রাপ্ত হইয়া শ্রীগৌর-হরির-কৃত সিদ্ধান্তে প্রকাশ ও কোন কোন ভগবৎকৃত শ্লোকেও অদ্ভুত প্রকাশ যাহা শ্রীকৃষ্ণলীলায়ও সঙ্গোপিত ছিল, তাহার এই লীলা-বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত করিতে অপূর্ব্ব কৌশলে পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়া গৌরলীলার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেন। নিজেও তাঁহার ঐশ্বর্য্যভাবের সঙ্গোপন-প্রণালী হইতে মুক্ত হইয়া মহামাধূর্য্য-লীলা-রস আস্বাদনার্থে শাসন-দণ্ড গ্রহণ করিয়া ভক্তি-রসের গূঢ়-রহস্য উদ্‌ঘাটন করেন।

শ্রীগদাধর অঙ্গন :—গৌরশক্তি শ্রীগদাধর অভিন্ন শ্রীবার্ষ-ভানবী; তাঁহার ভাবকান্তি শ্রীগৌরসুন্দরকে গৌরলীলারসাস্বাদনার্থে গ্রহণের গূঢ় রহস্য ও মহামাধুর্য্য প্রকাশার্থে এস্থানে অবতীর্ণ হইয়া গৌরহরির লীলাপোষণ করেন।

ব্রজপত্তন :—শুদ্ধ মাধুর্য্যময় ঔদার্য্যলীলারসপীঠ। অভিন্ন ব্রজধাম, ব্রজরসলীলার আস্বাদন ও প্রদান করিতে শ্রীগৌরসুন্দর এই স্থানে প্রকৃতি-স্বরূপে নৃত্য করিয়া দৃশ্যকাব্যে রস-প্রকটনের মহামাহাত্ম্য সুনির্ম্মল ভাবে প্রকটন করিয়া ভক্তগণকে বস্তুসত্বার শুদ্ধ ও সত্য প্রকাশে 'শক্তি-শক্তিমতোরভেদ'-বাক্যের সত্যতা প্রকাশ করিতে স্তন্যপান করাইয়া 'মহাপ্রেমরসস্বরূপ' পান করাইয়া মহোন্মত্ত করিয়া উজ্জ্বল জ্যোতি প্রকাশে তাঁহার অপ্রাকৃত লীলার মহাবৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেন। এবং এই সকল মহা অমূল্য ও মহান পরমোপাদেয় প্রেমরস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশক্ষেত্র শ্রীরাধাকুণ্ডে তাহার প্রকাশ ও প্রদানার্থে জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর অভিনব প্রণালীতে বিশ্বে প্রদান করিতে মহাশক্তির প্রকট করিয়া

সেই অমূল্যরত্ন-বিতরণের মূলকেন্দ্র শ্রীচৈতন্যমঠ স্থাপন করিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করেন। "রাধাকুণ্ডতট-কুঞ্জ-লীলা-প্রেম সার। বিশ্বে প্রকাশিতে সেই মহারত্ন ভার॥ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুবর। শ্রীচৈতন্য মঠ স্থাপি করিলা প্রচার॥"

শ্রীধাম নবদ্বীপেস্থিত তীর্থ সমূহ

১। অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরে ঃ—(১) ঈশোদ্যান, মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থান শ্রীরাধাকুণ্ডতট-কুঞ্জাবলী। (২) শ্রীযোগপীঠ—অভিন্ন গোকুল, মহাবন। (৩) শ্রীবাসঅঙ্গন—অভিন্ন বৃন্দাবন—রাসস্থলী। (৪) শ্রীব্রজপত্তন—অভিন্ন গোবর্দ্ধন। (৫) শ্রীচৈতন্যমঠ—অভিন্ন শ্রীরাধাকুণ্ড। (৬) কাজী-বাড়ী—অভিন্ন মথুরা। (৭) নিকটে মধুবন বিরাজিত। (৮) তন্নিকটে মারামারি স্থান—তালবন। (৯) মহারাজ পৃথু-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত পৃথুকুণ্ড। (১০) তন্নিকটে পারডাঙ্গা—সট্টিকার-স্বরূপ।

২। শরডাঙ্গা বা শবরডাঙ্গা—অভিন্ন শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র।

৩। শ্রীগোদ্রুমদ্বীপে—(১) কোন কোন ভক্তের দৃষ্টিতে অভিন্ন রাধাকুণ্ডের সন্নিকটে ললিতাকুণ্ডতটে শ্রীস্বানন্দ-সুখদাকুঞ্জ-স্থানসমূহ। (২) নন্দীশ্বর-গোপাবাস। (৩) হরিহরক্ষেত্র। (৪) মহাবারাণসী। (৫) পুষ্করতীর্থ। (৬) হাটডাঙ্গা বা কুরুক্ষেত্র।

৪। শ্রীমধ্যদ্বীপ—অভিন্ন নৈমিষকানন।

৫। শ্রীকোলদ্বীপ—(১) কোন কোন মহাজনের মতে অভিন্ন গিরিগোবর্দ্ধন। (২) ব্রহ্মসত্রস্থান (শ্রীবরাহদেবের প্রকট স্থান) (৩) শেষশায়ী। (৪) শ্রীরাসপুলিন। (৫) ধীরসমীর।

৬। শ্রীঋতুদ্বীপ—(১) অভিন্ন খদিরবন। (২) চাঁপাহাটী—শ্রীরাধাকুণ্ড-প্রদেশের একস্থান। (৩) মানস-গঙ্গাতীরে—গোচরণ-স্থান। (৪) সমুদ্রগড়—দ্বারকা ও গঙ্গাসাগরতীর্থদ্বয়। (৫) অভিন্ন ব্রজের—কুমুদ বন।

৭। শ্রীজহ্নুদ্বীপ—(১) অভিন্ন ভদ্রবন। (২) বিদ্যানগর—সারদাপীঠ বা ব্যাসপীঠ।

৮। শ্রীমদদ্রুমদ্বীপ—(১) অভিন্ন ভাণ্ডীরবন। (২) নারায়ণ-পীঠ। (৩) বৈকুণ্ঠ-পীঠ। (৪) দ্বারকা-পীঠ। (৫) নিঃশ্রেয়স-বন। (৬) মহৎপুর বা কাম্যবন। (৭) শ্রীরামচন্দ্রের ধাম। (৮) গৌড়ের নৈমিষ।

৯। শ্রীরুদ্রদ্বীপ—কৈলাসধাম এ স্থানের প্রভা-মাত্র। এস্থান সাযুজ্য মুক্তি স্বরূপা বলিয়া নিদয়া বা নির্দ্দয়া। এ স্থানে শ্রীগৌর-সুন্দর ও তদ্ভক্তের কৃপায় যুক্ত-বৈরাগ্য আশ্রয়ে সখ্য রসের পীঠের সন্ধান ও কৃপালাভে শ্রীগৌরসুন্দরের সখ্য লাভ করা যাইতে পারে।

শ্রীধাম মায়াপুরের অবস্থিতি সম্বন্ধে সন্দেহ নিরসন।

নিত্য সত্য বস্তু বা ব্যাপারে কোন প্রকার মতদ্বৈত হইবার সম্ভাবনা নাই। যদি কখনও মতদ্বৈতের উদ্ভাবনা হয়, তাহার মূলে কোন প্রকার অপস্বার্থ-পরতাই তাহার হেতু বলিয়া জানিতে হইবে। তাহার সমাধান :—'মহাজন বাক্যই একমাত্রই প্রমাণ।' যাঁহাদের বাক্য বা আচরণে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব দোষ চতুষ্টয় নাই, সেই সকল মহাজনের বাক্য ও শাস্ত্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

প্রমাণ। শ্রীমায়াপুরের অবস্থিতি সম্বন্ধে বর্ত্তমান কলির প্রবল প্রতাপে কতিপয় অপস্বার্থপর ব্যক্তি মায়িক জড়ীয় অর্থ ও প্রতিষ্ঠা সংগ্রহার্থে কতিপয় মায়া পিচাশীর কবলিত অসচ্চরিত্র ও অর্থ লোলুপতায় উন্মত্ত ব্যক্তি দলবদ্ধ হইয়া বিরুদ্ধ আচরণ ও লোকবঞ্চনাময়ী মত কল্পনা করিয়া অপরাধ সঞ্চয় করিয়া নরকপথে যাত্রার প্রবল উদ্যোগ করিতেছে। তৎসহ সুকৃতিহীন পাপী ব্যক্তিও সহযোগিতা করিয়া উক্ত পথের পথিক হইয়াছে। তাহাদের উক্ত অমঙ্গলময় কার্য্য হইতে ফিরাইয়া যাহাতে মঙ্গলময় পথের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া উদ্ধার লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্য পরদুঃখে-দুখী গৌরভক্তগণ নিম্নলিখিত সুযুক্তিপূর্ণ সুপ্রতিষ্ঠিত সমাচার ও প্রমাণাদি প্রদর্শন করিয়াছেন।

১। যাঁহারা নিত্য সত্য মহাপ্রভুর ধামের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে সর্ব্বলোকমান্য বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ—যিনি তদানীন্তন বৈষ্ণবসমাজে অবিসংবাদিতরূপে 'সিদ্ধ-মহাজন' বলিয়া স্বীকৃত। সমগ্র শুদ্ধ বৈষ্ণব-সমাজ এখনও তাঁহাকে 'পরমারাধ্য গুরুদেব' বলিয়া পূজা করেন। তিনি জগতের কোন প্রকার বস্তুর প্রতি লোভহীন, নিরপেক্ষ, শুদ্ধ বৈষ্ণব-রাজ। তিনি স্বয়ং স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া মহাপ্রভুর জন্মস্থান প্রকাশ করিতে করিতে খোল-ভাঙ্গার ডাঙ্গার নিকটে যাইয়া সেই স্থান খনন করিয়া ভক্তগণকে সঙ্কীর্ত্তন স্থানের নিদর্শন করেন। এবং শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আবাস বা মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থানে যাইয়া "এই আমার প্রভুর জন্মস্থান" বলিয়া সেই বৃদ্ধ বয়সে উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করেন। তাঁহার নৃত্য

যাঁহারা দর্শন করিয়াছেন তাহারা ১০।১২ হাত উচ্চ বৃদ্ধ বাবাজী মহারাজের নৃত্যে অত্যাশ্চর্য্যান্বিত হন।

বৈরাগ্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ শ্রীগৌরকৃষ্ণ পার্ষদ প্রবর পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ গৌরকিশোর বাবাজী মহারাজ শ্রীগৌরাবির্ভাব স্থান নির্দ্দেশ উক্ত একই স্থানে প্রদর্শন করেন। ইহা নবদ্বীপের সিদ্ধ শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজী মহারাজ ইত্যাদি সিদ্ধ গৌরপার্ষদ সিদ্ধ মহাত্মা ও তদনুগত শুদ্ধ ভক্ত মহোদয়বৃন্দও স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ পার্ষদ প্রবর রূপানুগবর গৌরকৃষ্ণ সেবৈক-পর জীবন মহাভাগবতপ্রবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুদ্বয় তাহাদের শ্রীগৌরশক্তির পূর্ণতম অভিব্যক্তির দ্বারা সর্ব্বপ্রকার প্রযত্নে শ্রীধাম নবদ্বীপের সেবায় সমস্ত জীবনীশক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। বিশ্বের সর্ব্বত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর অসমোর্দ্ধ কৃপা, শক্তি, দান, কারুণ্য, সিদ্ধান্ত, ভক্তি ও অনর্পিতচর মহা-প্রেমরস বিতরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের ন্যায় জীবের একমাত্র মঙ্গল বিধান কার্য্য অতি সুদুর্ল্লভ। তাঁহারা সর্ব্বপ্রযত্নে শ্রীধামের ও মহাপ্রভুর সেবায় অর্থ, বাক্য, বিদ্যা, সম্পত্তি, সর্ব্বকাল নিঃস্বার্থভাবে বিশ্বহিতে নিযুক্ত করিয়াছেন। কোথায় তাঁহাদের অপ্রাকৃত অসমোর্দ্ধ কৃপাশক্তির মাহাত্ম্য! আর কোথায় তাঁহাদের প্রতিপক্ষ দলের ঘৃণিত অপস্বার্থপরতার জঘন্য বিরোধ চেষ্টা! কতিপয় চরিত্রহীন, শ্রীনাম, ভাগবত, বিগ্রহ ও পণ্য-দ্রব্যের ব্যবসায়ীর চরিত্র। একজনের সমস্ত জীবনী শক্তি, সময়, অর্থ, বাক্য, বিদ্যা, সম্পত্তি ও চেষ্টা শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার নাম, ধাম, লীলা

ও পরিকরের সেবায় নিয়োগ। আর কোথায় সঙ্কীর্ণ, চরিত্রহীন, অর্থ ও প্রতিষ্ঠা-লোলুপ শিষ্য, বিগ্রহ, নাম ও ভাগবত ব্যবসার-দ্বারা তাঁহাদিগের অপ্রাকৃত বস্তুদ্বারা নিজেন্দ্রিয় তর্পণময়ী মহান-অপরাধময়ী ভোগ-চেষ্টা। ইষ্টবস্তু-দ্বারা তাঁহাদিগকে বিক্রয় করিয়া নিজ ঘৃণিত চরিত্রময় জীবন-যাপনরূপ মহা-অপরাধময়ী চেষ্টা। উপজীব্যকে উপজীবীকার ন্যায় ব্যবহার মহা-অপরাধময়ী নরক গমন চেষ্টা। অজ্ঞ, অপরাধী, মহাপাপী, মূর্খ হতভাগ্য দুষ্ট লোকই তাহাদের দলভুক্ত হইয়া তাহাদের সহিত অনন্তকালের জন্য নরক গমনের দলবদ্ধ ব্যবস্থা। ধন্য কলিকাল! ধন্য কলির প্রভাব!

বাহিরদ্বীপ বা রামচন্দ্রপুর যাহা প্রাচীন মায়াপুর বলিয়া অপস্বার্থপর ব্যক্তিগণের দ্বারা কথিত হইতেছে, তাহা যে প্রকৃত শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান অন্তর্দ্বীপ প্রাচীন শ্রীমায়াপুর নহে, তাহার কতিপয় প্রমাণ—১। যে স্থানকে এক্ষণে প্রাচীন মায়াপুর বলিয়া কথিত হইতেছে, তাহা বাবলাড়ি দেয়ানগঞ্জের অন্তর্গত। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ দেওয়ানের নাম অনুসারে 'দেয়ানগঞ্জ' নাম হয়। পরে যখন গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ঐস্থানে রাম-সীতার মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তখন দেয়ানগঞ্জের কতকাংশের নাম 'রামচন্দ্রপুর' বলিয়া খ্যাতি লাভ করে। ১৯১৭ সালের সেটেলমেণ্ট জরিপকালে উক্তস্থানও বাব্‌লাড়ি দেয়ানগঞ্জ-সামিলে জরিপ হয়।

২। রামচন্দ্রপুরের চড়া বা ক্যাঁকড়ার মাঠ ও কাজীবাড়ী কোনদিন ভাগীরথীর একতীরবর্ত্তী হইতে পারে না। কাজী-দলনের সময় মহাপ্রভুর গঙ্গাপার হইবার কথার প্রামাণিকতার

অভাব ; কিন্তু রামচন্দ্রপুর ক্যাঁকড়ার মাঠ হইতে কাজীর বাড়ী আসিতে হইলে গঙ্গা পার না হইয়া আসিবার উপায় নাই।

৩) শ্রীমায়াপুরে শ্রীযোগপীঠে সুবৃহৎ শ্রীমন্দিরের ভিত্তি-খননকালে সুপুরাতন শ্রীজগন্নাথমিশ্র মহাশয়ের সেবিত শ্রীঅধোক্ষজ-মূর্ত্তি প্রকটিত হইয়া অদ্যাপি তথায় সেবিত হইতেছেন।

৪) ভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর পরিক্রমা-বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে ক্যাঁকড়ার মাঠ কখনও মহাপ্রভুর জন্মস্থান হইতে পারে না। ভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত 'অন্তর্দ্বীপ হইতে সুবর্ণ-বিহার দৃষ্ট হয়'। ক্যাঁকড়ার মাঠ হইতে তাহা অসম্ভব।

৫) গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ যদি শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থানের নির্ণয় করিয়া মন্দির করিতেন তাহা হইলে নিশ্চয় তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির করিয়া শ্রীমায়াপুর বলিয়া ঘোষণা করিতেন। কখনই রামচন্দ্রপুরের চড়া বা ক্যাঁকড়ার মাঠ বলিয়া ঘোষণা করিতেন না। ওখানে খুব রাম-সীতার মহোৎসব হইত। অতএব রামচন্দ্রপুর রাম-সীতার লীলাস্থলী মোদদ্রুম দ্বীপেরই অন্তর্গত।

৬) "সবেমাত্র গঙ্গা নদীয়ায় কুলিয়ায়"। চৈঃ ভাঃ। বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ যাহা মহাজন বর্ণিত 'কুলিয়া' বলিয়া কথিত। কোন দিনই গঙ্গার ধারা ক্যাঁকড়ার মাঠ ও কুলিয়ার মধ্যে প্রবাহিত বলিয়া ম্যাপে বা মহাজন বর্ণিত বিবরণে পাওয়া যায় না।

৭) মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের সময় নিদয়ার ঘাট পার হইয়া যাওয়ার কথা জানা যায়। যাহা মহাপ্রভু নির্দ্দয় হইয়া মায়াপুর

ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে যাইতেছিলেন বলিয়া 'নিদয়া' নাম হইয়াছে।

৮) পরিক্রমার বিবরণে, মহাজনগণের বর্ণনাতে, এবং গঙ্গার পূর্ব্বপারে ৪টী দ্বীপ তন্মধ্যে মায়াপুর প্রথম। এবং পশ্চিম-পারে' বাকী পাঁচটী দ্বীপ, তন্মধ্যে 'কোলদ্বীপ গঙ্গার পশ্চিম পারে' ইহা সর্ব্ববাদী-সম্মত। গঙ্গা কখনও কুলিয়া বা বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপের পশ্চিমে প্রবাহিত হইবার ম্যাপে বা মহাজন-গণের মুখে বা ভৌগোলিক বৃত্তান্তেও জানা যায় না। ইত্যাদি বহু ন্যায়সঙ্গত বাক্য ও বিচারে বা কোন সুধীগণের বাক্যমতে —বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ বা কঁ্যাকড়ার মাঠ বা রামচন্দ্রপুর 'মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ভবন' ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ধামাপরাধ ঃ—১) শ্রীধাম-প্রদর্শক শ্রীগুরুর অবজ্ঞা, ২) শ্রীধামকে অনিত্যবোধ, ৩) শ্রীধামবাসী ও ভ্রমণকারীর প্রতি হিংসা ও জাতিবুদ্ধি, ৪) শ্রীধামে বসিয়া বিষয় কার্য্যাদির অনুষ্ঠান, ৫) শ্রীধাম-সেবাচ্ছলে শ্রীনাম-মন্ত্র ও শ্রীবিগ্রহের ব্যবসায় ও অর্থোপার্জ্জন, ৬) জড়-বুদ্ধিতে শ্রীধামের সহিত জড়-দেশের অথবা অন্য দেব-তীর্থের সমজ্ঞান ও পরিমাণ চেষ্টা, ৭) শ্রীধামের সেবার ছলনায় বিষয়-সংগ্রহ, তীর্থ-ব্যবসায়, ভাগবত-পাঠের দ্বারা ও কীর্ত্তন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া তদ্দ্বারা নিজ পরিবার-পোষণ বা সংস্থান ও ভোগ-চরিতার্থতা, ৮) নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনে ভেদজ্ঞান, ৯) শ্রীধাম-মাহাত্ম্যে অবিশ্বাসমূলক শাস্ত্র নিন্দা এবং ১০) ধাম-মাহাত্ম্যে অবিশ্বাসমূলে অর্থবাদ ও কল্পনা জ্ঞান।

নাম-সঙ্কীর্ত্তনকারী যেরূপ দশবিধ নামাপরাধ বর্জ্জন না করিলে নাম-প্রভুর কৃপালাভ হয় না। ধাম পরিক্রমা, সেবা ও বাসকারীরও তদ্রূপ উক্ত ধামাপরাধ বর্জ্জন করা আবশ্যক।

শ্রীগৌরহরি ও তদীয় অন্তরঙ্গা শক্তি শ্রীস্বরূপ-সনাতন-শ্রীরূপাদির প্রতি অধিকতর প্রীতি লাভ করিলে এই নববিধা বৈধভক্তির শ্রীগৌরনারায়ণের-সেবা—গৌরব-সখ্য পর্য্যন্ত উপাদান-কারণ বিষ্ণু শ্রীঅদ্বৈতের-সেবা শ্রীগৌরনারায়ণের; ততোঽধিক শ্রীবাসঅঙ্গনে গৌরনিত্যানন্দের-সেব্য দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যের অপূর্ণ প্রকাশময়তা অপেক্ষা শ্রীস্বরূপদামোদর-গোস্বামী-বর্ণিত শ্রীরূপানুগ ধারায় প্লাবিত শ্রীগৌর-গদাধর-সেবা লাভ করিয়া অধিকতর লাভবান হইতে পারা যাইবে।

'ধাম' শব্দের অর্থ আশ্রয়, আলোক, কিরণ প্রভৃতি। শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্ম ও তাঁহার পদরেণুবর্গের, দাসবর্গের সেবাই ধাম সেবা। যখন মহানুভবগণের দ্বারা শব্দ উদ্‌গীত হন, তখন কর্ণ সেবোন্মুখতা প্রাপ্ত হইলে কর্ণদ্বারা শব্দ প্রবিষ্ট হইয়া চেতনময় রাজ্যে স্থায়ীভাবের উদ্দীপনা করায়। বাহ্য বিষয় ও ইন্দ্রিয় সমূহ যে-সকল বাধা উপস্থিত করে, বৈকুণ্ঠ-শব্দ সেই সকল বাধাকে অতিক্রম করিয়া বৈকুণ্ঠ-গোলকের চিন্ময়ভাব-স্রোত প্রবল বেগে উচ্ছলিত করিয়া দেয়। ব্রহ্মা যে-গানের দ্বারা জড় জগতের আধাক্ষিকতা হইতে উৎক্রান্ত হইবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য ভূমিকায় যে বুদ্ধির কথা পাওয়া যায়—তাহা স্থির-বুদ্ধি, অচঞ্চলা-মতি, ভগবানের সেবাময়ী-বৃত্তি; সেটি ব্রহ্মবৃত্তি,—ক্ষুদ্রবৃত্তি নহে, সকল শক্তি সমন্বিত পালনী শক্তির

প্রচারিকা বৃত্তি বিশেষ। জীবহৃদয়ের মলিনতা বিদূরিত হইলে সেই বৃত্তি জানিতে পারা যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে অবিমিশ্র চেতনাবস্থায় নীত হইলে সেরূপ বৃত্তি আমাদের চেতনে উদ্ভাবিত হয়। কেবল মাত্র স্থূলবুদ্ধি-জনগণের ধামের যেরূপ নির্দ্দেশ বা বিচার—সেরূপ ভোগময়ী ভূমিকা শ্রীধাম নহেন। শ্রীধাম-বাস বা পরিক্রমার ছলনা করিয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণ—'ধাম-সেবা' নহে।

শ্রীনবদ্বীপধামে নববিধা বৈধ-সাধনভক্তির পীঠে বা যাযন-ক্ষেত্রে গৌরবসখ্যরস পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। বাকী বিশ্রম্ভ-সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররসের কথা—নববিধা বৈধসাধনভক্তিতে সিদ্ধ হইলে, পুনঃ শরণাগতির আত্মনিক্ষেপ-রূপ সিদ্ধির পর শ্রীরূপানুগ-গুরুবর্গের কৃপায় শ্রীমায়াপুর শ্রীশচী-জগন্নাথে শুদ্ধবাৎসল্য, অন্যত্র বিশ্রম্ভসখ্য ও মধুররসের প্রকাশ উপলব্ধির বিষয় হইবে। শ্রীযোগপীঠে বাৎসল্য ও বিশ্রম্ভসখ্য-রসের পীঠ ;—শ্রীবাসঅঙ্গনে রাসস্থলী; শ্রীব্রজপত্তনে—গোবর্দ্ধন ও শ্রীচৈতন্যমঠে—'শ্রীরাধাকুণ্ড-স্বরূপ মধুররসের পীঠ-স্বরূপে দর্শন-সৌভাগ্য হইবে। অখিল-রসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের ঔদার্য্য লীলাপীঠ শ্রীনবদ্বীপে কোন রসের অভাব থাকিতেই পারে না।

"যোগমায়ার কৃপা হইলে তাঁহার কৃপায় কি পুরপীঠে কীর্ত্তনের অভাব হইবে? গোদ্রুমবিহারী সুবর্ণবিহারে তাঁহার যে রুক্মবর্ণের বিগ্রহ-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা কি সেই শ্রুতির ব্যাখ্যায় আলোকিত হইতে পারিব না? "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষম্ ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥" (মুণ্ডক)।

সেই আধ্যক্ষিকতা ঘুচাইয়া আমরা কি অধোক্ষজ সুবর্ণ-বিহারীর সেবক হইতে পারিব না ? গোক্রমবিহারী কি আমাদের শুকমুখের ভাগবতার্থ দিয়া নিগমকল্পতরুর গলিত ফলের কথা কর্ণের দ্বারা পান করাইবেন না ? অন্তর্দ্বীপে একদিন ব্রহ্মা যে 'গোবিন্দস্তব' করিয়াছিলেন, সেই ব্রহ্মসংহিতার 'গোবিন্দস্তবের গান' কি আমাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইবে না ? সেই-দিন কি আমরা পরমেশ্বরের অনাদিত্ব, আদিত্ব, সর্ব্বকারণকারণত্ব, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্ব ও স্বয়ংরূপত্ব উপলব্ধি করতে পারিব না ? কেবলই কি আমরা বৃথা বাগাড়ম্বরে ব্যস্ত থাকিয়া মৌখিক রূপানুগত্ব প্রদর্শন করিয়া আত্মবঞ্চনা করিতে থাকিব ? শ্রবণাখ্য সীমন্ত-বিজয়প্রভু কি আমাদিগকে শ্রবণের অধিকার দিবেন না ? মধ্যদ্বীপ-বিহারী স্বীয়রূপ-মূর্ত্তি—অধোক্ষজ-সেব্যমূর্ত্তি দেখাইয়া কি প্রহ্লাদানুগত্যে 'ভাল আমি' হইয়া স্মরণ করিতে দিবেন না ? ভক্তবৎসল নৃপঞ্চাস্য আমাদিগকে কি বিষ্ণুস্বামীর আনুগত্য ভুলাইয়া দিবেন। আমরা কি কোলদ্বীপে লক্ষ্মীদেবীর আনুগত্যে শেষশায়ীর পাদ-সেবনে সমর্থ হইব ? মহাকারুণিক শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের শ্রীরূপানুগ সেবক আমাদিগকে যে শ্রীগোষ্ঠবিহারীর সেবা করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন, শ্রীলক্ষ্মীর প্রসাদে আমরা কি তাহাতে প্রবেশ করিতে চিরদিনই বাধাপ্রাপ্ত হইব ? পদসেবা করিতে করিতেই ত' ঋতুদ্বীপে আমাদের পৃথু মহারাজের গৌরব-পূজন হৃদ্দেশ অধিকার করিবে ? তখন কি আমরা জহ্নুদ্বীপে অক্রূরের পাদপদ্মাশ্রয়ে কৃষ্ণ-সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিব না ? পাদসেবন, অর্চ্চন ও বন্দন-পরিণতি কৃষ্ণপ্রাপ্তি কি আমাদের সুদূর

পরাহত বিষয় হইবে? মোদদ্রুমদ্বীপে কপিপতির দাস্য ও রুদ্রদ্বীপে দ্বাদশ গোপালের সখ্য কি আমাদিগকে অন্তর্দ্বীপে আত্মসমর্পণে বলির চরণানুগত্য হইতে বঞ্চিত করিয়া ইতর পিপাসায় ধাবিত করাইবে? আমরা কি যোগমায়ার পুরপীঠের সন্নিহিত প্রদেশে কুণ্ডতীর-বাসে চিরবঞ্চিত হইব? সুতরাং ধামসেবা কি "নিখিল-শ্রুতিমৌলি-রত্নমালাদ্যুতিনিরাজিত-পাদ-পঙ্কজান্ত"। হরিনাম হইতে পৃথক্ বস্তু? তাহা নহে। নবধাভক্তির অঙ্কুর শ্রীবিষ্ণুপুরী হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর প্রেমাঙ্কুর শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্মকল্পবৃক্ষের পক্কফল পাওয়া যায়। অন্য উপায়ে হয় না। শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রয়েই শিক্ষা-মন্ত্রের তৃতীয় মন্ত্র লাভ করিয়া ভগবদ্ভজনের আশাবদ্ধ অবস্থা আমাদিগের নিত্য কল্যাণ বিধান করুক। সুতরাং স্রুবর্ণবিহারীর জয়গান ভাগবতার্কমরীচিমালা আমাদিগের অবলম্বনীয় হউন।" (শ্রীল প্রভুপাদ।)

বহু দুঃখ-অন্তে হয় মনুষ্য জনম।
ভারতে জনম লাভ অতি শ্লাঘ্যতম॥
মহাভাগ্যে মিলে গৌর-কৃষ্ণ আবির্ভাব।
রূপানুগভক্তসঙ্গ অদ্ভুত প্রভাব॥

শ্রীভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুবর।
ভকতিবিনোদ প্রভু শ্রীগৌরকিশোর॥
জগন্নাথদাস সবে রূপানুগ-বর।
জগদ্গুরু আচার্য্যের মিলন দুষ্কর॥

বহুভাগ্যে হইয়াছে একত্র মিলন।
ইহার প্রভাব লভে' মহাভা[illegible]ান্॥
রূপ-সনাতন—গৌরহরি সুসম্মত।
সুসিদ্ধান্ত রত্নরাজি করি সংগৃহীত॥
জগদ্‌গুরু রূপানুগ আচার্য্যেরগণ।
বিশ্বহিতে গ্রন্থরাজি কৈলা সঙ্কলন॥
সেই সব মহারত্ন করি একত্রিত।
বহু গ্রন্থ এইস্থানে আছে প্রকাশিত॥
সংগ্রহ করিয়া তাহা কৈলে আস্বাদন।
নিশ্চয় সার্থক হ'বে মনুষ্য জনম্॥
সমাহিত চিত্তে যেই দেখে প্রদর্শনী।
অবশ্য হইবে সেই গৌর প্রেমে ধনী॥

—□—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীরূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের জগন্মঙ্গলময়ী লীলা-মাধুরীর চিত্রাবলী

আবির্ভাব :—(১) শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-সপ্রদায়িক-সংরক্ষক জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যাম্নায়-নবমাধস্তনাম্নায়বর আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তর শতশ্রী চিদ্বিলাস শ্রীরূপানুগবর শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে (১২৮০ বঙ্গাব্দের) ৬ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথিতে অপরাহ্ণ ৩৷৷ ঘটিকায় পুরীতে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের সন্নিকটে "নারায়ণছাতার" সংলগ্ন ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের বাসভবনে শ্রীভগবতীদেবীর ক্রোড়ে এক জ্যোতির্ম্ময় দিব্যকান্তি শিশুমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হন। তাঁহার শ্রীঅঙ্গে স্বাভাবিক উপবীত বিজড়িত ছিল।

রথস্থিতি ও আজ্ঞামালা গ্রহণ :—(২) তাঁহার আবির্ভাবের ছয় মাস পরে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহোৎসব। রথযাত্রার সময় শ্রীজগন্নাথদেবের রথ উক্ত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বাসগৃহের সম্মুখে আসিয়া আর চলিল না। বহু লোকজন ও হস্তিশক্তির প্রবল শক্তির আকর্ষণেও তিন দিন রথ চলিল না। তখন উক্ত শিশুরূপী মহাপুরুষ শ্রীজগন্নাথদেবের রথের সম্মুখে যাইবার জন্য প্রবল ইচ্ছা নানা সঙ্কেতে প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

তখন তিনি ক্রোড়ে আরূঢ় হইয়া রথোপরি আরোহণে শ্রীজগন্নাথের রথে উঠিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের পাদপদ্মে প্রণত হইয়া হস্ত প্রসারণ করিলে শ্রীজগন্নাথদেব তাঁহার গলার মালা সেই শিশুর হস্তে যেন সমর্পন করিয়া "হ্যুৎকলেপুরুষোত্তমাৎ" ইঙ্গিতের মূর্ত্তিতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছায় জগৎ-উদ্ধার-রূপ মহৎ কার্য্যের শক্তিসঞ্চার-রূপ আজ্ঞামালা প্রদান করিলেন। তখনই স্বল্প আকর্ষণেই রথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় সঙ্কীর্ত্তনময় মহোৎসবসহ শিশুর শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ দ্বারা অন্নপ্রাশন সম্পন্ন হইল।

শ্রীহরিনাম গ্রহণ, শ্রীনৃসিংহমন্ত্র ও শ্রীকূর্ম্মার্চ্চন ঃ—(৩) উক্ত শিশু পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে Phonetic type-এর মত একটি নূতন লেখন-প্রণালী আবিষ্কার করেন। উহার নাম—বিকন্তি বা Bicanto, হইয়াছিল। সপ্তম শ্রেণীতে পাঠ কালে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহাকে শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র সাধনে নিযুক্ত করেন ও শ্রীনৃসিংহ-মন্ত্র প্রদান করেন। ১৮৮১ সালে কলিকাতা রামবাগানে 'ভক্তিভবন' নির্ম্মাণকালে গৃহের ভিত্তি খনন কালে মৃত্তিকার অভ্যন্তর হইতে 'শ্রীকূর্ম্ম-মূর্ত্তি' প্রকাশিত হন। ঠাকুর মহাশয় উক্ত বালককে শ্রীকূর্ম্মদেবের অর্চ্চন, পূজামন্ত্রাদি শিক্ষা দেন। সর্ব্বাধারশক্তি ও অদ্ভুতরসের বিষয়বিগ্রহ শ্রীকূর্ম্মদেব। সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত অদ্ভুতভাবে অভিনব-প্রণালীতে মহারসবৈচিত্র্য প্রকাশ ও প্রচারোদ্দেশ্যে শ্রীকূর্ম্মদেবের অর্চ্চন করেন। এতৎসহ সর্ব্ববাধাবিঘ্ন নিরাস এবং সর্ব্ববিষয়ে শক্তি ও বিজ্ঞান প্রকাশার্থে শ্রীনৃসিংহ-মন্ত্রের সাধন করেন। ১৮৮৫ সালে 'ভক্তিভবনে' বৈষ্ণব-ডিপজিটারী নামক ভক্তিগ্রন্থ

প্রচার বিভাগ খোলা হয়। গৌর-বাণী প্রচারার্থ ইনি তাহার সেবায় অল্প বয়স হইতেই অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

পঞ্চমশ্রেণীতে পাঠাভ্যাস কালেই তদীশ্বরী শ্রীবার্ষভানবীদেবীর মাধ্যাহ্নিকলীলায় সূর্য্যপুরে শ্রীরূপানুগ ভজন পরাকাষ্ঠার অনন্ত-কোটী গ্রহগণের অংশী শ্রীসূর্য্যের আকর্ষণ ও নিয়ামকত্ব প্রণালী সংগ্রহ জ্ঞাপন ও প্রকাশার্থে জ্যোতিষ-শাস্ত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। তিনি নিত্যসিদ্ধ শ্রীরূপানুগত্ব উক্ত আলোচনা-দ্বারা ইঙ্গিত প্রকাশ করিলেন।

১৮৯৭ সাল হইতেই তিনি বৈষ্ণব-বিধানে চাতুর্ম্মাস্যব্রত পালনাদি, স্বহস্তে হবিষ্যান্ন রন্ধন, ধরাপৃষ্ঠে পাত্রহীন গোগ্রাসে ভোজন ও উপাধান-রহিত ভূপৃষ্ঠে শয়নাদি ও বিপ্রলম্ভ ভাবের উদ্দীপক সবুজ-বর্ণের পোষাক পরিধান ও সবুজ-বর্ণের কালিতে লিখনাদি তীব্র অদ্ভুত বৈরাগ্যে জীবন যাপন করিতেন।

দীক্ষা গ্রহণ ঃ—(৪) ১৯০০ সালের মাঘ মাসে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের আদেশানুসারে নিত্যসিদ্ধ গৌরকৃষ্ণ-পার্ষদ-প্রবর পবিত্র চরিত্র বৃহদ্‌ব্রতী ও সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর শ্রীগৌরকিশোর প্রভুর নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করেন। প্রথম দিন শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু বলেন,—"আমি আপনাকে কৃপা করিব কি না তৎসম্বন্ধে মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কিছু বলিতে পারিব না।" দ্বিতীয় দিন বলিলেন—"আমি মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছি।" তখন শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর বলিলেন—"আপনার কৃপা না পাইলে, আমি জীবন ধারণ করিব না।" তৃতীয় দিন তিনি উপস্থিত হইলে শ্রীগৌরকিশোর প্রভু বলিলেন,

—"আমি মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন,—"সুনীতি বা পাণ্ডিত্য ভগবদ্ভক্তির নিকট অতি তুচ্ছ।" ইহা শুনিয়া শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর একটু অভিমানভরে বলিলেন,—"আপনি কপটচূড়ামণি কৃষ্ণের ভজন করেন বলিয়া কি আমার সহিতও ছলনা করিতেছেন? আপনার শ্রীপাদপদ্মের কৃপাপ্রাপ্ত না হইলে আমি এই জীবন রাখিব না। গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট শ্রীরামানুজাচার্য্য অষ্টাদশবার প্রত্যাখ্যাত হইয়াও পরে কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। আমিও তদ্রূপ আপনার শ্রীপাদপদ্মের কৃপা লাভ একদিন না একদিন করিবই করিব। ইহাই আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।" ইহাতে শ্রীল বাবাজী মহারাজ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া নিজ পদধূলিতে অভিষিক্ত করিয়া সেই-দিনই গোদ্রুমে স্বানন্দসুখদকুঞ্জে তাঁহার দীক্ষা প্রদান করিলেন; এবং বলিলেন—"আপনি নিত্যানন্দ ও মহাপ্রভুর শক্তিতে জগদুদ্ধার করিবেন।"

বাণীপ্রচার ও শতকোটিমহামন্ত্র-গ্রহণ ব্রতপালন :—(৫)

১৯০৫ সাল হইতেই শ্রীধাম মায়াপুরে অবস্থান করিয়া শ্রীমন্-মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের কার্য্য আরম্ভ করেন। অপতিতভাবে তিন লক্ষাধিক মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া শতকোটি-মহামন্ত্র-কীর্ত্তনব্রত উদ্‌যাপন করেন। ১৯০৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে শ্রীমায়াপুরের চন্দ্রশেখর আচার্য্যের ভবনে একটি ভজন-ভবন নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডতট-বিচারে তথায় নিরন্তর ভগবদ্ভজন করিতে থাকেন।

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণ ও শ্রীচৈতন্যমঠ প্রতিষ্ঠা :—(৬)

পরিব্রাজক-বেশে পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে নিত্যসিদ্ধ বিদ্বৎসন্ন্যাসী হইয়াও শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর দৈববর্ণাশ্রমের আদর্শ স্থাপন ও গুরুবর্গের পরমহংস-বেষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা জ্ঞাপনের জন্য ইং ১৯১৮ সালের ৭ই মার্চ্চ শ্রীগৌরজন্ম-বাসরে শ্রীমায়াপুরে ব্রজপত্তনে বৈদিক ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস লীলা প্রকাশ করেন এবং শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধাগোবিন্দ-বিগ্রহ স্থাপন এবং শ্রীচৈতন্যমঠ প্রতিষ্ঠা করেন। এই শ্রীচৈতন্য-মঠই সমস্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠ সমূহের আকর মঠ। শৈশব কাল হইতেই মহাভাগবত গুরুবর্গ তাঁহাকে শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী-নামে অভিহিত করিতেন। এখন হইতে তিনি "পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী" নামে অভিহিত হন। তিনি বিশেষ স্থলে "শ্রীবার্ষভানবী-দয়িত-দাস"-নামেও আত্ম পরিচয় প্রদান করিতেন।

গ্রন্থ প্রণয়ন, মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন ও পত্রিকাদির প্রবর্ত্তন ঃ—
(৭) 'ভাব' হইতে ভাষার উৎপত্তি। ভাবই ভাষারূপে পরিণত। শ্রীল প্রভুপাদের হৃদয় সর্ব্বদা ভাবনার পথ অতিক্রম করিয়া সত্ত্বোজ্জ্বল সেবাভাবে বিভাবিত—কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যই তাঁহার ভাবভরকে নিত্য বিমণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। বর্ত্তমান জগতের চিন্তা-স্রোত, ভাবনার গতি—ভোগের দিকে। সেই ভোগটা—প্রকৃতিকে,—সমস্ত পরিদৃশ্যমান বস্তুকে, অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে ভোগ করিবার স্পৃহা—এই দ্বিবিধ ভাবের ভোগ-প্রবৃত্তি বর্ত্তমান-জগতের সাহিত্যে আকারিত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। শুধু প্রকৃতিকে ভোগ করিবার বাসনাটুকু নহে—

সেই বাসনা অতিব্যাপ্ত হইয়া রাবণের সীতা-হরণের চেষ্টার ন্যায় ভগবচ্ছক্তি-ভোগের দুর্ব্বুদ্ধিও পোষণ করিতে বসিয়াছে। আবার বৃন্দাবন-লীলা, রাই-কানুর পিরীত, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতিকেও প্রাকৃত-ভাষার মধ্যে টানিয়া আনিবার চেষ্টা হইতেছে। শ্রীল প্রভুপাদ বর্ত্তমান কালের প্রকৃতি-ভোগ-প্রবল সাহিত্য-জগতে স্বীয় গুরুগম্ভীর ভাষার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া দুর্ব্বুদ্ধি-গ্রন্থি-সমূহকে ছেদন করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার ভাষার একটী বৈশিষ্ট্য এই যে,—তাহা কোন প্রকার প্রকৃতি ভোগ-কামীর ইন্দ্রিয়-তর্পণের নিকট বশ্যতা স্বীকার করে না। তাহার এমন একটা সৌন্দর্য্য যে,—তাহার এক একটী শব্দ যেন এক-একটী অফুরন্ত সুসিদ্ধান্ত-সন্মণি-খনি আবিষ্কার করিয়া দেয়,—কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের চরমকাষ্ঠার দিক্‌নির্ণয় করিয়া দেয়। তাহা কোনও কদর্থকারীর দুরভিসন্ধি-দ্বারা দ্বিতীয়-ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাত হইতে পারে না; তাহার গতি—সহজ ও সরল। দুই দিকে এমন ভাবে সুরক্ষিত যে, কোন দিক্ হইতেই কোন খল আসিয়া সেই কৃষ্ণের পদচারণ-ভূমিকাকে কোন ভাবেই বিন্দুমাত্রও দূষিত করিতে পারে না। তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা-স্বর্ণদী যখনই জগতে প্রবাহিত হয়—তখনই বজ্রনির্ঘোষী শব্দ-রাজির সহিত সুসিদ্ধান্ত-সৌদামিনীমালা অবিশ্রান্ত প্রকটিত হইতে থাকে—যখনই কোন প্রতীপজন বিষ্ণু-বৈষ্ণব বা শ্রৌত-পন্থাকে আক্রমণ করিবার ধৃষ্টতা দেখায়। তাঁহার অপ্রাকৃত সহজ সাহিত্য-নৈপুণ্যের সহিত কোটি-সিদ্ধান্ত প্রস্রবণ-মুখ উন্মুক্ত হইতে দেখা যায়—তখন সকলে সমবেত হইয়া তাঁহার শ্রীচৈতন্য

মনোঽভীষ্ট পরিপূরণ কার্য্যে নিষ্কপটে সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দেয়। তাঁহার অকৃত্রিম শব্দ-বিন্যাস যেন বৈকুণ্ঠের রত্নালঙ্কার-সজ্জা-পরিপাটি—সেই এক একটী শব্দরত্ন যেন এক একটী অখণ্ড অলঙ্কার-কৌস্তুভ। তাঁহার সমগ্র চরিত্রটি অক্ষজ জ্ঞানের নিকট ভীম-হস্তস্থিত ভীষণ গদা সাদৃশ। দুর্য্যোধনরূপী অক্ষজ জ্ঞান তাঁহার চরিত্রের সম্মুখে বিন্দুমাত্রও আস্ফালন দেখাইতে চাহিলে গদার সাঙ্ঘাতিক আঘাতে উহার উরুভঙ্গ হইয়া যায়। অক্ষজ-জ্ঞানের আস্ফালন করিয়া যখনই কেহ এই অধোক্ষজ সেবক প্রবরের চরিত্র বিচার করিতে গিয়াছেন, তখনই তাহার সমর চেষ্টা প্রতিহত ও ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত অপ্রাকৃত বাণী প্রচার করিতে তিনি সর্ব্বপ্রকারে প্রযত্ন করিয়াছেন। তাহার প্রকার—মহাজনোপদিষ্ট সৎশাস্ত্রের টীকা, ব্যাখ্যা ও পুনর্মুদ্রন, নানাবিধ ভাষায় সাময়িক পত্রিকা-প্রবর্ত্তন, প্রবন্ধ, নিবন্ধনাদি লিখন ইত্যাদি বিপুল ভাবে প্রকাশ করেন। তজ্জন্য নানাস্থানে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, নানা গ্রন্থ লিখন, দৈনিক নদীয়া প্রকাশ; পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক গৌড়ীয়; ইংরাজীতে Harmonist; মাসিক সজ্জনতোষনী; মাসিক ভাগবত—(হিন্দিতে); পরমার্থী পত্রিকা (উড়িষ্যা ভাষায়); মাসিক কীর্ত্তন পত্রিকা (আসামী ভাষায়) ইত্যাদি।

(৭) **সর্ব্বত্র উপযুক্ত প্রচারক প্রেরণ** :—শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদগণ যে সকল কলিহত জীবের নিত্যমঙ্গলময় উপদেশ, শিক্ষা ও ব্যবস্থা নির্ণয় করিয়াছেন, সেই সকল জগতের মহামঙ্গলময় কার্য্য করিবার উদ্দেশ্যে সেই সকল শিক্ষা নিজে

আচরণ করিয়া যাহাতে কোন প্রকারে অন্যায়ভাবে প্রচারিত না হয় তজ্জন্য সুশিক্ষিত ও সদাচারিত প্রচারকগণকে শিক্ষিত করিয়া প্রচারোদ্দেশ্যে জগতে সর্ব্বত্র বিপুলভাবে অভিনব সুবৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রেরণ করিয়াছেন। তজ্জন্য সকল ভাষায় ও ভাবেতে প্রচার করিয়াছেন।

(৮) **চাতুর্ম্মাস্যকালে উর্জ্জব্রত ও পুরুষোত্তম ব্রতাদি পালনের ব্যবস্থা ঃ**—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ চাতুর্ম্মাস্য, পুরুষোত্তম-ব্রত ও দামোদর-ব্রত বা উর্জ্জব্রত পালন—পরমার্থীগণের একান্ত কর্ত্তব্য জানাইতে নিজে আচরণপূর্ব্বক জগতে আদর্শ রক্ষণ করিয়াছেন। পরমার্থী তিন প্রকার—(১) স্বনিষ্ঠ, (২) পরিনিষ্ঠিত ও (৩) নিরপেক্ষ। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে যে সকল উক্ত ব্রত-পালনাদির বিধান দিয়াছেন সেগুলি স্বনিষ্ঠ পরমার্থীর পক্ষেই বিধেয়। পরিনিষ্ঠিত ভক্তমণ্ডলী স্বীয় স্বীয় আচার্য্য-নির্দ্দিষ্ট উক্ত ব্রতাদি পালনের নিয়মানুসারে ব্রতগুলি পালন করিতে অধিকারী। নিরপেক্ষ-ভক্তগণ ঐকান্তিকী প্রবৃত্তি-দ্বারা শ্রীভগবত প্রসাদ-সেবন, নিয়মের সহিত অহরহঃ সাধ্যানুসারে শ্রীহরিনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তন-দ্বারা সমস্ত পবিত্র ব্রতকাল যাপন করিয়া থাকেন; যথা—শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে চরমোপদেশে বিষ্ণু-রহস্য-বাক্য—যাঁহাদের মতি ভক্তি-পূত হইয়া ইন্দ্রিয়ার্থে অনাসক্ত, তাঁহাদের মতি স্বভাবতঃ বিমলা, সুতরাং তাঁহারা জিতাত্মা; সর্ব্বসময়েই স্বাভাবিকী ভক্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পরিতোষ করেন। উপবাসাদি তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধির কারণ হইতে পারে না। একান্ত কৃষ্ণ-ভক্তদিগের শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ ও শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনই অত্যন্ত প্রিয়। শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ

আবার শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া হয় না। ঐকান্তিক ভক্তগণ ঐ দুই অঙ্গ ব্যতীত আর কোন অঙ্গে ব্যস্ত হন না। পরম প্রীতির সহিত উক্ত অঙ্গদ্বয় পালনে তাঁহারা এতদূর আগ্রহ বিশিষ্ট যে, অন্য কৃত্যসকল তাঁহাদের রুচি সংগ্রহ করিতে পারে না। শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত নীতিকে প্রবলভাবে সুষ্ঠু সম্পাদন করিতে—মথুরাদি ভগবদ্ধামে নিয়মিতভাবে হরিকথার প্লাবন-দ্বারা জীবের চরম প্রাপ্য কৃষ্ণ-প্রেম বিতরণের সুগম, সুষ্ঠু ও পরমোৎকৃষ্ট পন্থার আচরণ-সুযোগ দিয়া জীব-মঙ্গলের চরম বিধান প্রকাশ করিয়াছেন।

(৯) **পরিক্রমা** ঃ—মায়াবদ্ধ জীব যেমন নিজ গৃহকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চতুঃপার্শ্বে পরিক্রমা এবং সেই জড় গৃহাসক্তিতে গৃহমেধী হইয়া সংসার সাগরাবর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে থাকেন, তদ্রূপ কৃষ্ণসেবাভিলাষী জীব শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ এবং লীলা-ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করিয়া সেই ভগবন্মন্দির ও লীলাক্ষেত্রের চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণাসক্তিক্রমে মায়ামুক্ত হইয়া নিজ নিত্য বসতিস্থল শ্রীধামে গমন করিয়া নিজাভীষ্টদেবের সেবায় মগ্ন হন। শ্রীধাম বলিতে শ্রীভগবানের লীলাক্ষেত্র সম্বলিত প্রকট স্থান সমূহকে লক্ষ্য করে। শ্রীধাম অপ্রাকৃত ও তদীয়। জড় রাজ্যের অন্য দেশের সহিত ইহার তুলনা হয় না। প্রাকৃত জড়-দৃষ্টিতে উভয়ের সমত্ব দৃষ্ট হইলেও শ্রীগুরু-কৃপালব্ধ অপ্রাকৃত বিচার সম্বলিত দৃষ্টিতে আকাশ-পাতাল-ভেদ দৃষ্ট হয়। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীনবদ্বীপ, ব্রজমণ্ডল ও গৌরমণ্ডল পরিক্রমা অভিনব-ভাবে প্রকাশ করিয়া তৎসহ নাম-সংকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ, ধামবাস,

সাধুসঙ্গ ও শ্রীমূর্ত্তির সেবারূপ অদ্ভুত বীর্য্যশালী পঞ্চ-ভক্ত্যাংঙ্গের সমাবেশের সুকৌশলে অভিনবভাবে প্রবর্ত্তন করিয়া ধাম-পরিক্রমাকারীর প্রতি মহামঙ্গল বিধানের ব্যবস্থা করিয়া সর্ব্ব-জীবকে আকর্ষণ করিয়া তাহাদের তাহাতে অধিকার প্রদান সুকৌশলে প্রদান করিয়া জীবে-দয়ার চরম ও পরম-পরাকাষ্ঠা সাধন করিয়াছেন।

(১০) **শ্রীব্যাস পূজা** :—পঞ্চোপাসক বা মায়াবাদিদিগের মধ্যেও গুরু-পূজা বা ব্যাস-পূজার প্রথা প্রচলিত আছে, তথাপি তাদৃশ ব্যাস-পূজনে অহমিকার বিচারই প্রবল। শুদ্ধ-ভক্তির অভাব-নিবন্ধন তাহাদিগের দ্বারা শ্রীব্যাস-পূজা কখনই সাধিত হইতে পারে না। মায়াবাদি-সম্প্রদায়ে জ্যৈষ্ঠ-পুর্ণিমা-দিবসে ব্যাস-পূজাভিনয়ের বিধান পরিদৃষ্ট হয়। শ্রুতি বলেন,—যে মুহূর্ত্তে বিরাগ উপস্থিত হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই জড়-ভোগে বিরাম লাভ করিয়া ভগবৎ-সেবায় রুচি হইবে। তাহার কালাকাল বিচার নাই! জড়-ভোগ নিবৃত্তি হইলেই জীব পরিব্রাজক হইয়া আচার্য্যের চরণ আশ্রয় করেন। সেই আচার্য্যের চরণাশ্রয়কেই ভাষান্তরে 'ব্যাস-পূজা' কহে। শ্রীব্যাস-পূজা চারি আশ্রমেরই বিহিত অনুষ্ঠান; তবে তুর্য্যাশ্রমিগণ ইহা যত্নের সহিত বিধান করিয়া থাকেন। আর্য্যাবর্ত্তে শ্রীব্যাসদেবের অনুগত সম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তিগণ বেদানুগ সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহারা প্রত্যেকেই প্রতি-বর্ষে স্ব স্ব জন্মদিনে পূর্ব্ব-গুরুর-পূজা বিধান করেন। পূর্ণিমা তিথিই—যতিধর্ম্ম-গ্রহণের প্রশস্ত কাল। যতিগণ সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষবাদি-নির্ব্বিশেষে সকলেই গুরুদেবের পূজা

করিয়া থাকেন। তজ্জন্য সাধারণতঃ জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমাতেই গুর্ব্বা-বির্ভাব তিথি-বিচারে ব্যাস-পূজার আবাহন হয়। শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ বর্ষে বর্ষে মাঘী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে তাঁহাদের গৌরবের পাত্র-বোধে শ্রীব্যাসপূজার আনুকূল্য বিধান করেন। শ্রীব্যাস-পূজার পদ্ধতি বিভিন্ন শাখায় ন্যূনাধিক পৃথক। চারি আশ্রমে অবস্থিত সংস্কার সম্পন্ন দ্বিজগণ সকলেই শ্রীব্যাস-গুরুর আশ্রিত বলিয়া প্রত্যহই স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে শ্রীব্যাসদেবের ন্যূনাধিক পূজা করিয়া থাকেন কিন্তু ইহা বার্ষিক অনুষ্ঠানের বিচারে বর্ষকালব্যাপী স্ব স্ব গুরু-পূজার স্মারক দিবস। শ্রীব্যাস-পূজার নামান্তর 'শ্রীগুরুপাদপদ্মে পাদ্যার্পণ বা ইহার দ্বারা শ্রীগুরুদেবের মনোঽভীষ্ট যে সুষ্ঠু-ভগবৎসেবন, তাহাই উদ্দিষ্ট হয়। পরম কৃপা-পরবশ শ্রীচৈতন্যদেবের কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলা যাহা শ্রীরূপ তাঁহার অনুগগণের জন্য—নিত্যসেবা-বৈমুখ্যরূপ ব্যাধি মোচনের জন্য ঔষধ ও পথ্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—তাহাই গৌড়ীয়ের ব্যাস-পূজার উপায়নাদর্শ। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার হরিকথা ও আচরণে পূর্ব্ব গুরুবর্গের উপদেশাবলী ও আচরণের সামঞ্জস্য রাখিয়া সকল বিদ্ধ ও দুষ্ট-বিচার সংশোধন-পূর্ব্বক এক জগদ্-গুরুবাদের গুরু পূজার অসম্পূর্ণতা সুকৌশলে পরিপূর্ণ ও সংস্কৃত করিয়া মহান্ত-জগদ্-গুরুবাদের অপ্রাকৃত একমাত্র মঙ্গলপন্থা প্রকাশার্থে অভিনবভাবে এই ব্যাস-পূজার প্রবর্ত্তন করেন। ইহা ভজনকারীর প্রতি মহা-মঙ্গল ও অপূর্ব্ব কৃপা প্রকাশের মহাবৈশিষ্ট্য।

(১১) **মঠ মন্দির ও প্রচার কেন্দ্র স্থাপন ঃ**—শ্রীচৈতন্য-

দেবের আদেশে তাঁহার অনুগত যে সকল মহাপুরুষ আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহারা লোক-কল্যাণের জন্য মঠ-মন্দিরাদি স্থাপন করিয়াছেন। জগতে বহু মঠ-মন্দিরাদি প্রকাশিত হইয়াছে। বৈষ্ণব-সাহিত্যে ও ইতিহাসে 'মঠ' শব্দটির প্রচুর প্রয়োগ আছে। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের আবাসস্থান বা শ্রীমন্দিরই 'মঠ'। ভগবদ্ভক্তগণ তথায় অবস্থান করিয়া সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন ও অনুশীলন করেন। তাহাতে সকল প্রকার লোকের মহামঙ্গল অনুষ্ঠিত হয় এবং হরিকীর্ত্তনাদি শ্রবণ করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন। বিশেষতঃ শ্রীল প্রভুপাদ জীবের সর্ব্বোত্তম পরাকাষ্ঠা-প্রয়োজন যে, রাধাকুণ্ডতটকুঞ্জ-সেবা-লাভ তাহারই প্রদানোদ্দেশ্যে সর্ব্বজীবের চেতনক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য-মঠ স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে, তীর্থে ও শ্রীধামে লোকাকর্ষনোদ্দেশ্যে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, উৎসব ও সুরম্য শ্রীমন্দির, নাট্যমন্দির, সেবক-খণ্ডাদি প্রস্তুত করিয়া তথায় শুদ্ধ প্রচারক প্রেরণ করিয়া সেই সুদুর্ল্লভ বস্তু প্রদানের মহাকৌশল ও প্রথা প্রকাশ করেন। পঞ্চরাত্র ও ভাগবত-মার্গের ঐক্য বিধান করিয়া ও সুকৃতিহীন-ব্যক্তিকে সুকৃতি সঞ্চয়ের অভিনব কৌশল আবিষ্কার করিয়া তাহাদের দ্বারা তাহাদের প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য ও বিদ্যাকে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে হরিসেবায় নিযুক্ত করিয়া তাহাদের সুকৃতি সঞ্চয়, জীবে দয়া ও পরোপকারের শ্রেষ্ঠ আদর্শে ব্রতী করিয়াছিলেন। অসংখ্য-ভাবে, অসংখ্য-স্থানে, অসংখ্য-পাত্রে, অফুরন্তকালে হরিসেবার নবনবায়মান প্রকার কৌশল ও নৈপুণ্য জগৎকে জানাইয়াছেন। "শিল্প, দর্শন, সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞানের

দান-স্বরূপ নানা প্রকার যান, বাহন, বিদ্যুৎ, বেতার, বাষ্প—সকল জিনিষই অখিলরসামৃত-মূর্ত্তির—পূর্ণতম পুরুষের সেবার আনুকূল্য করিয়া কিরূপে চরম সার্থকতা লাভ করিতে পারা যায়, —অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে সকল স্থান, কাল, পাত্র—যদি পূর্ণের সেবা না করে, তাহা হইলে ঐ সকলই ব্যর্থ হইয়া যায়, অর্থের পরিবর্ত্তে অনর্থই প্রসব করে”—ইহা সকলকে জানাইয়া তাহার প্রতিকার-উপায় উদ্ভাবন করিয়া বিশ্বের প্রতি মহামঙ্গল ও উদ্ধারোপায়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

(১২) সভা-সমিতিতে বক্তৃতা ও হরিসকীর্ত্তন :—উচ্চপদস্থ ধনী, মানী, বিদ্বান ও জগতের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ যাহাতে শ্রীচৈতন্যদেবের মহাদানের বস্তু গ্রহণে বঞ্চিত না হন, সেজন্য বিখ্যাত বক্তৃতা-মঞ্চে ও স্থানে জগতের শ্রেষ্ঠ সম্মানী-ব্যক্তিকে যথোপযুক্ত সম্মান দান করিয়া ‘সভাপতিত্ব’ আদি পদে স্থাপন করিয়া তাঁহাকে ও তদনুগত ব্যক্তিগণকে আকর্ষণ করিয়া মহা-সমারোহে বক্তৃতা, সংকীর্ত্তন, ভাগবত-পাঠ ও ব্যাখ্যাদি করেন। ইহা অভিনব ভাবে প্রকাশ করিয়া যাহাতে কোন প্রকারের ব্যাক্তি বঞ্চিত না হন, তাহা সুকৌশলে ব্যবস্থা করেন।

(১৪) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট :—মুণ্ডকোপনিষৎ বলেন,—“বিদ্যা দুই প্রকার—যে সকল বিদ্যার দ্বারা বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত হইয়া কার্য্য করিবার সুষ্ঠুতা জন্মে, আধ্যক্ষিক সম্প্রদায় ইহাকেই বিদ্যা নামে অভিহিত করেন।” কিন্তু শ্রুতির-বাণীতে দেখতে পাওয়া যায়—“অথ পরা যয়া তদক্ষমধিগম্যতে।” অপরাবিদ্যা কিছু-সময়ের জন্য কাজে লাগে; কিন্তু তাতে

স্থায়ীভাবে কার্য্যের সম্ভাবনা নাই। অকর্ম্মণ্যতা হ'লে পূর্ব্বার্জ্জিত অপরাবিদ্যার নিপুনতা নিরর্থক হয়ে' পড়ে। এজন্য অপরা 'নশ্বর' ও পরা 'নিত্য'। আপাততঃ কার্য্য-সিদ্ধির জন্য শব্দ-শাস্ত্রে অধিকার-লাভ আবশ্যক। ঐ সকল শব্দ-সমষ্টি-দ্বারা পরস্পর ভাবের বিনিময় ও অভিব্যক্তি হয়—সভ্যতা ও সামাজিকতায় প্রবেশ লাভ ঘটে। এইটুকু মাত্র যা'দের প্রার্থনীয়, তারা' অপরা-বিদ্যার লাভকেই তা'দের সাধ্য মনে করেন। কিন্তু মানুষের খুব দূরদর্শিতা অবশ্যক! ঈশ্বর-বিহীন যে বিদ্যা, তা' অবিদ্যা; তা'র কোন মূল্য নাই। সদ্‌ব্যবহার, জন-হিতকর-কার্য্য প্রভৃতি ক'রেও যদি রাজার প্রতি সৌজন্য না থাকে তা'হলে যেরূপ সব বিফল হয়, সেরূপ ভগবান্‌কে বাদ দিয়ে উক্ত ছলনাময় কার্য্যের কোনও মূল্য নাই। Cultural Education থে'কে যদি ঈশ্বরের সেবাটী বাদ দেওয়া যায়, তা'হলে 'হিংসা, মৎসরতা' এসে উপস্থিত হয়। যেহেতু লৌকিক ধর্ম্মের আলোচনায় মতভেদ আছে। ভগবদ্ বিষয়িণী শিক্ষাকে—আত্ম-ধর্ম্মের শিক্ষাকে —নির্ব্বাসিত ক'রে লৌকিকী শিক্ষা ও সভ্যতার চরম ফল তাহা— "গোড়া কেটে আগায় জল ঢেলে দেওয়ার" বিচারের ন্যায় হইয়া দাঁড়ায়। নৈতিক ও পারমার্থিক শিক্ষাকে বাদ দিয়ে যে বিচার-স্রোত উপস্থিত হয়, তা হ'তে রক্ষা পাওয়া দরকার। নৈতিক ও পারমার্থিক শিক্ষাই ভারতের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। ভারত ধর্ম্ম-শিক্ষা বর্জ্জিত হয়ে' কোন দিনই কোন কথা গ্রহণ করেন নাই। নীতিয়াস্ত্র-লঙ্ঘনকে একটুকু সামান্য-বুদ্ধিমান্ ও বিচার-পরায়ণ ব্যক্তিও কর্ত্তব্য ব'লে মনে করেন না।

"জড়-বিদ্যা যত মায়ার বৈভব, শ্রীহরি ভজনে বাধা। মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে জীবকে করয়ে গাধা ॥" একারণে এই পরবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করা হইয়াছে। যা'তে এই ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটে পারমার্থিক শিক্ষাকে উদ্দেশ্য ক'রে তৎসঙ্গে তাঁ'রই আনুকূল্য-কারিণী দাসী-সূত্রে সাধারণ শব্দ-শাস্ত্র-শিক্ষাও নিয়োজিত হ'তে পারে, এই উদ্দেশ্যেই এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের স্থাপন। কোমল-মতি শিশুকাল হ'তেই যাহাতে প্রস্তুত হইতে পারে, তজ্জন্য সাধারণ শিক্ষার সহিত এই পরমার্থিক শিক্ষার বিদ্যালয়ের বিশেষ আবশ্যক বিচারে এই বিদ্যালয়ের স্থাপন।

(১৫) পরাবিদ্যাপীঠ স্থাপন :—মাথুর-মঙ্গল-বিনোদ-বিদ্যালয়, শ্রীচৈতন্যমঠ ও ভাগবত পাঠশালা, কুরুক্ষেত্রে মহাভারত পাঠশালা, পরাবিদ্যার আলোচনার জন্য প্রাচীন পারমার্থিক শাস্ত্র, দর্শন ও বিজ্ঞান প্রভৃতির তুলনামূলক আলোচনার জন্য ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির প্রতি বিদ্বেষ-ভাব দূর হ'য়ে যা'তে আত্ম-ধর্ম্মের প্রতি গোড়া-থেকে বালকদের কমনীয় বুদ্ধিতে প্রস্ফুটিত হ'তে পারে, যা'তে নীতি ও ধর্ম্ম-বিষয়ে আলোচনা কর্‌বার যোগ্যতা আসে, যা'তে Comperative Study of religion প্রকৃত নিরপেক্ষভাবে সাধিত হয়, এজন্য পারমার্থিক শিক্ষার পরাবিদ্যাপীঠ স্থাপিত হয়। তজ্জন্য আচারবান্ শিক্ষক না হ'লে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে না, সেকারণ মঠের আচারশীল, শাস্ত্র-সিদ্ধান্তে সুনিপুন শিক্ষক-দ্বারা পরাবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই পরাবিদ্যাপীঠ স্থাপিত হয়। শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, পরসাহিত্যাসন,

ঐতিহ্যাসন, সম্প্রদায়-বৈভবাসন, ভক্তি-শাস্ত্রাসন, তত্ত্বশাস্ত্রাসন, বেদান্তাসন, একায়নাসন প্রভৃতি স্থাপন করিয়া অচৈতন্য-বিশ্বে চৈতন্য-শব্দ-ব্রহ্মের প্লাবন আনয়ন করিয়া শব্দের বিদ্বদ্রুঢ়ি শিক্ষা প্রদান করিতে এই পরাবিদ্যাপীঠ স্থাপন করিয়াছেন।

(১৬) **শ্রীচৈতন্য পাদপীঠ ঃ**—শ্রীচৈতন্যদেব যথায় যথায় শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-প্রচার-লীলার বৈশিষ্ট্য স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থানে শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা-লাভার্থে সুকৃতি-সম্পন্ন জনগণের পরম-হিতের ও উদ্দীপনা-দ্বারা কৃপা-লাভের অত্যদ্ভুত মঙ্গল-লাভের জন্য, লুপ্ততীর্থ-উদ্ধারকল্পে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ স্থাপন করেন। প্রকৃত শুদ্ধ-ভক্তগণ স্বীয় অন্তঃকরণস্থিত গাদধারী ভগবানের পবিত্রতা বলে পাপীদিগের-পাপমলিন তীর্থ-সকলকে পুনরায় পবিত্র করেন। আর স্বয়ং ভগবান্ যেস্থানে গমন করিয়া তাঁহার অপ্রাকৃত পাদপদ্মরেণু-দ্বারা অধ্যুষিত করিয়া মহাতীর্থে কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ-শক্তি প্রকটিত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌর-হরির পদাঙ্ক-পূত স্থানসমূহে পাদপীঠ স্থাপন করিয়া তাঁহার সম্পর্কে ও উদ্দীপনায় কৃষ্ণ-ভক্তি লাভের সুগমপন্থা উদ্ভাবন করেন। তজ্জন্য নিম্নলিখিত স্থানে উক্ত শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ স্থাপন করেন। (১) মন্দার, (২) কানাই-এর নাটশালা, (৩) যাজপুর, (৪) কূর্ম্মক্ষেত্র, (৫) সিংহাচল, (৬) মঙ্গলগিরি, (৭) ছত্রভোগ ও (৮) পুরী আঠারনালা প্রভৃতি।

(১৭) **প্রদর্শনীতে শ্রীল প্রভুপাদের অবদান-বৈশিষ্ট্যের স্থান-পরিচয় ঃ**—শ্রীরূপানুগবর জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার আশ্রিত ও অনুগত বিশ্রম্ভ-শিষ্যগণকে যে অপূর্ব্ব স্থানেও

সম্পদ-দানে কৃত-কৃতার্থ করিতে পারেন, তাহা তাঁহার দৈব-বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রচারে ও পারমার্থিক-প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করিয়াছেন। স্থানের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বর্ণন করিয়াছেন—যথা, ভৌম জগতে সর্গ তিনটী। বিলসর্গ ভৌমসর্গ ও দিব্যসর্গ। জগদীশ বিষ্ণু ও শেষ প্রভৃতি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জম্বুদ্বীপের অভ্যন্তরস্থ পর-পর পাতাল নামক সাতটী (তল, অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, রসাতল ও পাতাল স্তরের নাম বিলসর্গ) তথায় অলঙ্কৃত করিয়া বিরাজমান। ইলাবৃতাদি বর্ষ-সকল ও প্লক্ষাদি দ্বীপ-সকলই ভৌমসর্গ। ভৌমসর্গবাসী লোকসকল ভিন্ন ভিন্ন বর্ষে ও ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে বিরাজমান শ্রীজগদীশের বিবিধ পূজা-মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। প্রয়াগে শ্রীমাধবরূপী শ্রীভগবানের ধাম। দক্ষিণ ভারতে নীলাচলে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে পুণ্ডরীকাক্ষ (শ্রীজগন্নাথদেবের) ভগবানের ধাম। ইহা পৃথিবীগত। দিব্যসর্গ ভৌম সর্গের ঊর্দ্ধে বিরাজ করেন। দিব্যসর্গ পূর্ব্বোক্ত দুইটি সর্গ হইতেও বিশেষ গুণযুক্ত। যেস্থানে দিব্য সাক্ষাৎ শ্রীজগদীশ অদিতি-নন্দন শ্রীবিষ্ণু ইন্দ্রের কনিষ্ঠ-ভ্রাতা ও ইন্দ্র অপেক্ষাও পরম-মাহাত্ম্য-মণ্ডিত হইয়া বিরাজ করেন, তজ্জন্য উপ-ইন্দ্র—উপেন্দ্র নামে অভিহিত। এই স্বর্গের ঊর্দ্ধদেশে মহর্লোক বিরাজমান, মনুষ্য স্বর্গপ্রাপক কর্ম্ম হইতে মহত্তর যাগ-যোগাদিরূপ কর্ম্মদ্বারা ঐ মহর্লোক প্রাপ্ত হয়। ভূ র্ভূ বঃ-স্ব এই তিনলোকের প্রলয়েও মহর্লোক নষ্ট হয় না। তথায় আসন্ন মুক্ত্যাধিকারীগণের অধিষ্ঠান। মখাগ্নিকুণ্ড হইতে দীপ্তমান যজ্ঞেশ্বর চরু গ্রহণ করিয়া যাজকগণকে ইষ্টবর

প্রদান করেন। তদুপরি জনলোক। উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী মহর্লোকে ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী জনলোক ভোগ করেন। তদুপরি তপলোক। চতুঃসন ও নবযোগেন্দ্র তথায় বাস করেন। তথায় প্রাজাপাত্য সুখ হইতেও কোটিগুণ অধিক সুখ। তথাকার অধিবাসী ভৃগ্বাদিরও পূজ্য। তাঁহারা সর্ব্বদা ধ্যাননিষ্ঠ, পূর্ণকাম এবং অনিমাদি সিদ্ধি মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহাদের উপাসনা করিতেছেন। তাঁহারা সমাধিস্থ হইয়া হৃন্নয়নে ভগবদ্দর্শন করেন। বানপ্রস্থীগণ এই তপলোকে ভোগ লাভ করেন। সর্ব্বপরি সত্য-লোক ব্রহ্মাণ্ডসীমার অন্ত্যভাগে অবস্থিত। তথায় বৈকুণ্ঠ-লোকের সহস্রশীর্ষা মহাপুরুষ জগদীশ্বর সদা অবস্থিত। ব্রহ্মা তাঁহার পুত্রের ন্যায় ও অভিন্ন। সেই জগদীশ নীল-মেঘের ন্যায় শেষ শয্যায়-শায়িত। লক্ষ্মী পাদসেবারতা। গরুড় কৃতাঞ্জলি পুটে আছেন। নারদ নৃত্যগীতাদি দ্বারা প্রণয়ভক্তি জ্ঞাপন করিতেছেন। ব্রহ্মা অর্চ্চনান্তে উপবেশন করিলে তাঁহাকে স্বভক্তিমার্গ উপদেশ করেন। সত্যলোক সন্ন্যাসীগণের ভোগস্থান। যাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন, তন্মধ্যে রাগীগণের পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে, বিরক্তগণ মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলে ব্রহ্মার সহিত মুক্তি লাভ করেন।

পঞ্চাশত কোটি যোজন পরিমিত ব্রহ্মাণ্ডের বহির্দ্দেশে উত্তরোত্তর দশগুণ বৃহত্তর অষ্ট আবরণ আছে। সেই অষ্ট আবরণ ভেদ করিলে সেই নিশ্চল নির্ব্বাণপদ লাভ করা যায়। কার্য্য-কারণের অত্যন্ত বিলোপ হয় বলিয়া নির্ব্বাণের মহা-কালপুর আখ্যা হইয়াছে। অষ্ট আবরণের মধ্যে প্রথম (১) পৃথিবীরূপ আবরণ, তথায় বরাহরূপী প্রভু বিরাজমান।

ধরণীদেবী তাঁহার অর্চ্চনা করিতেছেন। (২) বারি বা জল,—তথায় ভগবান্ মৎস্যদেব পূজিত হইতেছেন। (৩) তথায় তেজঃ—সূর্য্যদেব পূজিত হইতেছেন। (৪) বায়ু—তথায় প্রদ্যুম্নদেব পূজিত হইতেছেন। (৫) আকাশ—তথায় অনিরুদ্ধ-স্বরূপ ভগবান্ পূজিত হইতেছেন। (৬) অহঙ্কার—তথায় সঙ্কর্ষণরূপ ভগবান্ পূজিত হইতেছেন। (৭) মহত্তত্ত্ব—বাসুদেবরূপ ভগবান্ পূজিত হইতেছেন। (৮) মহাতমোময় প্রকৃতিরূপ আবরণ—সেই প্রকৃতি নিবিড় শ্যামকান্তি। তিনি সাবরণে নিজ ঈশ্বরের পূজা করেন। তাহার অনিমাদি সিদ্ধি আছে। তিনি মুক্তির দ্বার-রক্ষিকা। ভক্তি-প্রার্থীর নিকট বিষ্ণুর দাসী, ভগিনী ও শক্তি। শ্রীযশোদার গর্ভে জাতা বলিয়া ভগিনী অথচ শক্তিরূপা। তিনি বিষ্ণুভক্তি বর্দ্ধিত করেন। ইহার পর দুরন্ত ঘনতম অতিক্রম করিয়া কটিসূর্য্যতুল্য তেজস্বী পরমেশ্বরের তেজঃ। তিনি ভক্ত-বাৎসল্যাদি গুণে বিভূষিত, প্রকৃতি-সম্বন্ধ বিহীন। নিরাকার দ্রষ্টাকে আকার শ্রীজগন্নাথ কৃপা করিয়া সাকারত্ব প্রদর্শন করান। তথায় সেবা নাই সান্নিধ্য-মাত্রেই জীব তৎস্বভাব বলে লীন হইয়া যায়।

এই ব্রহ্মলোকের পর উর্দ্ধদেশে শিবলোক। তথায় ভোগদাতা মোক্ষদাতা এবং ভগবান্ ও ভক্তিবর্দ্ধন, মুক্ত-সকলেরও সংপূজ্য এবং বৈষ্ণবগণের বল্লভ, সর্ব্বদা একরূপ হইয়াও শ্রীশিব,—প্রেমভরে নিত্য সহস্রমুখ শেষমূর্ত্তি ভগবানের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। অহঙ্কারাবরণ সঙ্কর্ষণ যাহা—ভাগবতে পঞ্চম স্কন্ধে ইলাবৃত বর্ষে বর্ণিত আছে, তাহা অপেক্ষা পার্থক্য—ইনি সহস্রাস্য।

শ্রীবৈকুণ্ঠ ঃ—যে স্থান নিত্য অপরিসীম মহাসুখের চরম-কাষ্ঠাবিশিষ্ট ও নিত্য অপরিসীম বৈভব-যুক্ত, সাক্ষাৎ শ্রীরামানাথ-পদারবিন্দযুগলের ক্রীড়াভরে যে স্থানকে অজস্র বিভূষিত করিতেছেন এবং যাহা প্রেমভক্তগণেরই সুলভ। মুক্তগণেরও প্রার্থনীয় সেই দুর্ল্লভ বৈকুণ্ঠলোক ব্রহ্মাসুত ভৃগ্বাদি মহর্ষিগণ, ব্রহ্মা ও শিবও যাঁহার প্রাপ্তি-নিমিত্ত সাধনা করেন। কোন পুরুষ নিষ্কাম বিশুদ্ধ বর্ণাশ্রমধর্ম্মে পরম নিষ্ঠা লাভ করিলে তাঁহার প্রতি শ্রীহরির যাদৃশী কৃপা হয়, সেই পুরুষ যদি ব্রহ্মত্ব লাভ করে, তাহা হইলে তদুপরি তাঁহার শতগুণ কৃপা হইলে শিবত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই কৃপারও শতগুণ শ্রীহরির কৃপা হইলে সেই বৈকুণ্ঠে গমন করা যায়। শ্রীসদ্‌গুরু-কৃপায় সপ্রেম নবধা-ভক্তির সুষ্ঠু অনুষ্ঠান দ্বারা বৈকুণ্ঠে যাওয়া যায়। অন্যফলা-ভিলাসই হৃদয়ের রোগ। কামনার ফলভোগ হইলেও বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তি বিষয়ে মহান্ বিঘ্ন উপস্থিত হয়। ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ কামনাই অনর্থ-জনক। বৈকুণ্ঠে কালাদিকৃত বিঘ্ন নাই। নৈষ্কর্ম্ম্যত্বহেতু মুক্তিলাভ হয়। অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠলোক প্রাকৃত কোন কারণে লাভ করা যায় না, সুতরাং তাহা প্রাপ্তির কারণ ভক্তি। উপদেশামৃত—"বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্ বৃন্দারণ্যমুদারপাণি-রমণাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ। রাধা-কুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতপ্লাবনাৎ কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ।" বৈকুণ্ঠনাথ—ষড়ৈর্য্যশ্বর্য্যপূর্ণ। যেস্থলে স্নেহ বা বাৎসলের নিকট ঐশ্বর্য্য পরাভূত হইয়াছে, যেস্থানে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ অজভগবান্ বাৎসল্যের দ্বারা বশীভূত হইয়া

জন্মলীলা প্রকাশ পূর্ব্বক মাতাপিতার সত্ত্বোজ্জ্বল-হৃদয়ে নিরবচ্ছিন্ন সেবা গ্রহণ করিতেছেন, সেই স্থানের নামই চিরন্তনী মধুরা মথুরা। তাহা অপেক্ষা রাসোৎসবের স্থান বৃন্দারণ্য অধিকতর শ্রেষ্ঠ 'মধুর রসের স্নেহাধিক্যে গূঢ় ও শ্রেষ্ঠ'। তদপেক্ষা শ্রীরাধা-গোবিন্দের নিজজনে প্রেম বিতরণে মুক্তহস্ত প্রেমময় বিহারের স্থান গোবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠ ও গূঢ়। যে স্থানে প্রেমামৃত-সিন্ধুর সম্যক্ প্লাবন বিরাজমান, গোবিন্দের সর্ব্বোচ্চতম প্রণয়বসতিস্থল সরসীরূপী সেই শ্রীরাধাকুণ্ড সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—সর্ব্বোন্নত। শ্রীরূপানুগ গুরুর আনুগত্য ব্যতীত শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা কখনও পাওয়া যায় না। সেই শ্রীগুরু ও শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা-ব্যতীত তাহার সন্ধান অন্যত্র কুত্রাপি সম্ভবপর নহে। উপদেশামৃতেঃ—"কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিনস্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্ত-ভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ। তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজ-দৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়-সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী ॥১০॥" কর্ম্মিগণ পৃথিবীতে সভ্যজীবের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম আচ্ছাদিত চেতন। সভ্য মানবের মধ্যে কেহ পরমেশ্বরের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ও শব্দশ্রুতি কেবলমাত্র মুখে; কেহ বা অন্তরে স্বীকার করেন। যাঁহারা বেদ মানেন, তাঁহারাই শ্রৌতধ্রুবকর্ম্মী। যথেচ্ছাচার-পরায়ণ জীবগণ অপেক্ষা সত্ত্বনিষ্ঠ সুকর্ম্মিগণ কৃষ্ণের প্রিয়, কর্ম্মী অপেক্ষা গুণত্রয়-বর্জ্জিত ব্রহ্মজ্ঞ জ্ঞানী কৃষ্ণের প্রিয়, জ্ঞানী অপেক্ষা শুদ্ধভক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়, শুদ্ধভক্ত অপেক্ষা প্রেমৈকনিষ্ঠভক্ত, তদপেক্ষা ব্রজসুন্দরীগণ কৃষ্ণের প্রিয়, তদপেক্ষা শ্রীমতী বার্ষভানবী শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বপেক্ষা

প্রিয়া। শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ প্রিয়তমা, তাঁহার কুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ প্রিয়। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক-সৌভাগ্য-বিশিষ্ট কৃষ্ণভক্ত অনন্যভাবে শ্রীরাধাকুণ্ডই আশ্রয় করিবেন। অপ্রাকৃত ব্রজে অপ্রাকৃত জীব, অপ্রাকৃত গোপীদেহ-লাভ করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে স্বীয় গুরুরূপা সখীর কুঞ্জে পাল্যদাসী-ভাবে অবস্থিতি করতঃ বাহ্যে নিরন্তর নামাশ্রয়-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট-কালীয়-সেবায় শ্রীমতী রাধিকার পরিচর্য্যা করাই শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রিত শ্রীরূপানুগগণের ভজন চাতুরী। শ্রীরাধাকুণ্ডের সমপর্য্যায়ে ঔদার্য্যময় মাধুর্য্যলীলার সর্ব্বোচ্চ স্থানে শ্রীগৌর-প্রকোষ্ঠ বিরাজিত। কোন কোন পরমহংস-কুলমুকুটমণি রূপানুগ জগদ্‌গুরু গৌর ও কৃষ্ণের উভয় পার্ষদ। তাঁহাদের কৃপা হইলে উক্ত গৌর-প্রকোষ্ঠে ও শ্রীরাধাকুণ্ডের সেবাধিকার লাভ হয়। গৌর-প্রকোষ্ঠে আবার বাৎসল্য-ঔদার্য্য ও মাধুর্য্য-ঔদার্য্য-প্রধান প্রকোষ্ঠদ্বয় বিরাজিত। যাঁহারা বাৎসল্য রসে গৌর-ভজন করেন, তাঁহাদের পঞ্চতত্ত্ব উপাস্য। যাঁহারা মাধুর্য্য-ঔদার্য্যে ভজন করেন, তাঁহাদের স্বরূপদামোদর, রায়রামানন্দ ও ছয় গোস্বামীর আনুগত্যে শ্রীরূপানুগ-ভজনে নিষ্ঠা হয়। বাৎসল্যে পঞ্চতত্ত্ব মধ্যে গৌর-নিত্যানন্দের ভজন অপেক্ষা গৌর-গদাধরের ভজন-বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত। দৈববর্ণা-শ্রমীগণের মূলমন্ত্র—তাঁহারা যে কোন বর্ণে বা আশ্রমে থাকুন না কেন, অধোক্ষজ সেবাভিলাষী পরমহংসের অর্থাৎ আশ্রয়-বিগ্রহের উপাস্য বিষয়-বিগ্রহের অনুশীলনই দৈব-বর্ণাশ্রমীর গূঢ় ও শ্রেষ্ঠ যোগ্যতা। আশ্রয়-বিগ্রহের যে বিষয়-বিগ্রহ, সেই বিষয়-বিগ্রহের সুখের চেষ্টা যেস্থলে নিরন্তর প্রকাশিত, ইহাই

দৈব-বর্ণাশ্রমীর নিগূঢ় তত্ত্ব। পরমহংস-গুরুর-কৃপায় দৈব-বর্ণাশ্রমী বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রের ধাম অযোধ্যা, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বাৎসল্য-রসের নীতিমুক্ত কিন্তু বৈধ-বাৎসল্য-স্থান মথুরা শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা নীতি ও বিধিমুক্ত স্বরাট-পুরুযোত্তমের নিরঙ্কুশ-বাৎসল্য-ধাম গোকুল শ্রেষ্ঠ। তদপেক্ষা রসতারতম্যে মধুর-রসের প্রকাশ-হেতু বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ, তাহাতে সাধন-সিদ্ধা ও নিত্যসিদ্ধা পঞ্চায়েতী-রাসস্থলী বৃন্দাবন অপেক্ষা কেবল নিত্যসিদ্ধা ব্রজদেবী-গণের শুদ্ধা পারকীয়-রসের আশ্রিতাগণের নিকট রমনোদারতার স্থান গোবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা কেবল শ্রীরাধার ও তদনুগাগণের নিত্য প্রকটিত রসপ্লাবনের পরাকাষ্ঠাস্থান শ্রীরাধাকুণ্ড সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তদভিন্ন শ্রীগৌরপ্রকোষ্ঠদ্বয়ের মাহাত্ম্য ও ঔদার্য্যাশ্রিত থাকায় পরাকাষ্ঠা। শ্রীরূপানুগ-গুরুর একান্ত আশ্রিত নিষ্কপট স্নিগ্ধ না হইলে উক্ত রহস্য অজ্ঞাত। মূল-বৃন্দাবনেও কৃষ্ণ-পীঠ ও গৌর-পীঠ—দুইটী পৃথক প্রকোষ্ঠ আছে। কৃষ্ণ-পীঠে যে-সমস্ত নিত্যসিদ্ধ ও নিত্যমুক্ত পার্ষদ মাধুর্য্য-প্রধান ঔদার্য্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কৃষ্ণগণ; গৌর-পীঠে সেই সকল নিত্যসিদ্ধ ও নিত্যমুক্ত পার্ষদগণই ঔদার্য্য-প্রধান মাধুর্য্য ভোগ করিতেছেন। কোন স্থলে উভয়-পীঠে স্বরূপ-ব্যূহদ্বয়দ্বারা তাঁহারা বর্ত্তমান; আবার কোন স্থলে একস্বরূপেই একপীঠেই আছেন, অন্যপীঠে থাকেন না। সাধনকালে যাঁহারা কেবল গৌরোপাসক সিদ্ধিকালে তাঁহারা কেবল গৌর-পীঠে সেবা করেন; সাধনকালে যাঁহারা কেবল কৃষ্ণোপাসক, সিদ্ধিকালে তাঁহারা কৃষ্ণপীঠ অবলম্বন করেন। সাধনকালে যাঁহারা কৃষ্ণ ও গৌর—উভয়ের উপাসক, সিদ্ধিকালে

তাঁহারা কায়দ্বয় অবলম্বনপূর্ব্বক উভয়পীঠে যুগপৎ বর্ত্তমান—ইহাই গৌরকৃষ্ণের অচিন্ত্য-ভেদাভেদের পরম রহস্য।" (শ্রীভক্তিবিনোদ)।

(১৭) **বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও শ্রীল প্রভুপাদ :**—দৈববর্ণাশ্রমের কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। দৈববর্ণাশ্রমের মূলমন্ত্র শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা। তাহা বাদ দিলে তাহা আসুর-বর্ণাশ্রমে পর্য্যবসিত হয়। সেই বর্ণাশ্রম সুষ্ঠুভাবে পালিত হইলেও বিষ্ণুর আরাধনা বাদ দেওয়াতে রৌরবে গমন হয়। যথা—"চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি মজে॥"

ভুক্তিপর-পুণ্যকর্ম্মী সাধক—(১) বর্ণাশ্রম ধর্ম্মপরায়ণ সকাম পুণ্যকর্ম্মা গৃহী—অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্ম্ম, পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধাদি নৈমিত্তিক কর্ম্ম, ব্রতাদি কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানরূপ সাধন করিয়া—ঐহিক ও পারত্রিক-পুণ্যসুখরূপ সাধ্য প্রাপ্ত হইয়া ভূর্লোক, ভুবলোক ও স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন। দিব্য-স্বর্গে—ভগবান্ শ্রীউপেন্দ্র; পূজক—ইন্দ্র।

(২) পুণ্যকর্ম্মা অগৃহী (ক) উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী (যাহারা সমাবর্ত্তন করিয়া গৃহী হন)—কর্ম্মী-গুরুগৃহে বাস, কর্ম্মী-গুরুসেবা ও তদনুজ্ঞায় বেদোক্ত স্বধর্ম্মাচরণরূপ সাধন করিয়া মহর্লোক প্রাপ্ত হন। তথায় ভগবান্—যজ্ঞেশ্বর; পূজক—ভৃগু প্রভৃতি প্রজাপতিগণ।

(৩) নৈষ্ঠিক বা আকুমার ব্রহ্মচারী (বৃহদ্ব্রতী) কর্ম্মী-গুরুগৃহে বাস ও আজীবন কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক বেদোক্ত ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান সাধন করিয়া—উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী সাধক

হইতে কিঞ্চিদধিক সুখভোগরূপ সাধ্যপ্রাপ্ত ও জনলোক প্রাপ্ত হন। তথায় যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু উপাসিত হন।

(৪) বানপ্রস্থগণ পঞ্চাশ বৎসরের পর বা তৎপূর্ব্বেই সস্ত্রীক বা একাকী বনে গমন-পূর্ব্বক বৈদিক উর্দ্ধরেতা হইয়া কর্ম্মকাণ্ডের অনুশীলন-দ্বারা—প্রজাপত্য-সুখ হইতেও কোটিগুণ অধিক সুখ ভোগ, অনিমাদি সিদ্ধি লাভ, আত্মারামতা ও পূর্ণকামতারূপ চিত্তপ্রসাদ, যোগীন্দ্র পদ লাভ, ও তপোলোক প্রাপ্ত হন, ভগবান্—চিত্তাধিষ্ঠাতা বাসুদেব ; ধ্যাতা—চতুঃসন।

(৫) যতিগণ—শতজন্ম কৃত শুদ্ধসঞ্চিত স্বধর্ম্মানুষ্ঠান সাধন করিয়া শোক সন্ত্রাস ও দুঃখহীন পরমবিভূতি ও আনন্ত প্রাপ্ত হন তথায়। ভগবান্—শেষনাগের উপর শায়িত ও শ্রীলক্ষ্মী-দ্বারা শ্রীচরণ সেবিত ; পূজক—চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা। পরমহংস-গুরুর চরণাশ্রয় করিয়া কৃষ্ণভজন না করিয়া সুষ্ঠভাবে চারি আশ্রম ও চতুর্ব্বর্ণের সকল বিধি পালন করিলেও মায়াকৃত মায়াধিকৃত স্থান ও প্রভাব হইতে নিষ্কৃতি লাভ হইতে পারে না। চতুর্দ্দশ ভুবনেই থাকিতে হয় তাহা হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় না।

—□—

দৈব ও অদৈব বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম

"স্বরূপতঃ জীব কৃষ্ণানুগত দাস। সেই নিজস্বরূপহীন, নিজসুখপর, কৃষ্ণবিমুখ, দণ্ড্যজীবসকলকে মায়াশক্তি মায়িক সত্ত্বরজস্তমোগুণ-নিগড়সমূহ-দ্বারা কবলিত করেন। স্থূল ও লিঙ্গদেহরূপ দ্বিবিধ আবরণ ও ক্লেশসমূহ-পরিপূর্ণ কর্ম্ম-বন্ধনের দ্বারা তাহাদিগকে নিপতিত করিয়া স্বর্গ ও নরকে লইয়া বেড়ান।" বন্ধ-জীব জড়-দেহে আবদ্ধ হইয়া জড়-বিধির অধীন। শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক যতপ্রকার বিধি আছে, সকলই জড়-বিধিময়। জড়-সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া স্ব-স্বরূপ লাভ করিতে হইলেও জড়বিধি সহসা পরিত্যক্ত হইতে পারে না। এই জড়শরীরে অবস্থিত থাকিয়াই জীবকে জড়ত্যাগের উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। জড়-সম্বন্ধ ভাল নয়, বলিয়া জড়দেহ নাশ করিলে আত্মঘাত পাপে অধিকতর বন্ধনলাভের আশঙ্কা আছে। অতএব স্ব-স্বরূপ-লাভেচ্ছু জীবের পক্ষে দেহরক্ষা পুষ্টি-বর্দ্ধন ও নানা দৈহিক-অভাব-নিবৃত্তির জন্যও যত্ন করা আবশ্যক। উক্তমরূপে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে অর্থোপার্জ্জনের একটি উপায় অবলম্বন করিবারও নিতান্ত প্রয়োজন। দেহ-যাত্রা যাহাতে নিষ্পাপরূপে নির্ব্বাহিত হয়, তজ্জন্য একটী আশ্রম ও সংসার স্বীকার করা আবশ্যক। বিবাহিত হইয়া ঘরেই থাকুন বা অবিবাহিত হইয়া বৃহদ্ব্রহ্মচর্য্য বা সন্ন্যাস গ্রহণই করুন, একটী আশ্রমোপযোগী সমাজকে অবশ্যই পত্তন করিতে হইবে। এজন্য বৈষ্ণব-জীবে বৈষ্ণব-সমাজ ও

ইতর-জীবে ইতর-সমাজ। ইহাদের মধ্যে ভেদ এই যে, বৈষ্ণব-সমাজের একমাত্র চরম-উদ্দেশ্য—ভগবতপ্রেম, এবং ইতর সমাজের উদ্দেশ্য—স্বার্থপর-কাম। ইতর-সমাজীগণ দেহপুষ্টি, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি-নীতি ও জড়ীয় বিজ্ঞানের আলোচনার দ্বারা ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকারক বিষয়াবিষ্কার ও জড়ীয়-ক্লেশের ক্ষণিক-নিবৃত্তিরূপ কার্য্যকেই জীবনের ও সমাজের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া জানেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ মরণান্তর সুখকে, কেহ কেহ পারত্রিক ভোগকে এবং কেহ বা জীবের অস্তিত্ব-নাশরূপ নির্ব্বাণকে বহুমানন করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব-সমাজস্থিত জীবসকল দেহপুষ্টি, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, বিজ্ঞান, নীতি ও জড়দুঃখ-নিবৃত্তির দ্বারা ভাগবৎপ্রীতি অনুশীলনের আনুকূল্য লাভ করেন। উভয় সমাজের আকৃতি এক, কিন্তু প্রকৃতি ভিন্ন। সকলেই একবাক্যে সিদ্ধান্ত করেন যে, বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সামাজিক ব্যবস্থা। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মই জীবের বদ্ধদশার একমাত্র সমাজ।" যে দেশে, যে স্থানে ও যাঁহাদের মধ্যে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য ভগবদ্ভজনের সহিত যতটা শুদ্ধভাবে সংযুক্ত বা ঐক্যতা বিহিত হইয়াছে, তাহাই ভদ্র, সভ্য, শান্ত, সুষ্ঠু ও শ্রেষ্ঠ। এজন্য ভারতবর্ষে উক্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে পালিত হইবার যে ব্যবস্থা ও সুযোগ আছে, তাহা কোথাও তদ্রূপ দৃষ্ট হয় না। এজন্যই ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব। ঘটনাক্রমে আপাততঃ জন্মদ্বারা বর্ণ-নির্ণীত হওয়ায়—বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম আপদস্থ হইয়াছে। ইহার সংস্কার করিতে আদৌ রাজশক্তির সাহায্য পাওয়া কঠিন। পাওয়া গেলেও তাহা সহসা গ্রহণ করা উচিত নয়, যেহেতু রাজা যে পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের

আশ্রয় গ্রহণ না করেন, সে পর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে নিরপেক্ষ সাহায্য পাওয়া কঠিন। স্বার্থপরতাক্রমে অধিকাংশ লোক সাহায্য না করিয়া নানা প্রকার ব্যাঘাত উপস্থিত করিবেন। নিম্নপর্য্যায়ের লোক মূর্খতা ও অজ্ঞানতাবশতঃ বর্ত্তমান কুসংস্কারকে সহসা পরিত্যাগে অক্ষম হইবে। কুসংস্কার-কীট সমাজকে নিঃসার করিতেছে। বর্ত্তমান কালে সমাজের যাঁহারা রক্ষক বলিয়া পরিচিত ও ব্যবস্থাপক, তাঁহাদের মধ্যে কর্ম্মজড়, স্মার্ত্ত ও মায়াবাদাদি দোষ এত প্রবলভাবে প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছে, যে—তাঁহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া অত্যন্ত অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি তাহাদের স্বরূপ নিক্ষেপভাবে প্রদর্শিত হইতেছে। সহৃদয় ব্যক্তিগণ ইহা অবশ্যই অনুধাবন করিবেন।

অনাদিবহির্ম্মুখ দুষ্ট হতভাগা মানব যখন নিসর্গবশতঃ পশু অপেক্ষাও অধম ঘৃণিত উচ্ছৃঙ্খল বৃত্তি-চরিতার্থ করিতে প্রবৃত্ত হয়—জড়কাম-মূলে পরপত্নী বা নিজপত্নীতে আসক্ত হইয়া নিজ জননীকে পর্য্যন্ত অবজ্ঞা করিতে উদ্যত হয়—অবৈধ আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-মূলে পরপত্নীর প্রতি অনুরক্ত হইয়া নিজধর্ম্মপত্নী-পরিত্যাগের বা নির্য্যাতনের প্রবণতা প্রকাশ করে—ষড়্‌রিপুর যুগপৎ পদাঘাতে পদগোলক হইয়া নানাপ্রকার পশু-ব্যবহারে প্রমত্ততা নিবন্ধন সমাজে পরস্পরের অবস্থান ও জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ পর্য্যন্ত সঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলে, তখন সেইরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা-প্রবণ অধিকারীগণকে সাধারণ নীতি শিক্ষা দিয়া সভ্যসমাজ সংরক্ষণের জন্য মনুসংহিতাদি লৌকিক নীতিশাস্ত্র—'বৃদ্ধ পিতা-মাতার সেবা, সতী-ভার্য্যার পরিপালনাদিকেই ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য'

বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু ঐরূপ নৈমিত্তিক লৌকিক নীতি সার্ব্বলৌকিক, সার্ব্বদেশিক বা সার্ব্বকালিক নহে। মানবের নিসর্গগত পশুহিংসা প্রবৃত্তি, বহুস্ত্রী-গ্রহণ প্রবৃত্তিকে সঙ্কুচিত করিবার জন্য যেরূপ 'শাস্ত্র যজ্ঞাদিতে পশু-হনন ও বিবাহিতাদি দ্বারা স্ত্রী-গ্রহণকে নৈমিত্তিক-ধর্ম্ম' বলিয়া উক্তি করিয়াছেন, তদ্রূপ "নিবৃত্তিস্তু মহাফলা", ইহ-চামূত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কর্ম্ম কীর্ত্ততে। নিষ্কামং জ্ঞান পূর্ব্বন্তু নিবৃত্তমুপদিশ্যতে।" "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনংব্রজেৎ" প্রভৃতি উক্তিদ্বারা নিত্যধর্ম্মের দিকে অভিযানেরই ইঙ্গিত করিয়াছেন। ভারতের কোন শাস্ত্রই "এই গৃহেতে জন্ম আমার, (যেন) এই গৃহেতেই মরি"—চিরকামনার প্রবর্ত্তন করেন নাই। ভাঃ ৪।২৫।৬—'কর্ম্মজত্ব গৃহব্রত ব্যক্তি পুত্র-কলত্র-ধনাধিকেই 'পরমার্থ' বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকে। তাহাতেই ঐ মূঢ় ব্যক্তি কাম্য-কর্ম্মাদির অনুষ্ঠানপর হইয়া সংসার-মার্গে বিচরণ করিতে থাকে, কখনই পরমার্থ লাভ করিতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বদেশীয় নিখুঁত নিরপেক্ষ বিচার এইরূপ। আবার ভাঃ ৫।১।১৮—"যিনি শত্রুতুল্য মন ও পঞ্চ-জ্ঞান-ইন্দ্রিয়কে জয় করিতে ইচ্ছা করেন, প্রথমতঃ তাহার গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াই তদ্বিষয়ে যত্ন করা কর্ত্তব্য। শত্রুবর্গ নির্জ্জিত হইলে যেরূপ তৎপশ্চাৎ দুর্গে বা তদ্ভিন্ন যে কোন স্থানে ইচ্ছামত বিচরণ করা যায়, তদ্রূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তি ষড়্‌রিপু জয় করিয়া তৎপশ্চাৎ গৃহে বা বনে যে-কোন স্থানে ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে পারেন। সংসার-বাস নিত্য কালের জন্য ব্যবস্থা করা হয় নাই। কঠোর-শাসনে শাসিত হইবার জন্যই উচ্ছৃঙ্খলজনের গৃহস্থাশ্রম—কারাগৃহ।

তত্ত্বান্ধ কর্ম্মজড় গৃহব্রতের বিচার—"ভগবান্ যখন আমাদিগকে সংসারে পাঠাইয়াছেন, তখন সংসারের স্ত্রী-পুত্র-প্রভৃতির সেবাই পরমার্থ।" ভগবান্ যে কর্ত্তব্য দিয়াছেন, সেই কর্ত্তব্য পালন ব্যতীত অন্য ধর্ম্ম-স্বীকার্য্য নহে। আমাদের পিতা-মাতাই প্রত্যক্ষ পরমেশ্বর-পরমেশ্বরী, পুত্র-পৌত্রাদিই—সাক্ষাৎ 'গোপাল'। এই প্রত্যক্ষ পরমেশ্বর ও গোপালের সেবাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় ধর্ম্ম। কেহ বা পুত্র-পৌত্রাদির প্রতি অত্যন্ত আসক্তির নিদর্শন-স্বরূপ উহাদিগকে "এই সকল—গৌরাঙ্গের দল, ইহাদের মত সরল গৌরাঙ্গ ভক্ত কোথায়? ইহাদের সেবাই গৌরাঙ্গ-সেবা।" ইত্যাদি বহু প্রকারের উন্মাদের প্রলাপ। তৎফলে কাম্যকর্ম্ম, বহু-দেবতা-পূজা প্রভৃতিতে আসক্ত হইয়া পড়ে, পরমেশ্বরের আরাধনা করে না। তদ্রূপ উক্ত গৃহব্রত প্রাকৃত-সহজিয়াও পরমার্থের নামে আত্মবঞ্চনা-পূর্ব্বক গৃহেই অধিকতর আসক্ত হইয়া পড়ে, পরমার্থের সন্ধান পায় না। কিন্তু যে সকল নিষ্কপট ভগবচ্চরণারবিন্দসেবকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি পরমহংস গুরু-বৈষ্ণবের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহাদের সেবায় রত থাকেন, সাধকাবস্থায় তাঁহাদের সংসার ভোগাদি বিঘ্ন দ্বারা ভগবদ্ভক্তি সাময়িকভাবে কথঞ্চিৎ স্থগিত হইলেও তাঁহারা কখনই ঐকান্তিকী মঙ্গলময়ী পদবীকে পরিত্যাগ করেন না, অথবা সংসার ভোগাদিকে কখনও গর্হন ব্যতীত বরণের চক্ষে দর্শন করিয়া গৃহব্রত ধর্ম্মে নিবিষ্ট হইয়া পড়েন না। যথা, শ্রীযমরাজ-বাক্য ঃ—তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দপাদারবিন্দমকরন্দরসাদজস্রম্। নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈর্জুষ্টাদ্‌গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্॥ ভাঃ ৬।৩।২৮

কিন্তু শুদ্ধ পরমহংস সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয়ের অভিনয় করিয়াও অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞানযোগাদিতে আসক্ত থাকায় শুদ্ধভাবে স্নিগ্ধ-গুরুসেবা করিতে না পারিয়া যাহারা বঞ্চিত হয়, তাহারা অন্যাভিলাষ চরিতার্থ করিতে বৈষ্ণব-দাসগণের অনুকরণ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গুরুগিরি করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাঁহারা গুরু-কৃপালাভে বঞ্চিত হইয়া বাহ্য আশ্রমের সন্ন্যাসী-অভিমানে অনধিকারী বহির্ম্মুখ ব্যক্তিকে ধন, জন এবং প্রতিষ্ঠালাভাশায় উন্মত্ত হইয়া দাম্ভিক হইয়া মহাকাপট্যময়ী ব্যবহারে উন্মত্ত হইয়া শ্রীগুরুদেবের শাসন ও বিধান অস্বীকার এবং অপালন করিয়া নিজে মহাভাগবতের আসন গ্রহণ করিয়া লোকবঞ্চনার ও নিজবঞ্চনার চরমপরাকাষ্ঠা প্রবর্ত্তন ও আচরণ করে। সেই সকল অন্যাভিলাষী দাম্ভিক উচ্ছৃঙ্খল পতিতজন শ্রীগুরু-বৈষ্ণব ও ভগবানের চরণে অপরাধ করে। ভক্তিতে দৌরাত্ম-জন্য অপরাধ করিয়াও ধৃষ্টতা বশতঃ অপরাধের ভীষণ ফলস্বরূপ অধিকতরভাবে পতনের চরমগতি লাভ করে। প্রকৃত বন্ধুগণকে শত্রু-জ্ঞান করে। তাহাদের হতভাগা শিষ্যগণ বৈষ্ণবাপরাধ, ধাম-অপরাধ, নামাপরাধ ও সেবাপরাধ-ফলে—শুকর, কুক্কুর, সর্পাদি-যোনি লাভ করণান্তর অনন্তকালের জন্য ভীষণ কষ্টকর নরকে গমন করে। তাহাদের অক্ষয় অপরাধ হইতে নিষ্কৃতির উপায় কোন শাস্ত্রে ব্যবস্থা করেন নাই। তাহারা আসুর-বর্ণাশ্রমী অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত। অবৈধ-স্ত্রীসঙ্গকে ভক্তির অনুকূল বলিয়া প্রাকৃত-সহজিয়া যোষিতসঙ্গীগণেরও অক্ষম কার্য্য প্রবর্ত্তন করে। শ্রীল প্রভুপাদ এই সকল বিষয় বিশেষভাবে

সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়া জগতের মহা উপকার ও মঙ্গল-সাধন করিয়াছেন। অপরাধী দাম্ভিকগণ মহতের আনুগত্যের ছলনা করিয়া কোথাও বা অনুকরণের সুবিধোপযোগী কৃত্রিমতা অবলম্বন করিয়া—তীর্থ-ব্যবসায়, ধাম-ব্যবসায়, মন্ত্র-ব্যবসায়, বিগ্রহ-ব্যবসায়, ভাগবত-ব্যবসায়, ধন-জন-প্রতিষ্ঠা-লাভাশায় প্রমত্ত হইয়া নিজের ও জগতের মহা অমঙ্গল করিতেছেন। ইহার বিস্তৃত বিবরণ গ্রন্থকারের প্রকাশিত সকল গ্রন্থের মধ্যে কৌশলে ও যথাস্থানে প্রকাশ করিয়া নিষ্কপট ভজনেচ্ছু-গণের হিতের চেষ্টা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে দূতগণ-প্রতি শ্রীযমরাজের বাক্যে জানা যায়, —"শ্রীমুকুন্দ-পাদপদ্ম হইতে যে অমৃতধারা অজস্র প্রবাহিত হইতেছে—তাহা নিষ্কিঞ্চন পরমহংসকুল নিত্য পান করিতেছেন, সেই সকল পরমহংসকুলের সঙ্গ যাহারা করে না এবং নরকে যাওয়ার রাস্তা পরিষ্কার করিতে ভোগপর ভগবৎ-প্রসঙ্গহীন গৃহকেই পরমার্থ জ্ঞান করিয়া তাহার সেবায় জীবন বৃথা নষ্ট করিয়া যাপন করিতেছে, সেই সকল অসৎ ভগবৎ-বিমুখগণকে ধরিয়া আনিবে। কখনও পরমহংসকুলের আশ্রিত বৈষ্ণবগণের নিকটও যাইও না। সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে প্রণাম করিবে।" ইত্যাদি। নরকসমূহ—ত্রিলোকীর অন্তরালে অবস্থিত। দক্ষিণ-দিকে ভূতলের অধোভাগে এবং জলের উপরিভাগে নরক-সমূহের অবস্থান। ঐদিকে অগ্নিস্বত্তাদি পিতৃগণ পরম-সমাধিযোগে ভগবানের ধ্যান এবং স্ব-স্ব-গোত্রোদ্ভব-ব্যক্তিদিগের মঙ্গল-কামনা করিয়া বাস করিতেছেন। ঐস্থানে পিতৃরাজ ঐশ্বর্য্যশালী শ্রীযম

সপার্ষদে পরমেশ্বরের আজ্ঞালঙ্ঘনকারীদের মৃত্যুর পর আনিয়া দোষীদের বিচার করিয়া দণ্ড প্রদান করেন। (ভাঃ ৫।২৬।৫৬)।

যে সকল ব্যক্তি বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বুঝিতে না পারিয়া বিদ্বেষ করে; তাহাদের নরক বাস অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমান কালের কদর্থিত বৈষ্ণবধর্ম্মের ধারণার হস্ত হইতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-পরিচয়াকাঙ্ক্ষীদিগকে—বিশেষতঃ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করা সর্ব্বপ্রধান হইয়া কর্ত্তব্য পড়িয়া গিয়াছে। নিজের ভজন ছেড়ে দিয়েও এ কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে। কেহই শ্রীগৌরসুন্দরের নিষ্কপট আনুগত্য করিতেছে না, শ্রীরূপের কথা শুনিতেছে না। কেউ বল্‌ছেন থিওসফিষ্ট্‌ থাক্‌ব, কেউ বল্‌ছেন—স্মার্ত্ত-পঞ্চোপাসক থাক্‌ব, চিজ্জড়সমন্বয়-বাদে থাক্‌ব, তা'হলে বারোয়ারীর ইন্দ্রিয়োৎসবে যোগদান ক'রা যা'বে। কেউ বল্‌ছেন—ঐকান্তিকতা একঘেয়ে ব্যাপার, তাতে ইন্দ্রিয়ের উদ্দাম-প্রবৃত্তি, স্বৈরিণীবৃত্তি রক্ষা করিতে পারে না; কেউ বলেন—ভাগবত-ব্যবসায়ী থাক্‌ব, মন্ত্র-ব্যবসায়ী থাক্‌ব, তীর্থ-ব্যবসায়ী থাক্‌ব, কীর্ত্তন-ব্যবসায়ী থাক্‌ব, তীর্থবাসের ও সেবার ছলনায় ধাম-ভোগে প্রমত্ত থাক্‌ব, নির্জ্জন ভজনের নামে প্রচ্ছন্ন কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাশায় অষ্টকালীয় লীলা স্মরণ কর্‌ব। ইত্যাদি ইত্যাদি। গৃহী বাউল-সম্প্রদায় জগতে যে কি ক্ষতি করিতেছে—বলা যায় না। কৃষ্ণভক্তি ও যোষিৎসঙ্গের বিরুদ্ধে যে অভিযান, তাতে বহুলোকের মর্ম্মান্তিক ক্লেশ হ'য়েছে। তাহারা ইন্দ্রিয়-তর্পণটাকে বৈষ্ণবধর্ম্ম বলে চালাতে চাচ্ছে। যাহারা আচার্য্যের কার্য্যের অভিনয় কর্‌ছেন, তারাও পঞ্চোপাসকের দলে মিশে

গিয়েছেন। তাহারা স্মার্ত্ত, পঞ্চোপাসকের পণ্ডিতের নিকট ভাগবত পড়ে' ভাগবতের তাৎপর্য্য জান্‌তে পারছেন না। অঘ-বক-পুতনার ন্যায় এ সকল ধ্বংস হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। (গৌঃ ১৪।২৬)। শ্রীমদ্ভাগবত প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষের উত্তরার্দ্ধে অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত-জ্ঞানের কথা বলেছেন। দৈব বর্ণাশ্রমের কথা নিতান্ত কনিষ্ঠাধিকারগত চেষ্টা বলেছেন। কেবলাভক্তির কথা প্রকৃষ্টভাবে শ্রীগৌরসুন্দর বলেছেন। কর্ম্ম-মিশ্রাভক্তির দ্বারা নারায়ণের কথা কিছু আলোচনা হ'তে পারে, কিন্তু কৃষ্ণাপাদপদ্মের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। কর্ম্মমিশ্রা-ভক্তি অধিকদূর পর্য্যন্ত যাবে না। বিষ্ণুর যে মূল আকর মূর্ত্তি, তাই—শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম। শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণেরও পরম কারণ। নারায়ণের কারণ—শ্রীবলদেব; শ্রীবলদেবের কারণ—শ্রীকৃষ্ণ। গীতা একমাত্র শরণাগতি ব্যতীত যাবতীয় ধর্ম্ম নিরাশ করেছেন। কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগপথে শরণাগতি নাই। বিষ্ণুপুরাণ, রামায়ণ-পাঠে শাস্ত্রপাঠ সমাপ্ত হ'বে না। ভক্ত-ভাগবতের নিকট ভাগবত পাঠ কর্‌লে মহাভারত ও গীতা সম্পূর্ণ হ'বে। এই সকল কথা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দানের এক কণা-মাত্রও নহে।

—□—

গ্রন্থ সমাচার

বহু মহাজন-গ্রন্থ গৌর-সিদ্ধান্তিত। বিশ্ব-হিতে এই স্থানে আছে প্রকাশিত। ভজন-সন্দর্ভ নামে গ্রন্থ মহাশূর। মহাজন-সুসিদ্ধান্ত আছয়ে প্রচুর॥

১। প্রথম বেষ্টেতে প্রমাণ তত্ত্ব বিচারিত। দর্শন, বিজ্ঞান, ঐতিহ্য, ভৌগোল, সাহিত্য॥ সর্ব্ব-মহাজন গ্রন্থ তুলনা-মূলেতে। সর্ব্ব-দর্শন সমন্বয় প্রকাশ সিদ্ধান্তে॥ ২। দ্বিতীয় বেষ্টেতে—সম্বন্ধ-তত্ত্বের বিচার। সর্ব্ব-মহাজন শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের সার। ৩। তৃতীয় বেষ্টেতে—নাম, ধাম, পরিকর। সম্বন্ধ-জ্ঞানেতে আছে তত্ত্বের বিচার॥ ৪, ৫। চতুর্থ, পঞ্চম বেষ্টে—অভিধেয় সার। সর্ব্ব-মহাজন-কৃত ভক্তির বিচার॥ ৬। ষষ্ঠ বেষ্টে—প্রয়োজন তত্ত্বের সন্ধান। প্রয়োজন শিরোমণি প্রেম-রত্ন জ্ঞান॥ ৭। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ। অপূর্ব্ব-সিদ্ধান্ত সমাধান সুসম্পদ॥ গভীর-সিদ্ধান্ত আর চরিত্র-অমৃত। মহারত্ন-রূপে ইথে আছে প্রকাশিত॥ ৮, ৯, ১০। (শ্রীশ্রী) গৌরহরির অত্যদ্ভুত-চমৎকারী। ভৌম লীলামৃত গ্রন্থে—অমৃত-মাধুরী॥ নাম, রূপ, লীলা, গুণ, ধাম, পরিকর। সুগূঢ় রহস্য, তত্ত্ব, প্রকার, বিচার॥ অতি গূঢ় রহস্যাদি অতি সঙ্গোপিত। খণ্ডত্রয়ে সেইসব আছে প্রকাশিত॥ ১১। 'স্ফোটবাদ' নাম গ্রন্থ অপূর্ব্ব রতন। শ্রীনাম-ভজনকারীগণ-প্রাণধন॥ শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-লীলা-পরিকর। সঙ্গীতাদি শব্দ-ব্রহ্মের যতেক প্রকার॥ মহাজন সুসিদ্ধান্ত করিয়া বিকাশ। অপূর্ব্ব রত্নের কথা জগতে প্রকাশ॥ ১২। 'শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের সুচরিত সুধা'। গৌর-আনা ঠাকুরের অপূর্ব্ব বারতা। অদ্ভুত চরিত উপদেশ-সমন্বিত। এই গ্রন্থরাজ মধ্যে আছে

প্রকাশিত ॥ ১৩। 'ব্রজধাম-পরিক্রমা, ভজন-রহস্য'। ব্রজের যতেক স্থান লীলার জিজ্ঞাস্য ॥ কৃষ্ণের যতেক গূঢ় লীলার বিচার। প্রকাশিত আছে সর্ব্ব সিদ্ধান্তের সার ॥ ১৪। 'মায়াবাদ শোধন'-গ্রন্থ সিদ্ধান্তের সার। ভক্তিপথে আনিবারে মহাশক্তিধর ॥ ১৫। 'অপসম্প্রদায়ের স্বরূপ' নামে গ্রন্থ। অসিদ্ধান্ত শোধি স্থাপে ভক্তির সিদ্ধান্ত ॥ ১৬। 'শিক্ষামৃত নির্য্যাস' নামে যে গ্রন্থরত্ন। সাধকের প্রাণধন অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত ॥ শ্রীভক্তিবিনোদ, রূপ, রঘুনাথ-দাস। তিন গোস্বাঞ্রির সার সিদ্ধান্ত প্রকাশ ॥ ১৭। 'গীতার তাৎপর্য্য' গ্রন্থে সার উপদেশ। রূপানুগ-সিদ্ধান্তেতে হয়েছে প্রকাশ ॥ ১৮। 'গৌর-শক্তি গদাধর' নামক গ্রন্থেতে। অতি-গূঢ় রহস্য প্রকাশ সিদ্ধান্তে ॥ ১৯। 'শিবতত্ত্ব' গ্রন্থ মধ্যে শিবের মাহাত্ম্য। শিবের প্রকাশ ভেদ, 'লিঙ্গ-যোনি-তত্ত্ব' ॥ ২০। 'শ্রীধাম নবদ্বীপ-দর্শন' নামে গ্রন্থ। ধামের মাহাত্ম্য, তত্ত্ব, স্বরূপ-সিদ্ধান্ত ॥ ২১। 'তীর্থ ও শ্রীবিগ্রহের দর্শন পদ্ধতি'। দর্শনের বিধানাদি ইহাতে সঙ্গতি ॥ ২২। 'শ্রীধাম নবদ্বীপের চিত্র-প্রদর্শনী'। গৌরাঙ্গের ধাম, লীলা, কৃপা নিদর্শনী ॥ ২৩। অচিকিৎস্য অপসম্প্রদায়ের স্বরূপ। ব্যতিরেক ভাবে ভক্তি-সাধন অপরূপ ॥ ২৪। কপট কদন গ্রন্থ অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত। অসিদ্ধান্ত-নাশিবারে বান্ধব একান্ত ॥ ২৫। শ্রীভক্তি সন্দর্ভ গ্রন্থ জীব গোস্বামি রচিত। যাঁর কৃপা বিনা ভক্তি নহে কদাচিত ॥ ২৬। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব তারতম্যের বিচার। বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য-তত্ত্ব যাহাতে প্রচার ॥ আরও বহু সিদ্ধান্ত গ্রন্থ হবে প্রকাশিত। জগতের হিত লাগি মহাজন কৃত। ইতি গ্রন্থ সমাপ্ত ॥

॥ প্রদর্শন-সূচী ॥

—※—